✽ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1089

কে, সি, মুখার্জী এণ্ড সন
২৭ বিপ্লব চন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ফোনঃ ২৪-১৫৫১

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা — শুক্রবার, ১২ চৈত্র, ১৩৭৭ (৫ চৈত্র, ১৮৯৩ শক) Friday, March 26, 1971 — মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

কে, হোড় আয়ুর্বেদীয় চুল ওঠা বন্ধকরে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে

রংপুর, চট্টগ্রাম, সঙ্গীদপুরে সেনাদের গুলিতে নিহত ১১০

পূর্ব বাংলায় সন্ত্রাস ঃ শনিবার সাধারণ ধর্মঘট

ঢাকা, ২৫ মারচ—পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় নতুন করে আবার সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। পূর্ব বাংলার কয়েকটি জায়গায় সেনাবাহিনী ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে গত দু দিনে নিহত হয়েছেন ১১০ জন। আহত হয়েছেন দু' শরও বেশি। ইসটারন নিউজ এজেন্সি আজ এখানে জানিয়েছেন, রংপুরে মারা গিয়েছেন ৪০ জন, সঙ্গীদপুরে ৫০ জন এবং চট্টগ্রামে ২০ জন।

আজ রাত্রে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের খবর ঃ নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামি লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সারা পূর্ব বাংলায় ২৭ মারচ শনিবার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, এই সন্ত্রাসজনক পরিস্থিতি মুখ বুজে সহ্য করা হবে না। প্রেঃ ইয়াহিয়া খানের কাছে তাঁর দাবি ঃ নিরস্ত্র ব্যক্তিদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্তের আদেশ দিতে হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরে একটি জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাস করতে ডক কর্মীরা অস্বীকার করেন। তাই সেনাবাহিনীর লোকেরা ওই জাহাজ থেকে মাল খালাস করতে গেলে হাজার হাজার লোক তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। জনসাধারণের দিক থেকে প্রতিরোধ এলে সেনাবাহিনী বিনা প্ররোচনায় নিরস্ত্র লোকদের ওপর গুলি ছোঁড়ে।

রংপুরের ডেপুটি কমিশনার এই বলে অভিযোগ করেন যে, 'তাঁর সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করেই' সেনাবাহিনী ওই এলাকার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়েছেন। এখানে অন্ততপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়েছে। বেতারে ডেপুটি কমিশনারের উক্তি উদ্ধৃত করে এই কথা বলা হয়।

বুধবার রংপুরে রাত ৭টা থেকে ২৪ ঘণ্টার কারফু জারি করা হয়। আজ বিকালে চার ঘণ্টার জন্য কারফু শিথিল করা হয়। আজ বিকাল ৫টা থেকে আগামীকাল সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফু পুনরায় বলবৎ করা হয়।

রংপুর জেলার সঙ্গীদপুর থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, এই হাঙ্গামায় সেনাবাহিনীর লোকেরাও হতাহত হয়েছে। সেনাবাহিনীর লোকেরাই বস্তুতপক্ষে এখানে 'বিনা প্ররোচনায়' গুলি চালায়। আরও মজার কথা এই, যেখানে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য শেখ মুজিবর রহমান এবং প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ ও অন্যান্য নেতাদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত, ঠিক সেই সময় এই ধরনের হাঙ্গামা ঘটেছে।

রংপুরে জনসাধারণ সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িকে আক্রমণ করে। ফলে সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক আহত হয়। বেতারে প্রচারিত খবরে বলা হয়, অন্তত ৫০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং সেগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

গভীর ষড়যন্ত্র

সঙ্গীদপুরের ঘটনাকে একটি গভীর ষড়যন্ত্র' বলে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ বলেন, আমাদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সমস্ত প্রয়াসকে বানচাল করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। নিরস্ত্র জনতার উপর এই বর্বরোচিত আক্রমণ নিঃসন্দেহে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াকে ঘোলাটে করে তুলবে। শ্রীআমেদ জনগণকে শত্রুপক্ষের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছেন এবং যে-কোন ধরনের আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রীআমেদ অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

সাদা পোশাকে সশস্ত্র একদল লোককে গ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়ার ফলেই এই ঘটনার উদ্ভব। বাধা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র ব্যক্তিরা স্থানীয় অধিবাসীদের উপর গুলি চালায়। গুলিতে আহত চারজনকে রংপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রায় দশ হাজার লোকের এক

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

পূর্ববঙ্গে অস্ত্রশিক্ষা

শিলং, ২৫ মারচ—শেখ মুজিবর রহমান ও প্রেঃ ইয়াহিয়া খানের মধ্যে আলোচনা যদি ভেঙে যায়, তবে হয় তো একটা হেস্তনেস্ত করার প্রয়োজন হবে। তাই তারই প্রস্তুতি হিসাবে পূর্ব বাংলায় অসামরিক ব্যক্তিদের অস্ত্র চালনার তালিম দেওয়া হচ্ছে। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া নির্ভরযোগ্য খবরে এ কথা জানা গিয়েছে।

তালিমের ব্যবস্থা করেছে আওয়ামি লীগ এবং মৌলানা আবদুল হামিদ ভাসানির জাতীয় আওয়ামি পারটি।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাজার পঞ্চাশেক ছোট অস্ত্র বণ্টন করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে গ্রামে গ্রামে দারুন উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

অস্ত্র সরবরাহ কোথা থেকে হচ্ছে, তা জানা যায়নি।

চট্টগ্রাম বন্দরের চার পাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

—ইউ এন আই

মন্ত্রিসভা নিয়ে মতভেদ

মিটমাটের জন্য সিদ্ধার্থ রায় কলকাতা যাচ্ছেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—আজ রাত্রে এখানে নব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোরডের বৈঠকে পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি মন্ত্রিসভা গড়া নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাই নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বোরডের সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে ঐসব সমস্যার সমাধান করার জন্য অবিলম্বে কলকাতায় যেতে বলা হয়েছে।

মন্ত্রিসভা গড়ার খুঁটিনাটি নিয়ে নব কংগ্রেসের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে তার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যেই শ্রীরায় কলকাতা যাচ্ছেন। তিনি ঐসব মতভেদ দূর করার চেষ্টা করবেন।

এই মতভেদ এতই তীব্র আকার নিয়েছে বলে প্রকাশ যে, নব কংগ্রেস হাইকমানডকে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে এতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বোরডের বৈঠকের পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (নব) জেনারেল সেক্রেটারি ডঃ শঙ্করদয়াল শরমা

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

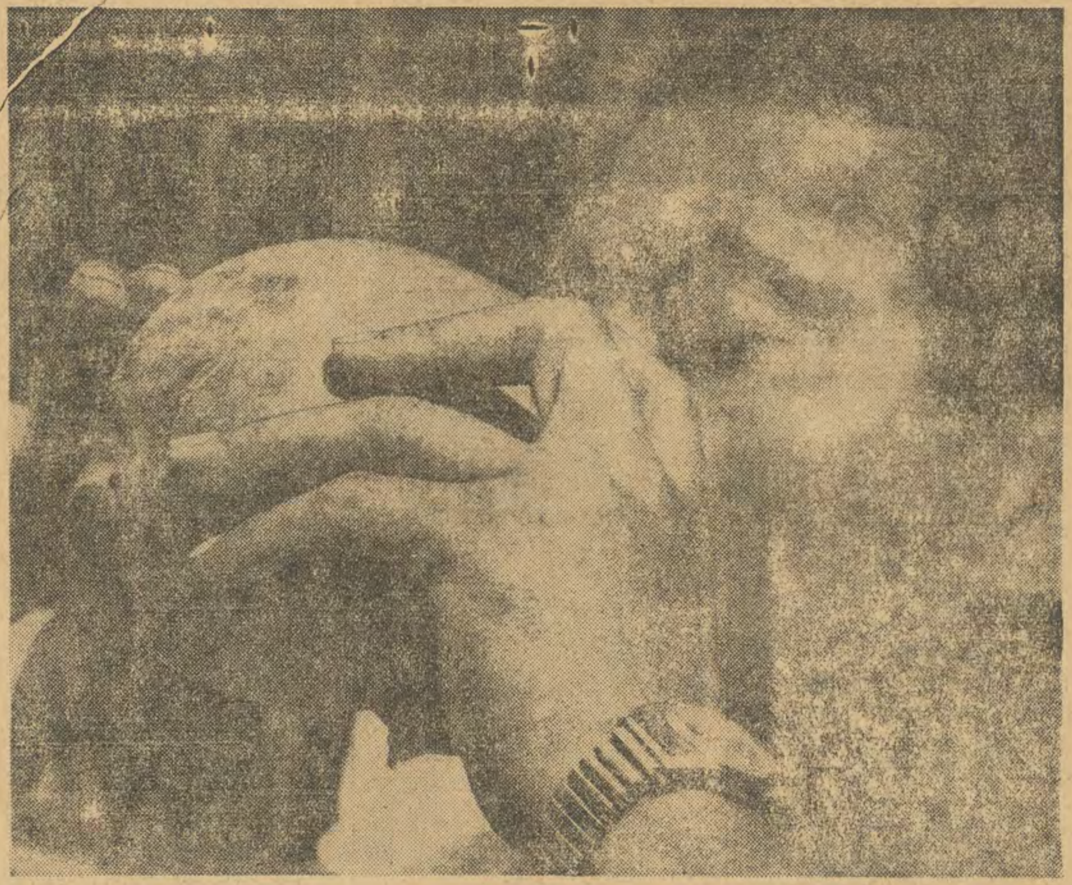

তৃষ্ণার শান্তি ॥ চৈত্রের দুপুর ॥ বৃহস্পতিবারের কলকাতা

মুজিবের চারদফা দাবি প্রেঃ ইয়াহিয়া নীতিগতভাবে মেনে নিলেন

গৌহাটি, ২৫ মারচ—পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট সুরাহায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর যে চার দফা দাবি পেশ করেছিলেন, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান "নীতিগতভাবে তা মেনে নিয়েছেন।"

আজ অপরাহ্ণে ঢাকা বেতার মারফত এই খবর পাওয়া গেল।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের শর্ত হিসাবে আওয়ামী লীগ নেতা এ মাসের গোড়ায় যে চারটি দাবি পেশ করেছিলেন, সেগুলি হল—(১) সামরিক আইন প্রত্যাহার, (২) সৈন্যদের ব্যারাকে প্রেরণ, (৩) সৈন্যদের গণহত্যা সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ ও (৪) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

"শহিদদের রক্তধারা যেন ব্যর্থ না হয়।" বাংলা দেশ এর নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ পাকিস্তানের শাসকদের উদ্দেশে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বাংলা দেশ-এর সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর বাইরে থেকে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। বাংলা দেশের জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ। আর কোন শক্তি তাদের দাবি উপেক্ষা করতে বা দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে, জনগণ যেন ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। শান্তিপূর্ণ, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বানচাল করার সব অপচেষ্টা রুখতে হবে। শহীদদের রক্তধারা ব্যর্থ হতে দেওয়া চলবে না।

আওয়ামি লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ বলেছেন যে, তাঁদের দল তথা বাংলা দেশের জনগণ কী চান তা পাকিস্তানের প্রেসিডেনটকে সবিস্তারে বলা হয়েছে আর কিছু বলার দরকার নেই। তবে আরও ব্যাখ্যার দরকার থাকলে প্রেসিডেনটের উপদেষ্টাদের সঙ্গে তাঁরা আরও আলোচনায় প্রস্তুত। যাই হোক, অনিশ্চয় অবস্থা বেশি দিন থাকতে পারে না। বর্তমান সংকটের দ্রুত সমাধান কাম্য।

ওদিকে ভুট্টো সাহেব এখনও তাঁর পুরনো গৎ গেয়ে চলেছেন। আজও সকালে তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৪৫ মিনিট কথা বলেন। ভুট্টো যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে এখনও নারাজ।

শ্রী ভুট্টো আজ বলেন ঃ সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে গতকাল আওয়ামি লীগ এবং প্রেসিডেনটের উপদেষ্টাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

তিনি বলেন, এই নতুন পরিস্থিতির কথা তাঁকে জানানো হলে আজ প্রেসিডেনটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

সি পি এম-নকশাল সংঘর্ষ

বর্ধমানে সি আর পি খুন

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতায় জোড়াবাগানে দু' জায়গায় সি পি এম ও নকশালপন্থীদের মধ্যে জোর সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ মোট ৬ রাউনড গুলি চালায়। একজন নকশাল যুবক পুলিশের গুলিতে নিহত হন। দুপুরে বর্ধমান শহরে একজন সি আর পি কনসটেবল ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। গড়িয়া রেল স্টেশনে আহত সি পি আই কর্মী ডঃ [illegible] মিত্র এদিন সকালে হাসপাতালে মারা যান।

বুধবার রাত্রে হাবড়ায় অশোকনগরে সি আর পি'র একজন নায়েক বোমায় নিহত হন। ওই দিন সন্ধ্যায় বহরমপুরে এক যুবক ছুরিকাঘাতে মারা গিয়েছেন।

জোড়াবাগানে গুলিতে একজন নিহত

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ছটা নাগাদ জোড়াবাগান থানা এলাকার মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে সি পি এম ও নকশালপন্থী বলে অভিহিত দু দলের মধ্যে জোর সংঘর্ষ বাধে। প্রচুর বোমা ও ইটপাথর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। রাস্তার দাঁড় করানো একটি মোটর গাড়ি ও একটি স্কুটার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুজন পথচারী বোমায় আহত হন। অবস্থা আয়ত্তে আনতে পুলিশ চার রাউনড গুলি ছোঁড়ে। শ্রীদীপক সরকার (২০) গুলিবিদ্ধ হন। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

পুলিশ সূত্রে আরও বলা হয়, গুলিতে আহত অন্য একজনকে তাঁর সঙ্গীরা নিয়ে গিয়েছেন। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ওই ঘটনার কিছুক্ষণ পর জোড়াবাগান থানার কাছে মথুরবাবু [illegible] লেনে সি পি এম ও নকশালপন্থী দু দলের মধ্যে আর একটি সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ ২ রাউনড গুলি চালায়,

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

করাচিতে ইয়াহিয়া

ঢাকায় ও চট্টগ্রামে গুলি

করাচি, ২৫ মারচ—ঢাকায় সাংবিধানিক সংকট নিয়ে আলাপ-আলোচনার পরে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ এক বিশেষ বিমানে আজ মধ্যরাত্র করাচিতে এসে পৌঁছেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরে প্রেসিডেনট এক ঘোষণা জারি করবেন বলে আশা করা যায়। ইয়াহিয়ার সঙ্গে এসেছেন প্রিনসিপাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেঃ পীরজাদা। তিনিও ঢাকার আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন।

এদিকে ইসটারন নিউজ এজেন্সির সংবাদে বলা হয়েছে—ঢাকার সর্বত্র গুলিবর্ষণের খবর পাওয়া গিয়েছে। আজ গভীর রাতে চট্টগ্রামের নানা জায়গায় জনতার উপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৭ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

ঢাকায় বিদেশী সাংবাদিকদের ইনটারকনটিনেনটাল হোটেল ছেড়ে বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়—বাইরে গেলেই গুলি খাবেন। ঐ হোটেলেই শ্রী ভুট্টো রয়েছেন।

এই কালহরণ কেন

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার

বুধবার রংপুরের সঙ্গীদপুর ও ঢাকার মীরপুরের ঘটনাকে "বাংলা দেশে"র অনেকেই বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে দেবার অপচেষ্টা বলে আশংকা করছেন। উদ্দেশ্য ঃ বর্তমান সংকটের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বানচাল করে দেওয়া। প্রসঙ্গত সঙ্গীদপুর ও মীরপুরে উর্দুভাষী বিহারী উদ্বাস্তুদের বিরাট কলোনি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় কিন্তু বেশ হতাশা যথেষ্ট উদ্বেগ। আওয়ামী লীগের হাইকমানড থেকে পাওয়া খবর ঃ তাঁদের পক্ষের আলোচনা শেষ। কিন্তু প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া সেই যে সোমবার বলেছিলেন "অচিরেই" বেতার-ভাষণ দেবেন তারপর চারদিন পার হয়ে গেল আর মুখ খুলছেন না।

তাই ঢাকার ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ চিন্তিত। শেখ মুজিবরের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলাচনার "অগ্রগতি" হয়ত সত্যি, কিন্তু এ সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রেসিডেনট সম্ভবত এমন এক জায়গায় আটকে গেছেন, যেখান থেকে আর সহজে এগোতে পারছেন না। হয়ত ভরসা পাচ্ছেন না। কারণ আজ হোক, কাল হোক পিণ্ডিতেই তো তাঁকে ফিরতে হবে।

বৃহস্পতিবার করাচিতে ফিরে

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

রাজ্যে মন্ত্রিসভা গড়া নিয়ে আজ যৌথ বৈঠক

বাংলা কংগ্রেস অজয়বাবুকে নেতৃত্ব গ্রহণে অনুমতি দিল

স্টাফ রিপোরটার

অজয়বাবু তাঁর দলের 'গ্রীণ সিগন্যাল' পেয়ে গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বাংলা কংগ্রেস কর্মপরিষদের সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁকে এই রাজ্যে প্রস্তাবিত কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্বভার নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দফতর সমেত এই দল থেকে আরও একজনকে মন্ত্রী করার দাবি জানানো হয়েছে। পটভূমি তৈরি। আজ শুক্রবার বিকাল চারটায় অজয়বাবুর বাড়িতে এই সরকারে যাঁরা থাকবেন এবং যাঁরা সমর্থন করবেন, সেই সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে যৌথ বৈঠক বসছে। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা এসে পৌঁছেছেন। নব কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এই বৈঠকের আগে কলকাতা আসছেন। শ্রীবিজয় সিংহ নাহার সকালেই পাটনা থেকে ফিরছেন। অর্থাৎ, আজ অজয়বাবুর নেতৃত্বে সরকার গড়ার ব্যাপারে প্রকাশ্যে 'ড্রপসিন' উঠছে।

নানা বৈঠক, আলোচনা

অবশ্য বৃহস্পতিবারও এ ব্যাপারে একাধিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। রাজ্য নব কংগ্রেস নেতারা ঝাড়খণ্ড দলের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ঝাড়খণ্ড দলের তরফে নাকি অন্যান্য দাবির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ নিয়ে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ার দাবি জানানো হয়েছে। এই দাবি সম্পর্কে নব কংগ্রেস নেতারা কিছু বলতে পারেন নি। ঝাড়খণ্ড দল প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে কিনা তা এদিন স্থির হয় নি। মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গেও নব কংগ্রেসের কোন কোন নেতার কথা হয়েছে। সি পি আই নেতারাও একবার মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। পরে রাতে সি পি আই ও নব কংগ্রেস এবং ফরওয়ারড ব্লক ও নব কংগ্রেসের মধ্যে দুটি আলাদা বৈঠক হয়েছে। সি পি আইয়ের শ্রীবিশ্বনাথ মুখারজি ও ফরওয়ারড ব্লকের শ্রীঅশোক ঘোষ তাতে যোগ দেন। দুটি

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

বৃহস্পতিবার দুধ মেলেনি, আজও ভরসা কম

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার কলকাতায় দুধ মেলেনি। আজ শুক্রবার দুধ পাওয়া যাবে এরকম কোন ভরসাও রাজ্য সরকার দিতে পারেননি।

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের পক্ষে জানানো হয় যে, দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিযুক্ত একজন কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করলে তার প্রতিবাদে সেনট্রাল ডেয়ারির কর্মীরা বুধবার রাত্রে বিনা নোটিশেই হঠাৎ ধর্মঘট করে বসেন। কর্তৃপক্ষের তরফে ধর্মঘটী কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তাদের দাবীঃ ধৃত কর্মীকে সেনট্রাল ডেয়ারিতে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ওইখান থেকে সি আর পি তুলে নিতে হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্তও ধর্মঘট মেটার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

সি পি আই বাইরে থেকে মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাবে

স্টাফ রিপোরটার

সি পি আই পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম বর্জিত মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না, বাইরে থেকে সমর্থন জানাবে। দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় কর্ম-সমিতির বৈঠকের পর সি পি আই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখারজি বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফেরার পর সাংবাদিকদের ওই কথা জানান।

তবে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে সি পি আই এদিন সন্ধ্যা থেকেই আলোচনার আসরে নেমে পড়েছেন। বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে এদিন মুসলিম লীগের নেতা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ফরোয়ারড ব্লক নেতাদের সঙ্গেও কথাবার্তা হয়েছে।

আজ, শুক্রবার থেকে সি পি আই পুরোদস্তুর আলোচনা শুরু করবেন।

বিমান চলাচল সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক

—পাকিস্তানের অনুরোধ

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—রেডিও পাকিস্তানের খবর ঃ ভারতের আকাশসীমা দিয়ে পাক বিমান চলাচল সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা প্রত্যাহারের জন্য পাকিস্তান ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে। ইসলামাবাদস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার-এর মাধ্যমে পাঠানো এক নোটে এই অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানের বক্তব্য ঃ বিমান ছিনতাই ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার উপযুক্ত বাতাবরণ গড়ে তোলার জন্যই ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে ভালো হয়।

ভারতের সাফ বক্তব্য আগেই জানানো রয়েছে ঃ ভারতীয় বিমান ধ্বংসের জন্য পাকিস্তানকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং বিমান দস্যুদের শাস্তি দিতে হবে। তারপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা ভাবা যাবে। —ইউ এন আই

উত্তর প্রদেশে এস ভি ডি সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী

ব্যাপক দলত্যাগের ফলে সংকট

লখনউ, ২৫ মারচ—উত্তর প্রদেশে পাঁচ মাসের সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের সামনে এখন ২টি পথ খোলা আছে—হয় মন্ত্রীত্বের গদি ছাড়তে হবে না হয় ত বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষায় পরাজয় বরণ করে নিতে হবে। আজ সংযুক্ত বিধায়ক দল থেকে ব্যাপকভাবে দলত্যাগ ঘটায় এই দল এখন সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের পতন এখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

সংযুক্ত বিধায়ক দলের সদস্য সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে। ২০২। গরিষ্ঠতার নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে ৭টি কম। গভীর রাত্রে আরও তিনজন মন্ত্রী ও ৮ জন সদস্যের পদত্যাগের ফলে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৯০।

নব কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা হল ১৯৭। এই সংখ্যা এখন বেড়ে ২০৫ হয়েছে। অর্থাৎ গরিষ্ঠতার নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে ৪টি কম। তবে নব কংগ্রেস তিনজন পি এস পি, চারজন সি পি আই, একজন সি পি এম, একজন মুসলিম মজলিস, একজন রিপাবলিকান ও ৫ জন নির্দল সদস্যের সমর্থন লাভে সক্ষম হবে।

মন্ত্রীদের পদত্যাগ। প্রথম মন্ত্রী যিনি পদত্যাগ করেন তাঁর নাম হল শ্রীলক্ষ্মীরমন আচার্য (আদি কংগ্রেস)। ইনি রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী। এরপর রাত্রের দিকে পদত্যাগ করলেন খাদ্য মন্ত্রী শ্রীমতী কুদেশিয়া বেগম (আদি কংগ্রেস)। এঁর আগেই পদত্যাগ করেন একজন উপমন্ত্রী। ইনি হলেন শ্রীআমেদ লুট খাঁ (আদি কংগ্রেস)।

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

দিনে ৩৫ লক্ষ মুদ্রা তৈরি হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিললি, ২৫ মারচ—দেশের কয়েক জায়গায় মুদ্রার অভাবের খবর পেয়ে ভারত সরকার মুদ্রার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছেন। যে সব জায়গায় মুদ্রার অভাব ঘটেছে—সেখানে রিজারভ ব্যাংক মুদ্রার অতিরিক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করছেন। রিজারভ ব্যাংকের কাউনটার থেকেও বিপুল পরিমাণে ছোট মুদ্রা বাজারে ছাড়া হচ্ছে। আজ লোকসভায় রাজস্ব মন্ত্রী শ্রী ডি সি শুক্ল পাঁচ জন সদস্যের একটি দৃষ্টি-আকর্ষণী নোটিশের জবাবে এই তথ্য জানান। কাগজের মুদ্রা বাজারে ছাড়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তিনি বলেন, মুদ্রা উৎপাদন পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী চলে—মুদ্রার অভাব থাকার কথা নয়।

মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন, সম্প্রতি মুদ্রার অভাবের অভিযোগ বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য হায়দরাবাদ ও আলিপুরের টাকশালে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা করে কাজ হচ্ছে। সাধারণত সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ হয়। বোমবাই-এর টাকশালে দু সিফটে কাজ হচ্ছে। প্রতি সিফটে ন' ঘণ্টা করে কাজ হয়। আলিপুর টাকশালেও দু সিফটে কাজ চালু করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আগে দিনে ১২ লক্ষ মুদ্রা তৈরি হত। এখন দিনে তৈরি হচ্ছে ৩৫ লক্ষ মুদ্রা।

mcm/bw/7a ben

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫৫ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

ফোটো স্টুডিওর সর্বপ্রকার কাজ জানা লোক চাই। কুমার স্টুডিও। ৪৪নং মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪। (সি ৫২৯)

ভাড়া বা লীজ

কলিকাতা করপোরেশন এলাকার কাশী-নাথ দত্ত রোডের উপর ৪ কাঠা জমি ভাড়া বা লিজ দেওয়া হইবে। পানুবাবু; ৫৮/৬বি, কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা—৩৬, ফোন—৫৬-৩৫৭৯। (সি ৮৭৪)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি

মা, তুমি কি পাষাণী গো? এমনি করে আমাদের ফেলে যেতে পারলে? বাবা অনুতপ্ত, মন খুব খারাপ। দিদিভাই শয্যাশায়ী—লক্ষীটি ফিরে এসো, বাবু-গোপাল-জবা। (সি ৫৩১)

ব্যক্তিগত

ম্যাক্সমুলার ভবন ঘোষণা করছেন যে, আজ সন্ধ্যা ৭-৩০টায় ৮, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯ স্থিত এম এম বি'তে ১৯৭২ সালের ওলিম্পিক ক্রীড়ার পূর্বাহ্নিক সূচী সম্বলিত "মিউনিক এক্সপেক্টস ইউ" (ইং ভাষা) ছায়াছবির প্রদর্শনী হইবে। (৪৪৩৫/১)

ফরাসী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় ম্যাক্সমুলার ভবনের ঘোষণা: আগামী ৩রা এপ্রিল সন্ধ্যা ৬-৩০টায় এম এম বি'তে খ্রীশ্চিয়ান ডাঙ্গবাৎসএর পিয়ানো সঙ্গীত তৎসঙ্গে স্কারলেটি, হেডন, বীঠোফেন, চোপিন, ফরা ও ডেবুসি'র সঙ্গীতমালা। টিকিট: ৩, টাকা, এম এম বি ও ফরাসী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের রিসেপশনে পাওয়া যাইবে। (৪৪৩৫/২)

মোটরকার ও লরী

একটি ৬২ মডেল টি এম বি, একটি ৫৩ মডেল মরিস কমার্শিয়াল বাস বিক্রয়। পানুবাবু: ৫৮/৬বি, কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৬, ফোন—৫৬-৩৫৭৯। (সি ৮৭৩)

ঔষধ ও চিকিৎসা

পরিবার পরিকল্পনা

যৌনব্যাধি ও স্ত্রীরোগে (রেজিঃ) বিশেষজ্ঞের সাক্ষাতে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা। শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক, ১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৯৫৩০)

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোন প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশ্যাল ক্লিনিক, ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭, ফোন : ৩৪-৩৮৫৮। (২০৭৪এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

রয়েল কলেজ

১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। টাইপরাইটিং, শর্টহ্যান্ড, স্পোকেন ইংলিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ও হিন্দি ক্লাশে ভর্তি চলিতেছে। শাখাঃ ৮৭/২, বিধান সরণি (দর্পণার পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর। (৪১৮৯এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার

সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন হয় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী, তাঁহাদের অতি অল্প দিনের ভিতরে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। টেস্ট পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না। প্রয়োজনে প্রথম হইতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন ১৫·৫০। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। শাখা : ৮৭/২, বিধান সরণি (দর্পণার পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর। (৪১৫৪ এ)

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার

সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন হয় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী, তাঁহাদিগকে অতি অল্প দিনের ভিতর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। টেস্ট পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না। প্রয়োজনে প্রথম হইতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন ১৫·৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে-বাজারের বিপরীতে, দোতলায়। (৪১৯০ এ)

কনসেসনে ভর্তি চলিতেছে

টেলিফোন অপারেটিং/টেলারিং/হাতে-কলমে ট্রানজিস্টার রেডিও তৈয়ারী করা—ইহার যে কোনও একটি ৩ মাসের ভিতর শিখিয়া শিক্ষান্তে আপনি মাসিক ২৫০, হইতে ৩০০, উপার্জন করিতে পারেন। বেতন ৩ মাসের জন্য ৩৫,। ভর্তি ফি পৃথক। এই কনসেশনে মাত্র ৫০ জন ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তি করা হইবে। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেই চলিবে। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে বাজারের বিপরীতে, শিয়ালদহ। (৪১৯১ এ)

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ M.D.H ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনামূল্যে প্রস্পেক্টাসের জন্য লিখুনঃ প্রিমিয়ার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ১৪৮ সেক্টর, ১৯এ চণ্ডীগড়—ভারতের বৃহত্তম কলেজ। (২৮৫৯)

নির্ভুল ইংরাজী বলিতে

ও লিখিতে শিখুন। ব্যবসা/চাকুরী যা-ই করুন, উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজী জানা একান্ত আবশ্যক। মাসিক বেতন ১০·৫০। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ, ৩৫-৬২৩০। শাখা : ৮৭/২, বিধান সরণী (দর্পণার পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর। বিঃ দ্রঃ—স্কুল ফাইনাল কোচিং ক্লাশেও ভর্তি চলিতেছে। (৪১৫২এ)

পলিসি হারানো

নোটিশ—লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া কলিকাতা ডিভিশনাল অফিস কর্তৃক শ্রীপ্রভাতকুমার চ্যাটার্জির জীবনের উপর প্রদত্ত এস-১৫৮৩৭১৯ ও এস-৩১৭৭৬০৪৫ পলিসিগুলি হারাইয়া গিয়াছে। আজ হইতে এক মাসের মধ্যে কেহ বাধানিষেধ আরোপ না করিলে তাঁহাকে নকল কপি প্রদান করা হইবে।

স্বাঃ বি রাম,
সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার
কলিকাতা—২৬-৩-৭১ (সি ৮২৯)

নোটিস

নোটিস

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি-আইন সম্পর্কে
এবং
বাটরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৬৯-৭০ সালের স্ট্যাটুটরী অডিট সম্পর্কে
১৫/১/১এ, মাকড়দহ রোড, হাওড়া।

এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, আমরা উপরোক্ত ব্যাঙ্কের ১৯৬৯-৭০ সালের (যে বৎসর ৩০-৬-৭০ তারিখে শেষ হইয়াছে) হিসাব পরীক্ষা করিতেছি।

ব্যাঙ্কের শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী ও অন্যান্য দেনাদার এবং পাওনাদারগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিজ নিজ হিসাব পরীক্ষা করিয়া ভুলভ্রান্তি ও গরমিল দেখিতে পাইলে এই নোটিস প্রকাশের পর ৭ দিনের মধ্যে আমাদের নিকট উহা লিখিতভাবে পেশ করেন, অন্যথায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক রক্ষিত ৩০-৬-৭০ তারিখের হিসাব নির্ভুল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

এতদুদ্দেশ্যে পৃথকভাবে কোন ইস্তাহারপত্র বিলি করা হইবে না।
১৪ই মার্চ, ১৯৭১

স্বাক্ষরঃ এম আর পাল এণ্ড কোং
চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস
১৪-৩-৭১ (সি ৬৫৬)

পাবলিক নোটিস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

৪৮/১ ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা-২৭

গ্রাহকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিদ্যুৎ সরবরাহের বর্তমান রেট ও চার্জ বাতিল ক্রমে নিম্নোক্ত রেট ও চার্জ ৩১শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে বা তাহার পরে আরম্ভমাণ বিলিং-কালের ক্ষেত্রে বলবৎ হইবে :

রেট 'সি'—এগ্রিকালচারাল ও ইরিগেশন পাম্পিং

প্রতি মাসে প্রথম ৫০০ কে ডব্লিউ এইচ-এর জন্য...প্রতি কে ডব্লিউ এইচ'তে ১৬ পয়সা
প্রতি মাসে ৫০০ কে ডবলিউ এইচ-এর বাড়তির জন্য ... প্রতি কে ডবলিউ এইচ'তে ১৪ পয়সা

ন্যূনতম চার্জ

যে সকল গ্রাহক কোন নির্ধারিত সময়ে বর্তমান রেটের মোট হিসাবে নির্ধারিত নিম্নতম চার্জের কম হয় এমন বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করেন না তাঁহাদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তমত ন্যূনতম চার্জ ধার্য করা হইবে :

১ অ. শ'এর জন্য ন্যূনতম চার্জসহ প্রতি বৎসর সংস্থাপিত প্রতি অ. শ. বা তাহার অংশের জন্য ৫০, টাকা।

দ্রষ্টব্য :—ন্যূনতম চার্জ, প্রয়োজন হইলে মাসিক ভিত্তিতে আদায় করা হইবে, কিন্তু প্রকৃত বার্ষিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের হিসাব করিয়া বছরের শেষে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে।

দেরীতে পেমেন্টের সারচার্জ

বিলের পেমেন্ট যদি বিলে উল্লেখিত "শেষ তারিখ" মধ্যে করা না হয় তবে প্রতি কে ডবলিউ এইচ'তে ৩ পয়সা সারচার্জ ধার্য করা হইবে।

পি আর বালসুব্রহ্মণ্যম
সেক্রেটারি

তারিখ, কলিকাতা,
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ (৪২৭১)

টেণ্ডার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

সাঁওতালডি থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট
৬ লিটল রাসল স্ট্রীট (৬ষ্ঠ তল)
কলিকাতা-১৬

টেণ্ডার নোটিস নং এস ডি এইচ/(সি)/৬ বি পি/২৩৮ তাং ২৮-১২-৭০

বিষয় : অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ-কাম-কেণ্টিন বিল্ডিং-এর বাকি অংশ নির্মাণ

উপরোক্ত টেণ্ডার বিক্রয় ও দাখিলের শেষ তারিখ এতদ্দ্বারা ৬ই ও ৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ বেলা ১টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টেণ্ডার ৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টায় খোলা হইবে।

অন্যান্য শর্ত পূর্বে প্রকাশিত মত অপরিবর্তিত থাকিবে।

স্বাঃ পি কে ঘোষ
প্রজেক্ট ম্যানেজার
সাঁওতালডি থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট (৪২৭৭ এ)

মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

কম্যাণ্ডার ওয়ার্কস এঞ্জিনীয়ার্স এইচ কিউ ১৩৪ ওয়ার্কস এঞ্জিনীয়ার্স কেয়ার অফ ৯৯ এ পি ও কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য টেণ্ডার ফরম ইস্যু করার নিমিত্ত ৯ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে:—

(১) রাঙ্গাপাহাড়স্থিত সিগন্যাল অফিসার্স কোয়ার্টার্সে গেনার্স এর ব্যবস্থা করা। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ ১·০০ লক্ষ টাকা, বায়নার পরিমাণ ৫০০০, টাকা।

(২) রাঙ্গাপাহাড়ে রাস্তা, কালভার্ট ও রিটেনিং ওয়ালের ব্যবস্থা করা। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দঃ ৬·৮০ লক্ষ টাকা, বায়নার পরিমাণ : ১৭,০০০, টাকা।

বিশদ বিবরণের জন্য ২৪-৩-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দ্রষ্টব্য।
ডি এ ভি পি ৬৪৩ (১২২২) ৭০ (৪৪২৭)

টেণ্ডার

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

টেণ্ডার নোটিস

তিনটি পুরাতন বিল্ডিং যায় ইহার সমস্ত ফিটিংস, ফিকশ্চার ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য যথা কপার, কাষ্ট আয়রণ, আয়রণ শীট, ইট ইত্যাদি সহ শ্রীরামপুরস্থ হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কসের বিবিধ দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক দর উল্লেখিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং তাহা ৩১-৩-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত হইবে। একই টেণ্ডারের জন্য পূর্বেকার বিজ্ঞপ্তি এই নোটিস বলে বাতিল হইল। অন্যান্য বিষয় পূর্ববৎ থাকিবে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
এক্জিকিউটিভ অফিসার
২০/৩/৭১ (৪১৯৩)

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, প্রেসিডেন্সী সার্কেল, ব্লক—সি (২য় তল), নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ কে এস রায় রোড, কলিঃ-১ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, 'বেহালার ডায়মণ্ডহারবার রোড বাই-পাস নির্মাণ (মাটির কাজ, সংরক্ষণ-মূলক কাজ ও বাউণ্ডারি পিলার)'-এর জন্য টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (যাহা ১৯শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে খোলার জন্য নির্ধারিত ছিল) ২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যয়বরাদ্দ ও বায়নার পরিমাণ ৫,৫০,০০০, টাকা ও ১১,০০০, টাকার স্থলে যথাক্রমে ৫,৯৯,৫০০, টাকা ও ১১,৯৯০, টাকা পড়িতে হইবে। অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকিবে।
১০৮৯(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৪০১৫)

২৪ পরগণা জেলার বেহালার ডায়মণ্ডহারবার রোড বাই-পাস নির্মাণ—ক্রস ড্রেন, স্ল্যাব কালভার্ট ও হিউম পাইপ কালভার্ট নির্মাণ-এর জন্য সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, প্রেসিডেন্সি সার্কেল, পি ডব্লিউ ডি, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১, কে এস রায় রোড (ব্লক সি—২য় তল), কলি-১-কর্তৃক ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত (পি ডব্লিউ ডি) ঠিকাদার/প্রকৃত ও অভিজ্ঞ বাহিরের ঠিকাদারদের (প্রশংসাপত্রাদি দেখাইয়া এস ই পি সি-এর পূর্ব অনুমতিক্রমে) নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় ২,০৭,৭৯০, টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৪,১৫৬, টাকা। বিশদ বিবরণ ২০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১১টা হইতে ৪টার মধ্যে উপরোক্ত অফিসে/এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার পি ডব্লিউ ডি, বি ই কলেজ কনস্ট্রাকশন ডিভিঃ-এর অফিসে দেখা যাইবে। টেণ্ডার উক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার-কর্তৃক ২১ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-১৫টায় খোলা হইবে। বায়নার টাকা উক্ত এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অনুকূলে জমা দিতে হইবে।
১০৮৮(৩)আইপিআর/এ/৭১ (৪০১৪)

চীফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ, বর্ধমান স্টেশনারি ও বিবিধ দ্রব্য সরবরাহের জন্য সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। বিস্তারিত বিবরণ উপরোক্ত অফিসারের অফিসে বেলা ১১টা ও বেলা ৩টার মধ্যে পাওয়া যাইবে। সমস্ত কর ও ডেলিভারি চার্জ ধরিয়া প্রত্যেক দফার জন্য দর দিতে হইবে। দ্রব্যগুলির স্পেসিফিকেশন দিতে হইবে। গ্রাহ্য হইলে জামীন জমাঃ মোট মূল্যের ৫%। বি ক ও আ ক পরিশোধের শংসাপত্র এবং বায়নার টাকা (৬০, টাকা) জমা দেওয়ার ট্রেজারি চালানসহ টেণ্ডার ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।
১০৯৯(২)আইপিআর/এ/৭১ (৪০১৬)

ত্রিপুরা সরকার

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিস,
গোমতী প্রোজেক্ট সার্কেল,
আগরতলা

দরপত্র

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহের জন্য "পাম্পের জন্য দরপত্র" কথাগুলি খামের উপরে লিখিত সীলকরা দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে :—

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ	ইউনিট	রেট
১।	শ্রমিক চালিত হাই প্রেসার পাম্প ২৫০ মিটার হেড—২ বা ৩ স্টেজ পাম্পিংয়ে, প্রতি ঘণ্টায় ৫০০ লিটার		প্রত্যেকটি	৪—
২।	বিদ্যুৎচালিত ২২০/৪৪০ ভোল্ট হাই হেড পাম্প ২৫০ মিটার হেড, ২ বা ৩ স্টেজ পাম্পিং, প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০ লিটার			
৩।	স্যাণ্ড ও স্লারি পাম্প সেট—প্রতি ঘণ্টায় ৩০,০০০ লিটার জল নিষ্কাশনের জন্য— (ক) বিদ্যুৎ-চালিত (খ) ডিজেল-চালিত		„	

এই অফিসে দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ৩১-৩-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত এবং ঐদিন দরপত্র খোলা হইবে। এই তারিখের পর প্রাপ্ত দরপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

দরপত্রে বিশদ বিবরণ সহ শর্তাবলী, সরবরাহের সময়, ইউনিট, রেট এফ ও আর উল্লেখ করিতে হইবে। (৪৪৮৪)

টেণ্ডার

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর সেণ্ট্রাল জেলে বস্ত্রাদি সরবরাহের জন্য আই জি অব প্রিজনস পঃ বঙ্গ-কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারের সঙ্গে এস টি ও আই টি পরিশোধের চলতি সার্টিফিকেট এবং উক্ত অফিসারের অনুকূলে 'রাজস্ব জমা' খাতে ট্রেজারি চালানে বা জি পি নোটে অথবা তাঁহার অনুকূলে যথাযথভাবে এনডোরস করা পোস্টাল সেভিংস সার্টিফিকেটে আবশ্যক বায়না জমা থাকা চাই। টেণ্ডারের উপর টেণ্ডার নম্বর, যে জিনিসের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে তাহার নাম এবং জেলের নাম লিখিয়া দিতে হইবে। বিশদ বিবরণ প্রিজনস ডিরেক্টরেট, রাইটার্স বিল্ডিংস, ব্লক নং ৩ (সর্বোচ্চ তল), কলিকাতা-১-এর নিকট পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ (বেলা ১১টা)।
১১০৭(২)আইপিআর/এ/৭১ (৪৪৮৫)

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ, কলিকাতা

১৯৭১-৭২ সালে হুগলী জেলার সিঙ্গুরের পিডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে এবং নসিবপুর ও অনন্দনগরস্থ ইউনিয়ন হেলথ সেণ্টারসমূহের আভ্যন্তরিক রোগীদের পথ্যাদি সরবরাহের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ৫-৪-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। বিবরণাদি ১১০ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১২ ঠিকানাস্থ উপরোক্ত ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরের অফিসে পাওয়া যাইবে।
ডিএভিপি—৫৫০(১২৭)/৭০ (৪১৯৯)

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

মাইথনে ওয়েলফেয়ার সেণ্টার নির্মাণের জন্য ডিভিসির পক্ষে এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, মাইথন ডিভিসন, ডিভিসি, মাইথন-কর্তৃক প্রকৃত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডিভিসি টি/৩ ফরমে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কাজের অনুমিত ব্যয় ১,৯৯,৫৭০, টাকা আনুঃ। জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ১,৯৯৬, টাকা। টেণ্ডারের কাগজপত্র, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি ১২-৪-৭১ তারিখ হইতে যে কোন কাজের দিন কাজের সময় ১১, টাকা মূল্যে (অফেরত-যোগ্য) পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ১৯ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পরেই খোলা হইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে না বা ডাকযোগে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাঠান হইবে না। (৪২৬৮এ)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটিস

বিষয় : গোমহিষাদির গাড়ী রেজিস্ট্রেশন (কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯৫১, পশ্চিমবঙ্গ-এর ২২৪ ধারা)
১৯৫১ সালের ৩৩ আইন
১ম বর্ষার্ধ, ১৯৭১-৭২

কলিকাতা, হাওড়া, গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটি এবং সাউথ সুবার্বণ মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা মধ্যে হাতে-ঠেলা গাড়ী ও সাইকেল ভ্যান সমেত গো-মহিষাদির গাড়ীর মালিকদের অবগতির জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১৯৭১-৭২ সালের প্রথম বর্ষার্ধের জন্য ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ২২৪ ধারা অনুযায়ী গো-মহিষাদির গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন রিনিউয়্যাল ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে এবং ১৯৭১ সালের ১৫ মে পর্যন্ত চলিবে।

ঐরূপ রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফী-এর হার নিম্নরূপ :

(ক) ১০, টাকা—ঐরূপ গাড়ী বা ভ্যান যদি নিউম্যাটিক টায়ারযুক্ত হয়।
(খ) ১৮, টাকা—ঐরূপ গাড়ী যদি নীরেট রবার টায়ারযুক্ত হয়।
(গ) ৪০, টাকা—ঐরূপ গাড়ী যদি ঐভাবে ফিট করা না হয়।

ঐ গাড়ীতে যে নম্বর প্লেট আঁটিয়া দিতে হইবে, তাহা সরবরাহের জন্য ১, টাকা অতিরিক্ত ফী ধার্য করা হয়।

গো-মহিষাদির গাড়ীর মালিকদিগকে ১৯৭১ সালের ১৫ মে তারিখের পূর্বে পূর্ব অর্ধবৎসর অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সালের ২য় বর্ষার্ধের জন্য গো-মহিষাদির গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৪৫/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা—১৭ ঠিকানাস্থ কার্ট রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

গো-মহিষাদির গাড়ীর মালিক বা রক্ষকগণকে এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, যে সমস্ত গাড়ী ১৯৭১-৭২ সালের ১ম বর্ষার্ধের জন্য যথাযথভাবে রেজিস্টারী করা হইবে না বা ঐসব গাড়ীতে ঐরূপ রেজিস্ট্রেশনের নম্বর প্রদর্শিত কোন নম্বর প্লেট আঁটা থাকিবে না, তৎসমুদয় ১৯৭১ সালের ১৬ মে হইতে ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ২২৭(১) ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী আটক করা হইবে।

গো-মহিষাদির গাড়ীর মালিকদিগের অবগতির জন্য এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ঐসব গাড়ী যদি ভাড়ায় খাটান হয়, তাহা হইলে ঐরূপ মালিকগণকে ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ২১৮ ধারা অনুসারে ট্রেড লাইসেন্স লইতে হইবে এবং ঐ বাবদ প্রদেয় ফী-এর পরিমাণ মালিকানাধীন গাড়ীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নোক্তরূপ হইবে :-

(১) ঐরূপ গাড়ীর সংখ্যা যদি তিনের কম হয় : প্রতি বছরে প্রদেয় ফী ৬, টাকা।
(২) ঐরূপ গাড়ীর সংখ্যা যদি তিন বা তাহার বেশী হয়, কিন্তু দশের কম হয় : প্রতি বছরে প্রদেয় ফী ১৫, টাকা।
(৩) ঐরূপ গাড়ীর সংখ্যা যদি দশ বা তাহার বেশী হয় : প্রতি বছরে প্রদেয় ফী ২৫, টাকা।

গো-মহিষাদির গাড়ীর মালিকদিগকে

শতবর্ষ আগে

বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবে টিকা দিবার প্রথা প্রচলন

দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা (২৫ ফিব্রুআরি ১৮৫৩) লিখেছেন : "বর্তমান সময়ে এই বঙ্গদেশ মধ্যে বসন্তরোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে বহুলোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে, কি কারণে ঐ ভয়ানক রোগ প্রবলতাকে প্রাপ্ত হয় তাহার কারণ অনুসন্ধান নিমিত্ত রাজপুরুষেরা গত বৎসর এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ডাক্তর স্টুয়ার্ট প্রভৃতি কয়েকজন বিচক্ষণ চিকিৎসক, তাহাতে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান পূর্ব্বক এরূপ রিপোর্ট করেন যে "এই দেশমধ্যে গো বীজে টিকা দিবার প্রথা প্রচলিত না থাকাতে বসন্ত রোগের আতিশয্য হইয়াছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার অনুমতিপত্র দ্বারা তাহা প্রচলিত করিতে পারিলে প্রজাপুঞ্জের অকাল মৃত্যু নিবারণ হইতে পারে" এই রিপোর্ট বিলাতে কোর্ট অফ ডৈরেক্টস সাহেবদিগের বিবেচনায় সমর্পিত হয়, পরন্তু তথা হইতে সংপ্রতি এরূপ অনুমতি আসিয়াছে যে এখানকার গবর্ণমেণ্ট আইনপত্র দ্বারা এই দেশমধ্যে গো বীজে টিকা দিবার প্রথা প্রচলিত করিবেন।......

গবর্ণমেণ্ট অতি সরল অভিপ্রায়েই এই বিষয় ধার্য্য করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ প্রজার প্রাণ রক্ষণকরা রাজার কর্তব্য কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু যে সকল প্রজা গবর্ণমেণ্টের এই মহৎ অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না, তাহারা এই অনুমতিকে অত্যাচার বিবেচনা করিবেক।"

—কল্পতরু (সংকলিত)

সুদানে ভারতের সিগারেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা

সুদান টোব্যাকো করপোরেশনের সঙ্গে ইনডিয়ান টোব্যাকো কোমপানি গত ১৮ মারচ এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। ওই চুক্তি অনুসারে ইনডিয়ান টোব্যাকো কোমপানি সুদানে সিগারেট এবং সিগারেট সংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম রফতানি করবে বলে স্থির হয়েছে। ভারতের বাইরে সিগারেট-পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা এই প্রথম।

কলিকাতা কর্পোরেশন

এতদ্দ্বারা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী যতগুলি গো-মহিষাদির গাড়ী রেজিস্টারী করা যাইতে পারিবে, তাহার সংখ্যা উক্ত আইনের ২২৪(৬) ধারা অনুযায়ী ১৫,০০০ (পনের হাজার) নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে আরও বিশদ তথ্য কার্ট রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নিকট পাওয়া যাইবে।

লাইসেন্স অফিসার,
কলিকাতা কর্পোরেশন
২৪-৩-৭১ (৪০১৭)

ব্যবসা-বাণিজ্য

দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ

মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি পান্না মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, রক্তমুখী নীলা, ক্যাটস আই হীরা, পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলি-৭। ফোন ৩৩-৫১৪০। (২৫২০ এ)

নীলাম

অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা ভূমি সংস্কার বিভাগ, সিউড়ি, বীরভূম জানাইতেছেন যে, বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার অন্তর্গত ভীমগড় পাণ্ডবেশ্বর ফেরীঘাট, যাহা ডাকসূত্রে ইজারা বন্দোবস্তের তারিখ গত ১৬-৩-৭১ তারিখে নির্ধারিত ছিল, তাহা পুনরায় আগামী ইংরাজি ৫-৪-৭১ তারিখ নির্ধারিত হইল। অত্রাফিসের ১৫-১২-৭০ তারিখের ৬৮৫৩(১৬০) ই এ নং মেমোতে যে সমস্ত সর্তাবলী আরোপিত হইয়াছিল, তাহাই পুনরায় ডাকে বলবৎ থাকিবে। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ সিউড়িস্থিত সদর মহকুমা ভূমি সংস্কার কার্যালয়ে উপরোক্ত তারিখে বেলা ১২ ঘটিকার সময় উপস্থিত হইয়া ডাকের শর্তাবলী সম্যকরূপে অবগত হইয়া ও স্বীকারপূর্বক ডাকে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাকে অংশ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে ট্রেজারী চালানে (বীরভূম) পূর্বাহ্নেই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা আরনেস্ট মানি জমা দিতে হইবে এবং ডাকের সময় উক্ত চালান দাখিল করিতে হইবে।
১১১১(২) আই পি আর/এ/৭১ (৪৪৮৬)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

টাটানগরে ৯"×৪½"×৩" (২২৯ মিঃ মিঃ×১১৪ মিঃ মিঃ×৭৬ মিঃ মিঃ) সাইজের ৫ লক্ষ চিমনি ভাঁটিতে পোড়া ইট সরবরাহ।

প্রতি প্রস্থ বাবদ ৫, টাকা জমা দিয়া চক্রধরপুরস্থ এই রেলওয়ের ডিভিশন্যাল ক্যাশিয়ারের নিকট হইতে প্রাপ্ত মানি-রিসিট দেখাইয়া ১-৪-৭১ হইতে ২১-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের অফিসে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে সীল-করা টেণ্ডার তৎসহ বায়না ও জামীন হিসাবে ৮৭৫, টাকা ২২-৪-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও সেইদিনই বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে।

বায়নার টাকা ব্যতীত টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

ডিভিশন্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (এঞ্জিনিয়ারিং)
চক্রধরপুর
পিআর/এনই/পিএ/১/এঞ্জি—২০৪ (৪১৫৯)

আইন-আদালত

হিন্দুস্থান মোটরস লিমিটেডের আবেদন মঞ্জুর

কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রীঅরুণকুমার মুখার্জি এবং শ্রীসব্যসাচী মুখার্জি হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড ও তার কয়েকজন ডিরেকটরের আবেদন মঞ্জুর করেছেন এবং বিচারপতি শ্রী পি কে ব্যানার্জির রায় ও নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছেন।

বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং বহু নথিপত্র গোপন রাখা হয়েছে, এই সংবাদের ভিত্তিতে এনফোরসমেনট ডিরেকটরেটের অফিসাররা আবেদনকারী কোমপানি ও তার কয়েকজন ডিরেকটরের অফিস ও বাড়ি তল্লাসি ও নথিপত্র আটক করার নির্দেশ দেন। এর ফলে তল্লাসি এবং বহু নথিপত্র আটক করা হয়। আবেদনকারীর এক আবেদন বিচারপতি শ্রীব্যানার্জি বাতিল করে দিয়েছিলেন।

আটক করা নথিপত্র আবেদনকারীদের ফেরৎ দেওয়ার জন্য বিচারপতিদ্বয় নির্দেশ দিয়েছেন। তবে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এনফোরসমেনট বিভাগকে নথিপত্র ৩ মাস পর্যন্ত রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাতে অবশ্য উভয় পক্ষের উপযুক্ত সীলমোহর থাকবে।

বিমানবন্দরের করণিকের সশ্রম কারাদণ্ড

কলকাতার ৪র্থ অতিরিক্ত বিশেষ আদালতের বিচারপতি শ্রী এ কে দত্ত দমদম বিমানবন্দরের করণিক বি কে আচার্যকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। দুটি ভাড়ার রসিদ জালিয়াতি করে ১৪০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৭ ধারায় তার বিরুদ্ধে ওই কারাদণ্ডের নির্দেশ।

আসামীকে ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি নিরোধ আইনে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে উভয় দণ্ডই একসঙ্গে চলবে।

গ্রন্থস্বত্ব লঙ্ঘনের অপরাধে জরিমানা

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এস পি দত্ত কাজি নজরুল ইসলামের 'সঞ্চিতা'র গ্রন্থস্বত্ব লঙ্ঘনের অপরাধে কলকাতার সিটি বাইন্ডিং ওয়ারকসের শ্রীনরেন্দ্রনাথ চ্যাটারজিকে ৩০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। 'সঞ্চিতা'র আটক করা কপিগুলি আদালতের আদেশে ম্যাজিসট্রেটের সামনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

কনসটেবল খুন মামলার শুনানী

কলকাতা রিজারভ পুলিশের কনসটেবল হরিহর অধিকারীর হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ধৃত শংকর পাল রায় ওরফে দেবাশীষ, মলয় দে এবং অলোক ঘোষ ওরফে লালুকে বৃহস্পতিবার কলকাতা অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রীহরিসাধন বাউড়ির এজলাসে হাজির করা হয়। জোড়াসাঁকো পুলিশ আসামীদের বৃহস্পতিবার সকালেই গ্রেফতার করেন। আরও তদন্ত সাপেক্ষে ১ এপরিল পর্যন্ত আসামীদের পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কয়েদী গাড়ি থেকে পালানো আসামীদের হাজতবাসের নির্দেশ

বৃহস্পতিবার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী ডি কে চ্যাটার্জির এজলাসে কয়েদী গাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে কানাইলাল চ্যাটার্জি সহ অপর দুজনকে হাজির করা হয়।

বিবরণে প্রকাশ, গত ১২ মারচ কানাইলাল ও অপর দুজন আসামীকে কয়েদী গাড়ি করে নিয়ে যাওয়ার সময় সারকুলার রোডের একটি সিনেমা হলের সামনে কয়েদী গাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরের দিন আসামীদের পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ম্যাজিসট্রেট তদন্ত সাপেক্ষে আগামী ৯ এপরিল পর্যন্ত আসামীদের পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

ছিনতাইর অভিযোগে সাজা

শিয়ালদহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসট্রেট শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দমদম স্টেশনে একজন রেলযাত্রীকে ছোরা দেখিয়ে ১৫ টাকা ছিনিয়ে নেবার অভিযোগে বেলঘরিয়ার নির্মল সরকার (১৯) এবং বীরেন্দ্র সরকারকে (১৯) দণ্ডিত করেছেন।

ম্যাজিসট্রেট উভয় আসামীকেই ৫০০ টাকার অবেক্ষাধীন মুচলেকা এবং এক বছরের জন্য ওই সমপরিমাণ টাকার জামিনদার দেওয়ার শর্তে উভয় আসামীকেই মুক্তি দেন। তবে দুজনকেই এক বছরের জন্য শিয়ালদহর প্রবেশন অফিসার শ্রীনিত্যানন্দ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।

দিনপঞ্জিকা

আজ অমাবস্যা : উপবাস ও নিশিপালন

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১২ চৈত্র, ১৩৭৭ (৫ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ২৬ মারচ, ১৯৭১, ২৮ মহরম। অমাবস্যা রাত্রি ঘঃ ১২।৫৪ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১১।১২ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৩৯।২৬ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৫।৫০ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ পশ্চিম ও দক্ষিণে নাস্তি। অমাবস্যার উপবাস ও নিশিপালন। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন গৌণ চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১২ চৈত্র, ১৩৭৭ (৫ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ২৬ মারচ, ১৯৭১, ২৮ মহরম। অমাবস্যা রাত্রি ঘঃ ১।২।৫৪ সেঃ পর্যন্ত। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১০।২৭।৫০ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৪০।৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৫।২৪ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রামৃতযোগ। অমাবস্যার উপবাস ও নিশিপালন। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন গৌণ চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	জোয়ার আরম্ভ দিবা	জোয়ার আরম্ভ রাত্রি	ভাঁটা আরম্ভ দিবা	ভাঁটা আরম্ভ রাত্রি
শুক্রবার	৯-৫৯	১০-৯	২-১৭	২-১২

বেতারবার্তা

শুক্রবার—২৬ মারচ

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ লিপিকা দে—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ শব্দবাণী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ দেশবন্দনা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ অরুণ দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা সঞ্চিতা চট্টোঃ—লোকগীতি; ৮-১৫ জ্যোতির্ময় চক্রঃ—আধুনিক; ৮-৩০ মুন্নাব্বার আলি খাঁ—খেয়াল; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ অতুলপ্রসাদের গান; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ মুন্নাব্বার আলি খাঁ—ঠুংরী; ৯-৪৫ প্রীতিভূষণ গোস্বামী— রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা হিমাদ্রি বাগচী—সেতার; ১০-৩০ শৈলেন্দ্র মুখোঃ—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, নৈবেদ্য (ভক্তিগীতি; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা জামালউদ্দীন ভারতীয়—সেতার; ১-৩০ সুগম সংগীত—মুজাফ্ফর নিয়াজী, শান্তা সাকসেনা ও সমবেত কণ্ঠে; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ লিপিকা দে—গীটার; ২টা বিচিত্রিতা; ২-১৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (দশম শ্রেণী), সুবোধ গঙ্গোঃ—লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ২-৪৫ অরুণা ঘোষ—আধুনিক (শরট ওয়েভে); ২-৫০ লিপিকা দে—গীটার; ৩টা প্রীতিভূষণ গোস্বামী— রবীন্দ্রসংগীত; ৩-১৫ মিলন দে—গীত ও ভজন; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, মহেশপ্রসাদ মিশ্র—সারেঙ্গী; ৫-৩০ অরুণা ঘোষ—আধুনিক ও গীত; ৫-৪৫ কানাই চট্টোঃ—শ্যামাসংগীত; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং) ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ সুবোধ গঙ্গোঃ—লোকগীতি; ৬-৪০ রামায়ণ পাঠ : ভরত কর্তৃক রামের পাদুকা আনয়ন; ৭টা পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক (বাংলা রূপান্তর); ৮-৫০ অরুণ দত্ত—আধুনিক; ৯টা মুন্নাব্বার আলি খাঁ—খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা, সঞ্চিতা চট্টোঃ— লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ১০-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান : অর্চনা চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলো : স্বামী বিবেকানন্দের লেখা থেকে পাঠ—বনফুলাল বন্দ্যোঃ; ৬-১০ রাগরঙ : বিশু রায়—বাঁশী; ৬-৩০ সুরবাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো : শম্ভুনাথ গুহ—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : জগন্নাথ মুখোঃ—রাগপ্রধান ও আধুনিক, রতন বারুই—লোকগীতি; ৭টা খবরসংবাদ : বাং সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : শম্ভুনাথ গুহ—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : অর্চনা চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সুরলহরী : বিশু রায়—বাঁশী; ৭-২৫ দিগন্তের গান : শ্রাবন্তী মজুমদার—আধুনিক; ৭-৩৫ সত্তর দশকের চোখে রঙ্গগানের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা : কথিকা—অনন্দশংকর; ৭-৪০ সুরকল্লোল : শম্ভুনাথ গুহ—গীটার; ৭-৪৫ শাস্ত্রীয় সংগীত; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্য সংগীত, সং: ১-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের খবরবাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর : রতন বারুই—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : তরুণ কবির কবিতা পাঠ—মিতা পাল; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : শম্ভুনাথ গুহ—গীটার; ৫-৩০ খবরসংবাদ : বাং সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : জগন্নাথ মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : শম্ভুনাথ গুহ—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : অর্চনা চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ ক্যালকাটা '৭১ : টাকেনটস ইন টাউন; ৬-৩০ খেলাধুলার জগৎ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : শ্রাবন্তী মজুমদার—আধুনিক, রতন বারিন—লোকগীতি; ৬-৫০ রাগরঙ : অন্নপূর্ণা সেনশর্মা—খেয়াল ও ভজন; ৭-১৫ চিঠির উত্তর; ৭-৩০ গানের বৈঠক : অর্চনা চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত, অন্নপূর্ণা সেনশর্মা—নজরুলগীতি ও শ্যামাসংগীত, জগন্নাথ মুখোঃ—রাগপ্রধান, শ্রাবন্তী মজুমদার—আধুনিক, রতন বারুই—লোকগীতি, ৮টা জ্যোতির্ময় চক্রঃ আধুনিক; ৮-১৫ সুশান্ত মুখোঃ—ভজন; ৮-৩০ জ্ঞানেন্দু রায়—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উত্তরাখণ্ড অনুষ্ঠান : অরুণাশঙ্কর (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য : দি ইকনমিক ফ্রনট (৬) কনট্রিবিউশন অব দি পাবলিক সেকটর টু দি গ্রোথ অব ইকনমি (ইং কথিকা); ৯-৪৫ উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুরোধের আসর, সং, ১০-৩৫ হিমাদ্রি বাগচী—সেতার; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ, দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ।

গ : (সন্ধ্যার) ৬টা জ্ঞানেন্দু রায়—ঠুংরী; ৬-১৫ মহেশপ্রসাদ মিশ্র—সারেঙ্গী; ৬-৩০ শৈলেন্দ্র মুখোঃ—খেয়াল, ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা সুশান্ত মুখোঃ—ভক্তিমূলক গান; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ মিলন দে—গীত, ৭-৪৫ কানাই চট্টোঃ—ভক্তিমূলক গান; ৮টা সমাপ্তি।

গমের সংগ্রহ মূল্য কমানোর সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—কৃষিজাত দ্রব্য মূল্য কমিশন এই প্রথমবার গমের সংগ্রহ মূল্য কমানোর সুপারিশ করেছেন।

গমের মূল্যে ১৯৭১-৭২ সালের বাজারের জন্য কুইনটাল পিছু দু টাকা থেকে ছ টাকা কমানো হয়েছে।

আর একটি বড় সুপারিশ হল যে, সকল রাজ্যের জন্য এক দর।

—পি টি আই

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

স্কুলে বোমা ফাটছে

নিজস্ব সংবাদদাতা

বহরমপুর, ২৫ মারচ—গত বৃহস্পতিবার এক দল ছাত্র গোরাবাজার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপীঠ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে বোমা ফাটায়, চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙে এবং বিদ্যাপীঠের অনেক ক্ষতি করে চলে যায়। পরে পুলিশ এই সম্পর্কে পাঁচজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। হামলার জন্যে শহরের প্রায় সব বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে। পটকা সব স্কুলেই ফাটানো হচ্ছে। তা ছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয় বন্ধ রাখার হুমকি দেওয়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

জিয়াগঞ্জের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, জিয়াগঞ্জ রাজা বিজয়সিং বিদ্যামন্দিরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন চলাকালে পটকা ফাটে, বোমা পড়ে। ছাত্রদের একাংশ নির্বাচন বয়কট করেন।

কয়েকদিন আগে লালবাগ সিংঘী স্কুলে দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। বোমা ফাটে। স্কুল পুনরায় বন্ধ রাখা হয়েছে।

লালবাগ বালিকা বিদ্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ফলে কিছু আসবাব ও কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

● সাতের নামতা — গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

জেলা সমীক্ষা

মুরশিদাবাদে শক্তি বেড়েছে তিন দলের

এবার নির্বাচনে মুরশিদাবাদ জেলায় শক্তি বেড়েছে তিনটি দলের—সি পি এম, মুসলীম লীগ ও নব কংগ্রেসের। মুসলীম লীগের সাফল্য চোখে পড়ার মত। অন্তর্বর্তী নির্বাচনে এই দলের পূর্বসূরী প্রোগ্রেসিভ মুসলীম লীগের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। মুরশিদাবাদের আঠারোটি বিধানসভার আসনের মধ্যে পি এম এল এগারোটিতে প্রার্থী দেন কিন্তু জয়ী হন মাত্র দু'টি আসনে। এবারে মুসলীম লীগের প্রার্থীরা আঠারোর মধ্যে সতেরটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চারটি আসনের অধিকারী হয়েছেন। উপরন্তু মুরশিদাবাদ লোকসভার আসনেও সি পি এম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী এবং প্রাক্তন এম পি সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে লীগের প্রার্থী আবুতালেব চৌধুরী পরাজিত করেছেন।

সি পি এম-ও এবার প্রার্থী দিয়েছিলেন ন'জন—তাঁদের মধ্যে তিনজন সাফল্যলাভ করেছেন। অথচ অন্তর্বর্তী নির্বাচনে এ জেলায় সি পি এমের আসন একটিও ছিল না। তবে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা একটিমাত্র আসন অধিকার করেছিলেন। বিধানসভায় তিনটি আসন পেলেও মুরশিদাবাদ লোকসভার আসনে তাঁদের সমর্থিত প্রার্থীর পরাজয় ঘটেছে।

প্রথম দুই সাধারণ নির্বাচনে মুরশিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল অবিসংবাদিত। তখন মোট আসন সংখ্যা ছিল ষোল। ১৯৫২ সালে চৌদ্দটি এবং ১৯৫৭ সালে পনেরটি আসন কংগ্রেস দখল করেন। তৃতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের শক্তি অর্ধেক কমে যায়, ষোলটির মধ্যে আটটি আসন তাঁদের অধিকারে ছিল। চতুর্থ নির্বাচনে মোট আঠারটি আসনের মধ্যে তেরটিতে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয় হয়। কিন্তু অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টের মিলিত শক্তির কাছে কংগ্রেসের দলীয় শক্তি কমে পাঁচে দাঁড়ায়। এবারে নব কংগ্রেস সতেরটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আটটিতে জয়ী হয়ে দলীয় শক্তি কিছুটা বাড়িয়েছেন। আদি কংগ্রেস দশটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। ১৯৬৭-তে জঙ্গীপুর লোকসভার আসনে কংগ্রেসের হাজি লুৎফল হক জয়ী হয়েছিলেন—এবারেও তিনি নব কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে ঐ আসনটি অধিকার করেছেন।

বিধানসভার বাকি তিনটি আসন পেয়েছেন যথাক্রমে আর এস পি জনসংঘ ও নির্দল প্রার্থী—প্রত্যেকে একটি করে। আর এস পি'র শ্রীত্রিদিব চৌধুরী বহরমপুর লোকসভার আসন থেকে পুনর্নির্বাচিত হলেও বিধানসভার নির্বাচনে আর এস পি'র ক্ষতি হয়েছে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন থেকেই এই দল মুরশিদাবাদে প্রভাব বিস্তার করেন। তিনটি নির্বাচনে তাঁরা যথাক্রমে তিন দুই ও চারটি আসন অধিকার করেছিলেন—এবারে সে জায়গায় এগারোজন প্রার্থী দিয়েও মাত্র একটি আসনে জয়ী হয়েছেন।

জনসংঘ গত নির্বাচনে ১০টি আসনে প্রার্থী দিয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন। এবারে তাঁদের ন'জন প্রার্থীর মধ্যে একজন জয়ী হয়েছেন। সবসুদ্ধ ২৭জন নির্দল প্রার্থীর মধ্যে একজন-ই মাত্র জয়মাল্য লাভ করেছেন।

আজিমগঞ্জ রেল কলোনিতে পুলিশ-সেনাবাহিনীর তল্লাসি

নিজস্ব সংবাদদাতা

জিয়াগঞ্জ, ২৪ মারচ—পুলিশ ও সেনা বাহিনী আজ সকালে আজিমগঞ্জ রেল কলোনিতে তল্লাসি চালিয়ে ৫ জন যুবককে আটক করে।

জিয়াগঞ্জের বিজয়সিংহ বিদ্যামন্দিরে গতকাল তিনটি বোমা ফাটালে স্কুলের শিক্ষক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস আহত হন।

জমি দখলে সংঘর্ষ

গৌরীপুর গ্রামে জমির দখল নিয়ে দু দলের এক সংঘর্ষে একজন নিহত হন।

শিব-মন্দিরে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২৫ মারচ—হুগলি জেলার খন্যানে বিশ্বেশ্বর শিবমন্দিরে কদিন আগে রাত্রে চুরি হয়ে গিয়েছে। ... সরঞ্জাম। মন্দির সংলগ্ন ঘরে পুরোহিত থাকেন। ধর্মস্থানে এই চুরিতে স্থানীয় অঞ্চলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্রপ্রদর্শনী

ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব টেকনোলজীর ছাত্রদের চিত্রকলা

খড়গপুরের ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির ছাত্ররা পাশ করার পর হবেন সবাই ইনজিনীয়ার। ইনজিনীয়ারিং শিখতে হলে ড্রইং করার কিছুটা জ্ঞান আয়ত্ত করতে হয় বটে, কিন্তু সেই বিদ্যা নিয়ে কেউ যে রসোত্তীর্ণ চিত্রকলার সৃষ্টি করতে পারবেন, এ কথা ভাবা যায় না। কিন্তু অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরটস-এ অনুষ্ঠিত আই আই টি-র ছাত্রদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে, এই ভবিষ্যতের ইনজিনীয়ার দলের মধ্য থেকেও দু-একজন ধুরন্ধর চিত্রকর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

কয়েকজন, যেমন শেখরচন্দ্র শেঠ, বি অশোক, অরবিন্দ চন্দ্র, শান্তনু ঘোষ এবং সন্দীপ মানি, বাস্তবিকই উচ্চ মানের রচনা করেছেন। শেখর শেঠ শিবপুর ইনজিনীয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইনজিনীয়ারিং পাশ করার পর খড়গপুরে স্থাপত্যশিল্প বিদ্যায় গবেষণা করছেন। ইনি সব কাজ জলরঙেই করেন, সেই সঙ্গে কালি-কলমের ব্যবহারও থাকে। এঁর আঁকা বেশির ভাগ ছবিই শহুরে দৃশ্য—রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ইত্যাদি। জলরঙের ক্রিয়াকৌশল এঁর বেশ আয়ত্তাধীন এবং শিল্পী ঠাণ্ডা প্রকৃতির রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী। লাল রঙের ব্যবহার কদাচ চোখে পড়ে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লুধিয়ানা শহরের সিরিজটি।

বি অশোকের বিষয়বস্তু শরীরের অঙ্গবিশেষ হলেও চরম বিকৃতীকরণের ফলে ছবিগুলির মেজাজ দাঁড়িয়েছে বিমূর্ত শিল্পের। রঙ ব্যবহারে শিল্পীর মুনশিয়ানা আছে। অরবিন্দ চন্দ্রের অ্যাবস্ট্র্যাকট-৮ রচনাটি রসোত্তীর্ণ কাজ। এছাড়া সন্দীপ মানির উত্ত বারড, শান্তনু ঘোষের ল্যানডস্কেপ-১ এবং এস আর দেশপাণ্ডের ব্লো আপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলি তৈলচিত্র।

প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করার আগে আমার ধারণা ছিল, দেখবো কাঁচা হাতের কাজের ছড়াছড়ি, কিন্তু অতগুলি রীতিমত পাকা কাজ দেখে আশ্চর্য হয়েছি, সেকথা অকপটে স্বীকার করি।

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য পড়ছে, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরটস-এর ফটক পেরিয়ে বসছেন দীপক চন্দ মাত্র পাঁচ টাকায় পেন্সিল-এ প্রতিকৃতি এঁকে দেবার জন্য। দীপক ইনডিয়ান কলেজ অব আরট অ্যানড ড্রাফটসম্যানশিপ-এর কৃতী ছাত্র। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চারুকলা মেলায়ও এঁকে দেখা গিয়েছিল প্রতিকৃতি আঁকতে। বিকেল পর্যন্ত অ্যাকাডেমিতে থাকার পর ইনি গিয়ে বসেন হগ মারকেট-এর কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে। জিজ্ঞেস করলাম, রোজগার হচ্ছে কেমন? উত্তর, মোটামুটি ভালই।

—কলা সমালোচক

হলদিয়ায় বাংলা কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি

আগামী ১৭ ও ১৮ এপরিল হলদিয়ায় বাংলা কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন বসছে। এ সম্পর্কে সুতাহাটায় যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছে, বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী তাতে সম্মতি জানিয়েছেন।

কমিটিতে আছেন: শ্রীপাঁচকড়ি দে—সভাপতি, সর্বশ্রী শচীনন্দন বেরা ও জয়ন্তকুমার প্রামাণিক—সহঃ সভাপতি, ফজলুল হক—সম্পাদক, অশোককুমার প্রামাণিক—কোষাধ্যক্ষ, সর্বশ্রী প্যারীমোহন দাস ও শশাঙ্ক করণ—সহঃ সম্পাদক।

কুমারী শোভা রাধাকৃষ্ণ-র ইংরাজিতে অসাধারণ সাফল্য

ইংরাজী যাঁদের জন্মগত ভাষা নয়, পৃথিবীর সেইসব ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজিতে দক্ষতা যাচাই-এর পরীক্ষায় এবছর কুমারী শোভা রাধাকৃষ্ণ (২১) এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন। তিনি সম্ভাব্য সর্বাধিক নমবর ৬৮৪-র মধ্যে লাভ করেছেন ৬৭৮ নমবর। প্রিনসটনের (নিউ জারসি) এডুকেশনাল টেসটিং সারভিসের পক্ষে ভারতস্থ মারকিন শিক্ষা সংস্থার পরিচালনায় এই পরীক্ষা নেওয়া হয়।

কুমারী শোভা ১৯৬৯ সালে ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণীর অনারস পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জাতীয় বৃত্তি লাভ করেন। তিনি পূর্ব রেলের সিনিয়র অফিসার শ্রী এম এন রাধাকৃষ্ণর কন্যা।

জেলা সমীক্ষা

হাওড়ায় সি পি এমের শক্তি আরও বেড়েছে

শিল্পসমৃদ্ধ হাওড়া জেলার নির্বাচনী ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১। সেখানে সি পি এম সবচেয়ে শক্তিশালী দল হিসেবে তাঁদের অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছেন, ২। লুপ্তপ্রায় কংগ্রেস লোকসভার আসন দু'টি হারালেও গত নির্বাচনের চেয়ে বিধানসভার আসন সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন আর ৩। একদা-প্রভাবশালী ফরওয়ারড ব্লকের ঝুলি শূন্য।

সি পি এম ১৯৬৭-র নির্বাচনে পেয়েছিলেন তিনটি আসন, আর এবারে জেলার ষোলটি আসনের পনেরটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বারোটি আসনে সি পি এম প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, লোকসভার দু'টি আসন—হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া ছিল কংগ্রেসের অধিকারে—এবার নির্বাচনে সি পি এমের শ্রীসমর মুখারজি ও শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ঐ আসন দু'টিও দখল করেছেন। সি পি এম পরিচালিত সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট আরো জোরদার হয়েছে তাঁদের আহ্বায়ক শ্রীসুধীনকুমারের সাফল্যে। শ্রীকুমার আর সি পি আই-এর ভিন্নগোষ্ঠীর নেতা শ্রীঅনাদি দাসকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। সব মিলিয়ে হাওড়ায় ষোলোর মধ্যে তেরটি আসন সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের অধিকারে।

নব কংগ্রেস চৌদ্দটি আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র তিনটি আসনে জয়ী হয়েছেন। আদি কংগ্রেসও চৌদ্দজন প্রার্থী দিয়েছিলেন কিন্তু কোন প্রার্থীই সফল হননি। বাংলা কংগ্রেসের অবস্থা তথৈবচ—সাতটি আসনে প্রার্থী থাকলেও, কোনো আসন-ই তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। পুরোনো খতিয়ান-অনুসারে হাওড়ায় প্রথম চারটি সাধারণ নির্বাচনে যথাক্রমে আটটি, পাঁচটি, নয়টি ও নয়টি আসন কংগ্রেসের অধিকারে ছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী নির্বাচনে আসন সংখ্যা নয় থেকে একে নেমে আসে। এবারে নব কংগ্রেস সেই এককে তিন করেছেন, কিন্তু লোকসভার আসন দু'টি হাতছাড়া হয়েছে। ১৯৬৯-এ বাংলা কংগ্রেসও একটি আসন পেয়েছিলেন, এবারে সেটিও হারাতে হয়েছে।

দুধের বোতল চুরি তদন্ত কমিটির উপর আরও দায়িত্ব

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতায় দুধ সরবাহের অব্যবস্থা তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিটিকে দুধের কারড নবীকরণের এবং অগ্রিম টাকা দেওয়ায় সুষ্ঠু পদ্ধতি সুপারিশ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ-ছাড়া দুধের বোতল চুরি, ব্যাপকভাবে বোতল ভাঙচুর ইত্যাদিও কমিটির বিবেচ্য বিষয়।

রাজ্যের খাদ্য কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি ইতিমধ্যে বেলগাছিয়া ডেয়ারিতে গিয়ে সরেজমিন অবস্থা দেখে এসেছেন। আগামী শনিবার তাঁরা আর একটি বৈঠকে মিলিত হবেন। এবং সম্ভব হলে এক পক্ষকালের মধ্যেই কমিটি সরকারের কাছে রিপোরট পেশ করবেন।

শেয়ার বাজার তেজী চলছে

২৫ মারচ—কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই তেজীভাব চলছে। আজ মাঝারি ধরনের লেনদেন হয়েছে।

বাজার খোলায় ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া হল।

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি—বিড়লা জুট ২১।১৫ ও ২১।০৫; বরাকর কোল ১২; ১২।৬; গেসটকিন উইলিয়াম ৩৩।৫০ ৩৩।৪০; ইনড অ্যালুঃ ৩৮।৫৫ ৩৮।৩৫।

ক্লিয়ারিং তালিকা বহির্ভূত

সরকারী ঋণপত্র—৪½% (১৯৭৪) ৯৯।৩৫।

সোনা ও রূপা

২৫ মারচ—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপে ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান ১০ গ্রাম)	২০৯.
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১৯৯.
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭৫।৫০
ঐ খুচরা (১ কেজি)	৫৮১.

ইউনিটের দর

বোমবাই, ২৫ মারচ—আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে। —পি টি আই

'ডায়েবিটিস' রোগ নিয়ে সমীক্ষা, গ্রামে চিকিৎসকদল

নিজস্ব প্রতিনিধি

ইনডিয়ান কাউনসিল অব মেডিকেল রিসারচ 'ডায়েবিটিস' রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছেন। এ ব্যাপারে সমীক্ষা করতে তাঁরা সারা ভারতে ৬টি কেন্দ্র খুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা কেন্দ্র থেকে ডাঃ এম কে চেত্রীর পরিচালনায় সমীক্ষার কাজ চলছে।

বৃহস্পতিবার সকালে এ সম্পর্কেই সমীক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ গিয়েছিলেন বারুইপুরের আটঘরা গ্রামে। তাঁরা প্রায় ৫০ জন রোগী দেখলেন। রোগীদের অধিকাংশই দুঃস্থ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের। চিকিৎসকগণ তাঁদের রক্ত, মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করলেন। ডায়েবিটিস রোগটি কী তা গ্রামবাসীদের বোঝালেন। বললেন, ডায়েবিটিস থেকে যক্ষ্মা, করোনারি বা দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি কঠিন রোগ হতে পারে। অথচ সময়ে চিকিৎসা করলে নিরাময় সম্ভব।

গ্রামবাসীরাও নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এসে জড় হয়েছিলেন। তাঁরাও মনোযোগ দিয়ে চিকিৎসকদের কথা শুনলেন। নিজেদের অসুখের কথা জানালেন। চিকিৎসকগণ তাঁদের কিছু কিছু ওষুধ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিলেন।

এই সমীক্ষাকার্যে সাহায্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর ফিল্ড স্টাডি সেনটার ও অন্যান্য সংস্থা। তিন বছর ধরে নানাস্থানে এই সমীক্ষা কার্য চালানো হবে।

ডায়েবিটিস সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করতে ডায়েবিটিক অ্যাসোসিয়েশন অব ইনডিয়ার কলকাতা শাখা ৭ ও ৮ এপরিল কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে ওই রোগ সম্পর্কে বক্তৃতা, আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

শিশুদের জন্য গ্রীষ্মকালীন শিবির

শিশুদের আন্তর্জাতিক গ্রীষ্মকালীন গ্রামশিবির আমেরিকা ও পশ্চিম জারমানিতে খোলা হবে। আগামী জুলাই বা আগসটে এই শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ শিশুকল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে দুটি প্রতিনিধি দল পাঠান হবে। প্রতি দলে ২ জন বালক ও ২ জন বালিকা (১১ বছর বয়সী) এবং সর্বনিম্ন ২১ বছরের একজন মহিলা থাকবেন। শিবিরের খরচ সংশ্লিষ্ট দেশগুলি বহন করবে। কিন্তু বিমান ভাড়া বহন করতে হবে প্রতিনিধিদের। এ সম্পর্কে আগামী ১৫ এপরিলের মধ্যে ৬৬/৬ পূর্ণ দাস রোড, কলকাতা-২৯ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

লিনটাস-OTL. 3-210 BG
Trademark G.E.C. and Osram Permitted User—The General Electric Company of India Limited.

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
শুক্রবার, ১২ চৈত্র, ১৩৭৭

দিনের বাণী

যা কিছু দেখ্ছো এসব তিনি হয়েছেন। যেমন বেল, —বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুদ্ধ লীলা বুঝা যায় না। লীলা আছে বলেই, ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পৌঁছান যায়।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

গড়িতে গড়িমসি

শুভস্য শীঘ্রম্, এই কথাটা সম্ভবত এই রাজ্যের অধিকাংশ দলাধিপতির জানা নাই, থাকিলে না-হক এত কালহরণ হইত না। নির্বাচন চুকিয়া গিয়াছে পক্ষকাল আগে, ফলাফল বাহির হইয়াছে, সেও কোন্-না এগার-বারো দিন হইবে, অথচ পশ্চিম-বাংলার ভাগ্য যেমন শিকায় ঝুলিতেছিল, তেমনই ঝুলিতেছে। ইহা ঠিক, নির্বাচনী রায় কোনও দলকে নিরঙ্কুশ আধিপত্য দেয় নাই। তবু নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার জন্য আলাপ-আলোচনা, তোড়জোড় চলিয়াছে তো চলিয়াছেই, কথার যেন আর শেষ নাই। স্বয়ং রাজ্যপাল কী করিতেছেন, সেও একটা প্রহেলিকা। জ্যোতিবাবুকে ঝানু উকিলের ভাষায় মুসাবিদা করা চিঠি ছাড়া আর অজয়বাবুর সঙ্গে প্রাতরাশ সারা—ইহার বেশী কোনও সাংবিধানিক কর্তব্য তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই।

অথচ এ দিকে রোজই মন্ত্রিসভা-ঘটিত রকমারি খবর বাহির হয়, সবই প্রায় বে-সরকারী বা দলীয়-উপদলীয় সূত্রে। যাঁহারা নির্বাচনের আগে এক হইতে পারেন নাই, শোনা যায় তাঁহাদের অনেকেই এইবার ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, অর্থাৎ এক হইয়া মন্ত্রিসভা গড়িবেন। কিন্তু গড়িতে রাজী হওয়ার পরও এত গড়িমসি, ইহার তুলনা নাই। যাঁহারা এক হইবেন, তাঁহারা আজ পর্যন্ত একসঙ্গে বসার ফুরসৎই পাইলেন না। কেহ ছুটিতেছেন দিল্লি, কেহ-বা পাটনায়। বোধ হয় ছুটাছুটির ফাঁকে ফাঁকে ভাবাভাবি চলিয়াছে। ইঁহারা অনেকে বোধ হয় টের পান নাই যে, গুলি এবার একেবারে কান-ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর একটু এদিক-ওদিক হইলে আর ভাবনা-চিন্তার কোনও মওকাই মিলিত না। যদি এই টাল-বাহানাই চলে, যদি নির্বাচনকে এমনই বন্ধ্যা করিয়া রাখা হয়, তবে ভবিষ্যতেও এত চুলচেরা বিচার কিংবা চক্র-চক্রান্তের সুযোগ মিলিবে কি না সন্দেহ।

এত হিসাব কীসের? ভোট-ভাগাভাগির ফলে যাহা হইবার, তাহা তো হইয়াছে, এখন কি দফতর ভাগাভাগিটাই একটা সমস্যা? ২৬ জন হউক, ৩৬ জন হউক, মোটের উপর একটা মন্ত্রিসভা গঠিত হইলেই হইল। বিশেষ একটি দল যে সাবেকী আমলের সংখ্যালঘুত্বের নজিরে মিনিস্ট্রিতেও ওয়েটেজ পাইবে, ইহাও একরকম পাকা। মুখ্য আসনটি পাইবেন সর্বদলগ্রাহ্য প্রবীণ নেতা অজয়বাবু, পাকা সেইটাও। মোটের উপর এই রাজ্যে কতকটা কেরলের ধাঁচে কিন্তু অন্যরকম ভিত্তিতে গরিষ্ঠ মন্ত্রিসভা কায়েম হওয়ার কথা। সেইকথা স্থির হওয়ার পরও এত সময় বহিয়া যায় কেন?

একটা কারণ বোধ হয় এই যে, লাখ কথা নহিলে বিবাহ হয় না. এই বিবাহে আবার ভাংচি দিবার মতো বালখিল্য তৎপরতার চিহ্নও দিনে দিনে ফুটিয়া উঠিতেছে। শিশুনায়ক সম্পর্কে সুপ্রাচীন সাবধানবাক্য আছে। এই রাজ্যে আবার দেখিতেছি যে তারুণ্যপ্রাপ্ত হইলেও শৈশব যায় না। উঁচু আঙুরের দিকে হাত বাড়ানো এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু নাগাল না পাইলে আঙুরলতাটিকেই মুড়াইয়া ফেলার প্রচেষ্টা যেমন হাস্যকর, তেমন নিন্দনীয়, পরিণামে এই রাজ্যের স্বার্থের পক্ষেও ক্ষতিকর। আমি যদি গদিতে না বসিতে পারি, তবে উঁহাকেও বসিতে দিব না, প্রচারের কায়দায় সবটাই বানচাল করিয়া দিতে চাহিব, এই মনোভাবের পিছনে যাহা আছে, তাহা না দেশের, না দলের ইষ্ট। সব-কিছু ছাপাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে দন্ত্য—'স'-র ব-ফলা আকার 'থ'-এ রেফ জুড়িয়া যে শব্দটা দাঁড়ায়, সেইটা—অর্থাৎ স্বার্থ। সোজা কথা, এত ভাগ্য-বিপর্যয়, এত যে গ্রহের ফের, তবু বুঝি কংগ্রেসের সত্যকার শিক্ষা আজও হয় নাই, আজও তাহার একাংশ আত্মঘাতী লোভ আর লাভের হিসাবে মত্ত। নহিলে দুইজন মান্য জননায়ককে লইয়া হাসিমস্করা করার আগে এই ভ্রান্ত অপবুদ্ধি থমকাইয়া দাঁড়াইত। কেননা ইহা রাজ্যের স্বার্থ, জনস্বার্থ লইয়া জুয়াখেলা। হাউইয়ের সাহস দেখিয়া সেই কথাই মনে হয়, তারকার মুখে সে ছাই ছিটাইয়া আসিতে চায়। তবে শেষ পর্যন্ত পারে না, ওইখানেই তাহার মুশকিল এবং শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন সকলের ভরসাও ওইখানে। বরং হাউইয়ের মতলবটাই ফটাস করিয়া ফাটিয়া যায়—এই রাজ্যের রাজনীতিতে যেমন গিয়াছে—বাহির হইয়া পড়ে ভিতরের দুরাশার ছাই। আর—তার চেয়েও করুণ দৃশ্য: সে ছাই ফিরিয়া আসে তারই পিছু-পিছু!

হাওয়া বদল চাই

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে প্রবেশিকা (উত্তরকালে স্কুল-ফাইনাল) পরীক্ষার দায়িত্ব তুলিয়া লইয়া সে ভার দেওয়া হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে গঠিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উপর এই ভরসায় যে, তাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়িবে। আশা ছিল নূতন পর্ষৎ কেবল পরীক্ষা-পরিচালনা লইয়াই মাথা ঘামাইবেন না, স্কুলের শিক্ষার মান যাহাতে উন্নত হয় সে চেষ্টাই সর্বতোভাবে করিবেন। সে প্রত্যাশা কিন্তু পূর্ণ হয় নাই। পর্ষদের পরিচালনায় মাধ্যমিক শিক্ষার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা নিতান্তই বহিরঙ্গের, উন্নত মানের নিদর্শন বিশেষ চোখে পড়ে না। তা ছাড়া শিক্ষার মানের চেয়ে তাঁহারা পরীক্ষা-পর্বকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। পরীক্ষাগ্রহণই তাঁহাদের একমাত্র কাজ না হইলেও প্রধান কর্তব্য বলিয়াই বিবেচিত। খরচপত্রের মোটা অংশটাই পরীক্ষার নানা দায় মিটাইতে চলিয়া যায়, কর্মীরাও পরীক্ষার কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত; পর্ষদের অধিবেশন যখন বসে সেখানেও আলোচনা চলে প্রধানত পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়াই, কদাচিৎ সে বৈঠকে অন্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়।

পরীক্ষা লইয়া পর্ষৎ মজিলেও তাঁহাদের ওই পরীক্ষাই মজাইয়াছে। পরীক্ষার দরিয়ায় তাঁহাদের বিশ বাঁও আর মিলিতেছে না। পরীক্ষা-ভন্ডুল তো ইদানীং নিত্যকার ব্যাপার হইয়াছে। অজুহাতটা কখনও দুরূহ প্রশ্ন, কখনও পাঠক্রম-বহির্ভূত প্রশ্ন, কখনও-বা অন্য কিছু। তাহার উপর আছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া যাওয়ার অভিযোগ। সে অভিযোগ কখনও সত্য, কখনও মিথ্যা। কিন্তু অভিযোগ মিথ্যা হইলেও ঝামেলা কিছু কম নয়, আর সত্য হইলে তো কথাই নাই। প্রশ্নকর্তা, মডারেটর, পরীক্ষক, স্ক্রুটিনিয়ার, ট্যাবুলেটর নিয়োগ—সব মিলাইয়া একটা এলাহী কাণ্ড। কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরীক্ষা চালানো তো ঝকমারির ব্যাপার। পরীক্ষান্তে পরীক্ষার্থীদের খাতা সব সংগ্রহ করিয়া সেগুলির মূল্যায়নের আয়োজন সেও রীতিমত ঝঞ্ঝাট। আর পরীক্ষার ফলাফল নির্ভুলভাবে প্রকাশ করাও অত্যন্ত কঠিন ও জটিল কাজ। ছাত্রছাত্রী তো আর দুই-একজন নয়, পরীক্ষকদের সংখ্যাও অবশ্য বিস্তর, কর্মীদের সংখ্যাও। তবু যথাসময়ে পরীক্ষার পালা শেষ করিয়া তাহার ফলাফল ঘোষণা করিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কালঘাম ছুটিয়া যায়।

ব্যাপার দেখিয়া পর্ষতের সদস্যরা যুগপৎ বিব্রত ও বিচলিত, রাজ্য সরকারও শঙ্কিত। ঝামেলা এড়াইবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছে, এক পর্ষৎ ভাঙিয়া তিন আঞ্চলিক পর্ষৎ তৈয়ারি করা হউক। প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ —এই তিন এলাকায় তিনটা স্বতন্ত্র পর্ষৎ থাকিবে, যে যাহার এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা লইবে। তাহা হইলে আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা-গ্রহণের বিরাট দায়িত্ব একটি মাত্র সংস্থার থাকিবে না—সেটা তিনটি সংস্থার মধ্যে ভাগ হইয়া যাইবে। তখন প্রত্যেকেরই কাজ অনেকটা হালকা হইয়া পড়িবে বলিয়া ভুল ও ত্রুটিও অনেক কম হইবার সম্ভাবনা। পরীক্ষাগ্রহণও সুশৃঙ্খলায় হইবে, তাহার ফলপ্রকাশেও অযথা দেরি হইবে না। পরীক্ষাপর্ব যদি নির্বিঘ্নে চুকিয়া যায়, যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীরা যদি ফলাফল জানিতে পারে তাহা হইলে তাহাদের এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনাও দূর হইবে। তবে তিনটা আঞ্চলিক পর্ষৎ গঠিত হইলে প্রশ্ন উঠিবে মানের সমতা রক্ষা সম্পর্কে। তবে সে প্রশ্ন তেমন জটিল নয়, গুরুত্বপূর্ণও নয়। আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রীর উত্তরপত্র-মূল্যায়নের দায়িত্ব একটি মাত্র সংস্থার হাতে থাকিলেও মানের সমতা রক্ষা করা কি বাস্তবে যায়? তিনটা আঞ্চলিক পর্ষৎ গঠিত হইলে পরীক্ষাগ্রহণের অসুবিধা অনেকটা দূর হইবে।

পরীক্ষা লওয়াই কি মধ্যশিক্ষা পর্ষতের একমাত্র কর্তব্য? আর যে পরীক্ষাব্যবস্থা এখন চালু রহিয়াছে তাহার সংস্কারের কোনও আয়োজনই কি হইবে না? সে সংস্কার সংক্রান্ত সব প্রস্তাবই কি শিকায় তোলা থাকিবে? তা ছাড়া চিরদিনই কি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষাসর্বস্ব হইয়া থাকিবে? প্রকৃত জ্ঞানচর্চার আয়োজন এ দেশে কোনও দিনই কি হইবে না? সে আয়োজনের শুরু স্কুলে। সেখানকার পাঠক্রম যদি আধুনিকতা-বর্জিত হয় তাহা হইলে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া আমরা হঠাৎ আধুনিক হইয়া উঠিতে পারিব না। মধ্যশিক্ষা পর্ষতের গঠনতন্ত্রের উপর এত জোর না দিয়া আগে তাহার কর্মধারাকে আধুনিক ও আন্তরিকতায় মণ্ডিত করা প্রয়োজন। প্রত্যেক বিষয়ে পাঠক্রম আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রচনা করিতে হইবে, যাহাতে স্কুলে স্কুলে বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর যেটা না করিলে সবই ভস্মে ঘি ঢালা হইবে সেটা হইতেছে বিদ্যায়তনগুলি হইতে রাজনীতিকে বিদায় দেওয়া।

শহর-কলিকাতায় বসন্ত

কালিদাস তাঁহার বসন্ত-বর্ণনায় বলিয়াছেন, "দ্রুমাঃ সপুষ্পা সলিলং সপদ্মং, স্ত্রিয়ঃ সকামা পবনঃ সুগন্ধি।/সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ, সর্বং প্রিয়ে! চারুতরং বসন্তে॥" শহর-কলিকাতায় যাঁহারা থাকেন, মনোরম এই বর্ণনাকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার উপায় তাঁহাদের নাই। যেখানে "ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট", সেখানে এত গাছপালা কোথায় যে, ফুলের বাহার চোখে পড়িবে? বলা বাহুল্য, সপদ্ম সলিল দর্শনের সৌভাগ্যও এখানে ঘটে না। মোটামুটি হাওয়া-বদল আর তাপাঙ্কের পরিবর্তন দেখিয়া এখানে ধরিয়া লইতে হয় যে, হাঁ, ইঁট-পাথর-কংক্রীটের এই শহরেও বসন্ত আসিয়াছে বটে। কোকিলের অন্য নাম বসন্তসখা। কিন্তু বসন্ত যদি-বা আসে, তাহার সেই সখাটির এখানে দর্শন মেলে কই? গাছপালা যাও-বা কিছু আছে, তাহাকে দূরে হটাইবার চেষ্টাটাই যেখানে প্রতিনিয়ত চলে, কোকিল সেখানে আসিবে কেন? পথ ভুলিয়া যদি-বা এক-আধটা হঠাৎ কখনও আসিয়া পড়ে, গলা ছাড়িয়া ডাকিবার সাহস পায় না।

তা না-ই পাক, বসন্ত তবু আসিয়াছে। অনেকে অবশ্য বলিবেন যে, না, আসে নাই; আবহাওয়ার এই যে পরিবর্তিত চেহারা, বসন্ত না বলিয়া ইহাকে গ্রীষ্মেরই একটা অগ্রিম কিস্তি হিসাবে গণ্য করা ভাল। কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। বিশেষ করিয়া এই চৈত্র মাসে। পাঁজির হিসাবে চৈত্র অবশ্যই বসন্তের এক্তিয়ারে, কিন্তু লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, পঞ্জিকা যা-ই বলুক, প্রকৃতির আঙিনায় গ্রীষ্ম ইতিমধ্যেই খানিক জমির দখল লইয়া ফেলিয়াছে। বেলা একটু বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গেই গরমও বাড়িয়া যায়, ধুলা ওড়ে, এবং রাজপথের পিচ না-ই গলুক, দ্বিপ্রহরে আর ছায়ার গণ্ডি হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না।

ফুল যে এখানে আদৌ নাই, তাও অবশ্য নয়। শুধু বসন্ত কেন, সব ঋতুতেই এই শহরের পুষ্প-বিলাসীরা বারান্দা আর ছাদের বাগানে কিছু-না-কিছু ফুল ফুটাইবার চেষ্টা করেন। কানাগলিতেও আচমকা চোখে পড়ে যে, শ্যাওলা-ধরা পলেস্তারা খসিয়া-ইঁট-বাহির হইয়া-পড়া বাড়িটির দোতলা হইতে একটি জুঁই কিংবা গোলাপের লতা রাস্তার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অল্প-একটু রৌদ্র আর বাতাস সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। প্রকৃতি এখানে কৃপণা। তবু তাহার শক্ত মুঠি হইতে জীবনের রসদ যতটা সম্ভব তাহারা কাড়িয়া লয়। তা ছাড়া এখানে-ওখানে দুই-চারিটি পুষ্প-প্রদর্শনীর উদ্যোগও হয় বইকী। সে-সব আর-কিছুই নয়, এই শহরটার অদম্য প্রাণশক্তিরই অভ্রান্ত লক্ষণ। শোনা যায় কোকিলের ডাকও। তবে সেই ডাকের মধ্যে প্রাণের সাড়া বড়-একটা মেলে না। বোঝা যায়, ও-ডাক মুক্ত পাখির নয়, বন্দী বিহঙ্গের। বারান্দায় ঝোলানো খাঁচার শিকে মাথা ঠুকিয়া ডাকিয়া মরিতেছে।

যৎকিঞ্চিৎ

কাগজে সম্প্রতি-প্রকাশিত 'রেল গাড়ি ছাড়া রেল লাইন' শীর্ষক পত্রটি রেল দপ্তরে দায়িত্ববোধ, কাণ্ডজ্ঞান, কর্ম-তৎপরতা ও বিবেচনা শক্তির যুগপৎ অবস্থানের এক বিচিত্র দলিল। উত্তরবঙ্গে ১৯৬৮ সনের প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর লাটাগুড়ি হইতে চ্যাংরাবান্ধা পর্যন্ত বন্যায় বিধ্বস্ত রেল-লাইন পুনরায় চালু করিবেন কি না রেল কর্তৃপক্ষ এখনও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই প্রায় সব কর্মচারীকেই গত প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া বসাইয়া বসাইয়া বেতন দিয়া চলিয়াছেন। আর যেখানে পুলিস, মিলিটারি সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করিতে হিমসিম খাইয়া যাইতেছেন সেখানে রেল ও অন্যান্য সম্পত্তিরক্ষার ভার পড়িয়াছে ইঞ্জিনীয়ারিং স্টাফের খালাসীদের উপর। ইহা অনেকটা লাঠি দিয়া কামানের গোলা ঠেকাইবার মতো হাস্যকর ব্যবস্থা। কারণ এইসব রেল ও অন্যান্য সম্পত্তি লুঠ করিতে যাহারা আসে তাহারা শুধু দলবদ্ধ হইয়াই আসে না, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রেও সজ্জিত হইয়া আসে। সরকারী কর্মকুশলতার কৃপায় আজকাল অন্তত পশ্চিমবঙ্গে তো দেদার প্রাণঘাতী প্রহরণ দুর্বৃত্তদের আয়ত্তে। এইসব দুর্বৃত্ত লুঠের ব্যাপারে রেল কর্মীদের পরোয়া তো করেই না, অধিকন্তু তাহাদের শাসানিতে ও দৌরাত্ম্যে তাঁহাদের যে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, সে কথা এই পত্রেই প্রকাশ। এক দিকে দুর্বৃত্তদের 'খতম' করার হুমকি আর অন্য দিকে সরকারী চাকরির বিধিগত চাপ, এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া কর্মীদের অবস্থা যে কী দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে তাহা যাঁহাদের হৃদয় নামক বস্তুটি শুকাইয়া যায় নাই, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। রেল-কর্তৃপক্ষের বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারে নিবদ্ধ চক্ষু দুইটি তুলিয়া যদি এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে সেখানে অনেক অপচয় বন্ধ হইতে পারে. এই সংকটাপন্ন রেল কর্মীরাও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া যান।

রাজ্য-রাজনীতি / বরুণ সেনগুপ্ত

জাল ভোট বন্ধ করতে সচিত্র পরিচয়-পত্র

আমার কাছে প্রায় প্রতিদিনই কিছু লোক চিঠি লেখেন। কোনও দিন বিশজন, কোনও দিন বা মাত্র দুজন। খুব সাধারণ লোক তাঁরা। কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেউ সামান্য কেরাণী, কেউ বা কোনও অফিসের বেয়ারা, আবার কেউ বা স্রেফ বেকার। নানা সমস্যা নিয়ে তাঁরা লেখেন, নানাভাবে মতামত ব্যক্ত করেন। কেউ আমার কোনও বক্তব্যের জন্য গালিগালাজ করেন, কেউ বা শুধুই ধন্যবাদ জানান।

গালিগালাজই দিন আর ধন্যবাদই জানান, এই সব চিঠি পড়ে উপকার হয়—জনমত বুঝতে এই সব চিঠিও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। দেশের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যাঁরা পার্টি করেন না এবং পার্টিগুলির ভয়ে আজকাল প্রকাশ্যে কোনও কথা বলেন না তাঁদের মনোভাব এইসব চিঠির মাধ্যমে আমি বেশ কিছুটা বুঝতে পারি, জানতে পারি।

এই নির্বাচনের পরেও আমি অনেক চিঠি পেয়েছি। নির্বাচন এবং নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন লোক তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। কেউ বলেছেন, ভোটদাতাদের সাহসের কথা। কেউ বা আলোচনা করেছেন, সরকার গঠনের প্রসঙ্গ। কেউ তুলেছেন, রাজ্য-পালের ভূমিকা নিয়ে সাংবিধানিক বিতর্ক। কারও বা মত, আমার মত "বুর্জোয়া সাংবাদিকরা এখনও ইতিহাসের ধারা বুঝতে পারেনি বলেই এবারও সবটা গুলিয়ে গেল।"

কিন্তু এই সবকিছুর চেয়ে এবার অনেক অনেক বেশী চিঠি পেয়েছি যে বিষয়ে তা হল "জাল ভোট।" অধিকাংশ পত্রলেখকেরই প্রশ্ন, হ্যাঁ মশাই এত তো লেখেন, জাল ভোট নিয়ে লিখছেন না কেন—ভোটাভুটির ব্যাপারটা যে একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না?

প্রত্যেকেই জাল ভোট সম্পর্কে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। কেউ লিখেছেন: তিনি জানেন, তাঁর এক প্রতিবেশী একা কুড়িটা জাল ভোট দিয়েছেন। কেউ বা জানিয়েছেন: একজন পোলিং এজেন্ট হিসাবে তিনি দেখেছেন তাঁরই বুথে একটি মেয়ে গোটা দিনে পাঁচবার ভোট দিয়ে গিয়েছে।—তিনি ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। কারও বা সংবাদ: তিনি যে বাড়িতে থাকেন তারই একতলার ঘরে একটি পার্টি জাল ভোটের কনট্রোলিং সেনটার খুলেছিল। তিনি দেখেছেন, ছেলে এবং মেয়েরা দলে দলে সেখান থেকে স্লিপ নিয়ে গিয়ে জাল ভোট দিয়ে আসছে।

পত্রলেখকদের প্রায় সকলেরই মূল প্রশ্ন, জাল ভোট যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে এইরকম ভোটাভুটিতে জীবন ও অর্থের শ্রাদ্ধ করে লাভ কি? সাচ্চা জনমত যে-নির্বাচনে প্রতিফলিত হয় না তেমন নির্বাচনের সার্থকতাই বা কি?

*

জাল ভোট নিয়ে অলোচনা সুরু করার আগে কয়েকটা জিনিস বোধ হয় বলে রাখা ভাল।

প্রথমত, জাল ভোট সম্পর্কে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংখ্যাতথ্য কারও কাছে নেই। পার্টির লোকেরা সৎ হলে এ বিষয়ে মোটামুটি একটা হিসাব দিতে পারেন বৈকি। কিন্তু তাঁরা তা কিছুতেই দেবেন না।

দ্বিতীয়ত, কোনও কেন্দ্রেই আসল ভোটের চেয়ে এখনও জাল ভোট বেশী হয়ে উঠতে পারেনি। যদিও জাল ভোটের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে।

তৃতীয়ত, জাল ভোটটা হয় প্রধানত শহরাঞ্চলে। গ্রামে জাল ভোট হয়ই না তা নয়। তবে, শহরের চেয়ে অনেক অনেক কম হয়। এবং,

চতুর্থত, বড় বড় প্রায় সব পার্টিই জাল ভোটের সাহায্য নেন। কম আর বেশী। কেউ হয়ত কোথাও ১৫০০ জাল ভোটের ব্যবস্থা করতে পারেন। কেউ বা কোনও "খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে" ১৫,০০০ জাল ভোটের বন্দোবস্ত করেন। যাঁর সংগঠন যত মজবুত, যাঁর লোকবল যত বেশী, যাঁর ভয় দেখাবার ক্ষমতা যত অধিক এবং যাঁর পক্ষে যত বেশী পোলিং অফিসিয়াল অর্থাৎ যাঁর দিকে বুথের নির্বাচন পরিচালকদের বেশী সহানুভূতি তাঁরই তত জাল ভোট দেওয়ার সুবিধা।

এগুলি আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। ১৯৫২ সন থেকে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন দেখছি। আমার বদ্ধমূল ধারণা, জাল ভোট এ রাজ্যে দিন দিনই বাড়ছে।

জাল ভোটের আবার প্রকারভেদও ঘটছে। যেমন ধরুন, প্রথম প্রথম এখানে সাধারণ গৃহস্থবাড়ির মেয়েরা জাল ভোট দিতে যেতেন না। প্রার্থীরা বা তাঁদের লোকজন বিশেষ পল্লীতে যেতেন জাল ভোট দেওয়ার মহিলা সংগ্রহ করতে। এখন ধারা পালটাচ্ছে।

অথবা, আগে যেমন ভোট কেনা-বেচা হত, এখন তেমন হয় না। আগে সকলের সামনে ব্যালট পেপার বা ভোটপত্র বাকসে ফেলতে হত না। পর্দার আড়ালে প্রার্থীদের নামে নামে বাকস থাকত। নিয়ম ছিল, ভোটদাতা পর্দার আড়ালে গিয়ে তাঁর পছন্দমত বাকসে ভোট দেবেন। এই সুযোগে কিছু কিছু বিত্তশালী প্রার্থী ভোট কিনে নিতেন। ভোটদাতা বাকসে না ফেলে পকেটে করে ব্যালট পেপারটি নিয়ে আসতেন। বিনিময়ে টাকা পেতেন। তারপর প্রার্থীর কোনও অতিবিশ্বস্ত লোক নিজের ভোটটা দেওয়ার সময় সেই কেনা ভোটগুলি নিয়ে গিয়ে বাকসে ফেলে দিয়ে আসতেন।

আগে একাধিক জাল ভোট দিতে এক ব্যক্তি সাহস পেতেন না। আগে অপ্রাপ্তবয়স্কেরাও ভরসা করে জাল ভোট দিতে যেত না। আগে ভয় দেখিয়ে অন্য দলের এজেন্টদের আসতে না দিয়ে বা সরিয়ে দিয়ে সহানুভূতি-শীল বা ভীত পোলিং অফিসিয়ালের সাহায্যে পোলিং বুথেই শেষ বেলায় একসঙ্গে অনেকগুলি ভোটপত্র বাকসে ঢুকিয়ে দেওয়ারও রেওয়াজ ছিল না। ওসব কথা পাঁচ-সাত বছর আগে কেউ ভাবতেও পারতেন না। আগে ভয় দেখিয়ে পোসটাল ব্যালট সংগ্রহেরও এমন ঢালাও ব্যবস্থা ছিল না। এখন এসব হামেসাই হয়।

এবার এই সব কিছুর চূড়ান্ত হয়েছে "মুক্ত এলাকাগুলিতে"। মুক্ত এলাকা অর্থাৎ বিভিন্ন পার্টির নিজস্ব এলাকা—যেখানে ভিন্ন কোনও দলের কোনও লোকের প্রবেশাধিকার নেই। এই সব এলাকায় এবার ভোট পড়েছে সবচেয়ে বেশী। স্বাভাবিক এলাকায় যদি ৫০% ভোট হয়ে থাকে তো এইসব এলাকায় ৯০% ভোট পড়েছে। এই বিরাট ভোটের অধিকাংশটাই জাল ভোট। রাস্তা ধরে ধরে যদি কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত হয় তাহলেই সঠিক জানা যাবে এর কতটা ভোট আসল, কতটা জাল।

*

যাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন জাল ভোট বন্ধ হোক। তাঁরা নিশ্চয়ই দাবি করবেন, নির্বাচনে সাচ্চা জনমত প্রতিফলিত হোক এবং সেই রায় অনুসারেই সরকার গঠিত হোক।

কিন্তু একটা জিনিস আমাদের সকলেরই বোধ হয় স্মরণ রাখা উচিত—এই সমাজে একেবারে সাচ্চা জনমতের প্রতিফলন কিছুতেই সম্ভব নয়। নানা ভেজাল আসতে বাধ্য। যে সমাজে বাচ্চাদের খাবারে, ওষুধে, রোগীর পথ্যে ভেজাল দেওয়া হয়, সেখানে ভোটে কিছুটা ভেজাল হবে না—তা কি হয়?

তবে হ্যাঁ, এটাও সত্য যে, দিন দিন এখানে ভোটে যেমন ভেজাল বাড়ছে তা প্রতিরোধ না করা গেলে কিছুদিনের মধ্যে জাল ভোটই সব কেন্দ্রে চূড়ান্ত ফলাফল স্থির করে দেবে। এখনই বহু কেন্দ্রে তাই হচ্ছে। এখনই বহু অঞ্চলে হাজার হাজার জাল ভোট পড়ছে এবং সেই ভোটই চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করছে। এ জিনিস আর বাড়লে নির্বাচন সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

জাল ভোট বন্ধ করার জন্য দুটো ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। (এক) শহরাঞ্চলে প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্কের জন্য সচিত্র সরকারী পরিচয়পত্র করতে হবে। এবং (দুই) দলীয় প্রভাব নিরপেক্ষ পোলিং পারসোনেলদের দিয়ে নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

জাল ভোট বেশী হয় শহরে। তাই শহরেই আগে জাল ভোট বন্ধ করার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে বৃহত্তর কলকাতা দিয়ে শুরু করা যায়। বৃহত্তর কলকাতায় মোট ভোটদাতা বা প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা হবে প্রায় ৬০ লক্ষ। প্রতি সচিত্র পরিচয়পত্রের জন্য মোট খরচ ১০ টাকার বেশী হতে পারে না। তাহলে এই বাবদ মোট খরচা হতে পারে ৬ কোটি টাকা। একবার পরিচয়পত্র হয়ে গেলে বার বার তা বদলাতে হবে না।

সরকারী পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকলে দৈনন্দিন জীবনেও প্রত্যেক নাগরিকেরই সুবিধা। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জানা যাবে তার পরিচয় ও ঠিকানা। কোথাও আইডেনটিফিকেশনের জন্যও গেজেটেড অফিসার বা চেনা লোক খুঁজে বেড়াতে হবে না। কোথাও কোনও কাজে গেলে আমি যে অমুকচন্দ্র অমুক তা প্রমাণ করতেও কোনও অসুবিধা হবে না—সচিত্র সরকারী পরিচয়পত্র দেখালেই হয়ে যাবে।

বিদেশে বহু রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকেরই একটা না একটা সরকারী পরিচয়পত্র থাকে: আমাদের এখানেই বা তা হতে পারবে না কেন?

যদি কোনও মুসলমান মহিলা ধর্মীয় কারণে ছবিতে আপত্তি করেন তা হলে তাঁকে বা তাঁদের না হয় আপাতত বাদই দেওয়া গেল। ৬০ লক্ষের মধ্যে তাঁরা বড়জোর ৬ লক্ষ।

কিন্তু জাল ভোট কমাবার জন্য এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন কাজেকর্মে সুবিধার জন্য বৃহত্তর কলকাতায় সচিত্র পরিচয়পত্র প্রথা প্রবর্তনে আর কোনও অসুবিধা হতে পারে না। এটা করা উচিত এবং করা একান্তই আবশ্যক। যদিও বহু পার্টিই এই প্রস্তাবে আপত্তি করবেন।

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য : মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

রেলে রাহাজানি

আনন্দবাজারে প্রকাশিত ছিনতাইয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলেছে নির্ভয়ে। গত বুধবার (১০-৩-৭১) দার্জিলিং মেলে, ১১-৩-৭১ তারিখে প্রকাশিত চিঠির অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মেল ট্রেনটি শক্তিগড় স্টেশনে এসে স্বাভাবিকভাবেই থেমে যায়। দূর দূর থেকে বহু ছেলে, বুড়ো, মহিলারা ছোট ছোট বস্তায় চাল নিয়ে আসে প্লাটফরমে। সেই চাল সব উঠানো শেষ হলে তবেই ট্রেন চলতে শুরু করে শম্বুক গতিতে। অথচ বর্ধমানের পর দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত কোন স্টপ নেই। দুটো ছেলেকে দেখলাম এ কামরা থেকে ও কামরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যখন ইচ্ছে চেইন টেনে বাইরে বসছে, ইঁট ছুঁড়ছে, অনেকের সঙ্গে অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করছে কোন একটা ছুতো পেলেই। আর এ দুটো ছেলে প্রতিটি চাল চালানকারীদের সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত। আমাদের কামরায় যে কয়েকজন শক্তিগড় থেকে উঠেছিল তাদের মুখ থেকেই শোনা, এরাই নাকি যখন তখন চেইন টানে (এদের ভাষায় পিন্ন করা), আর রেল পুলিশ কর্তৃপক্ষ এদের কিছু বলে না। গতকালও এই দু'জন ১৪শ' টাকার চাল পাচার করেছে। গত দু'দিন ভোটের জন্য পুলিশ আর ধরছে না। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন পুলিশ ধরলে কি করেন তোমাদের? ওরা জানাল মাল হিসেবে টাকা দিলেই ছেড়ে দেয়। তাই যাদের মাসহারা নির্দিষ্ট আছে তাদের হঠাৎ ধরা পড়ার কোন ভয় নেই।

যাই হোক দক্ষিণেশ্বর আসতে দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা লাগল কারণ মাঝপথে যে কতবার ট্রেন থেমেছে তার ইয়ত্তা নেই।

দক্ষিণেশ্বরে ট্রেন থামতেই কতগুলো ১৮।২০ বছরের ছেলে (এরা তথাকথিত ভদ্রলোকের সন্তান বলেই মনে হয়) প্রতিটা কামরার সামনে ছড়িয়ে পড়ে গল্প জুড়ে দিল। তারপর ট্রেন চলতে শুরু করতেই জনকয়েক উঠে আসল কামরার ভিতরে আর বাইরে যারা ছিল তাদের মধ্যে থেকে আমাদের কামরার দিকে একটা ছেলে হাসতে হাসতেই এগিয়ে এলো।' জানলার কাছে এসে ঝট্ করে একটানে আমার হাতের ঘড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে নির্বিকারভাবে ধীরে ধীরে স্টেশনের পাশের রেলিং-এর উপর বসল। আমার ও কামরার সবার চিৎকারে জনসাধারণ বা রেল-কর্তৃপক্ষের কেউ কর্ণপাত করেন নি। স্টেশনে বিশাল রেল-রক্ষীবাহিনীর কেউ থাকেন কিনা আমার জানা নেই। তখন প্লাটফরম ভর্তি লোক, বেলা আনুমানিক সাড়ে পাঁচটা। আমাদের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলাম বিভিন্ন কামরা থেকে ঝপাঝপ অনেক-গুলো ছেলে নেমে পড়ল (এরা কেউ যে খালি হাতে অন্যান্য কামরা থেকে নামেনি, সহজেই অনুমেয়)। চেইন টানলাম, ট্রেন থামতে থামতে বরানগর স্টেশন এসে গেল।

এখন প্রশ্ন রেলে সাধারণ যাত্রীর নিরাপত্তা কোথায়? আর গাড়ি চলতে শুরু করার মুহূর্তে চেইন টানলে তা থামতে বরানগর স্টেশন পেঁছে যায় কি করে? —পঙ্কজকুমার দত্ত, মহারাষ্ট্র।

॥ ২ ॥

ইং ১৬।৩।৭১ তারিখে শিয়ালদহ ডিভিশনের মসলন্দপুর স্টেশনে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় তিনজন অল্পবয়সী যুবককে ইঁট পাথর ছুঁড়ে এবং পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। যুবকদের অপরাধ, হাবড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়বার পর তারা বোমা ও ছোরা দেখিয়ে যাত্রীদের মূল্যবান জিনিসপত্র লুণ্ঠন করছিল। ঠিক সেই সময় কিছু যাত্রী দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধ করেন। তারপর মসলন্দপুরে স্টেশনে গাড়ি থামলে যাত্রীদের হাতে তিনজন যুবকের নৃশংস মৃত্যু নেমে আসে। কেন তারা এরূপ দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হলো, তার বিশ্লেষণ এখানে প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ কথা সর্বজনবিদিত কিছুদিন যাবৎ বনগাঁ শাখায় অশোকনগর, মসলন্দপুর, হাবড়া ও গোবরডাঙ্গা স্টেশনগুলির মধ্যে ভেণ্ডার, বিভিন্ন যাত্রী, শিক্ষক ও অধ্যাপক ছিনতাই পার্টির শিকার হয়েছেন। দুঃসাহসিকতার চরম শাস্তি ঐ যুবকদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পরিশোধ করতে হলো। যে কোন মৃত্যুই অত্যন্ত দুঃখের। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজ কোন চরম অন্যায়কে তাঁদের মধ্যে পেলে ক্ষমা করেন না, মসলন্দপুরের ঘটনা তাহারই সাক্ষ্য দেয়। মসলন্দপুরের তিন যুবকের মৃত্যুই যেন শেষ মৃত্যু হয় এবং কোন ছিনতাই পার্টির যুবকের জীবনের মূল্য এইভাবে যেন পরিশোধ করতে হয়। —প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণা।

আগে আর পরে

মারকসবাদী কমিউনিসট পার্টি পুনরায় সি পি আই নেতৃত্বের দ্বারস্থ হয়েছেন। এবারের মতো ক্ষমা-ঘেন্না করে এ রাজ্যে বামপন্থী মিলিজুলি সরকার গঠনে সহায়তার জন্য তাঁরা সি পি আই সমীপে করজোড়ে আবেদন করেছেন। অথচ এই সি পি এম সদ্য-সমাপ্ত নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই-কেও কবর দেবার সোচ্চার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিসট পার্টি পুঁজিপতি ও জমিদারদের পার্টিতে, জনগণের শত্রুদের দলে ভিড়েছে। এই দল কমিউনিজমের বুলি আউড়ে জনগণের প্রতি বেইমানি করছে, ভাঙছে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য। এমন কি সরকারের দানবীয় নীতির বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে দমন করার জন্য, চূর্ণ করার জন্য, ক্ষমতাসীন কায়েমীচক্রকে এই গোষ্ঠী মদত দিয়েছে'। নির্বাচনী ইসতাহারে সি পি এম বলেছেন যে, 'এই নির্লজ্জ সুবিধাবাদীরা বুরজোয়া সংবিধানের দোহাই পাড়ে এবং জনগণের বিরুদ্ধে একে রক্ষায় হাত মেলায় ইন্দিরা-কংগ্রেসের সঙ্গে'। সি পি এম-এর আরও অভিযোগ, সি পি আই বুরজোয়া সংবাদপত্র ও অন্যান্যদের সহায়তায় সি পি এম-এর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে জনগণের ঐক্যকে দুর্বল করে দিতে এবং কংগ্রেসকে ক্ষমতা দখল করতে ইন্ধন জুগিয়েছে। এমন কি 'এই দল পুলিশের সঙ্গে আঁতাত করে গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়, এ দেশের মেহনতী জনতার উপর নির্লজ্জ ও নগ্ন পদ্ধতিতে আক্রমণকে সমর্থন করে'। এই নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতীদের সমুচিত জবাব দেবার আহ্বান জানিয়ে সি পি এম নেতৃত্ব জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবা-দাস, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ধনিক শ্রেণীর এজেন্ট' দক্ষিণপন্থী নেতারা কেরালা ও পশ্চিম বাংলায় যুক্ত ফ্রন্ট ও তার মন্ত্রিসভা ভাঙতে পাণ্ডার ভূমিকা নিয়েছে।'

ঢাকপিটিয়ে এতসব বলেও আজ সি পি এম নিজেই সেই সি পি আই-এর তোষামোদ শুরু করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। কারণ গদীর লোভে দলকে কত নীচে নামানো যায় সি পি এম নেতৃত্ব তার একটা সুস্পষ্ট নজীর রাখলেন। —বিশ্বজিৎ সিনহা, মুর্শিদাবাদ।

পানডুয়ার গ্রামে ডাকাতি, গৃহস্বামী নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২৫ মারচ—আজ ভোরে পানডুয়া থানার হাঁতিপাড়া গ্রামে একদল সশস্ত্র লোক ডাকাতি করতে গিয়ে গৃহস্বামীকে মেরে ফেলে। পুলিশ সূত্রে এ খবর পাওয়া গিয়েছে। দলে পাঁচ ছ'জন ছিল। ডাকাতরা নগদ এবং গহনা সমেত কয়েক হাজার টাকা দামের জিনিসপত্র নিয়ে চলে গিয়েছে।

সাংস্কৃতিক সংকট ॥ তিন

জন্ম : বিবাহ : মৃত্যু

ধনঞ্জয় বৈরাগী

সামাজিক রীতি নীতি, নিয়ম-কানুন আমরা পালন করি জন্ম মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এবং তার থেকেও প্রতিফলিত হয় বাঙালীর ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন। বাংলা দেশে আর্য, প্রাক্ আর্য হিন্দু-বৌদ্ধ, শাক্ত-বৈষ্ণব সংস্কৃতি ধারার সংঘাত ঘটেছে। সংঘাত ঘটেছে দেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির। শুধু সংঘাত নয়, মিশ্রনও। এই যে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত, সংমিশ্রণ ও সমন্বয়, তারই সার্থকরূপ বাংলার সংস্কৃতি, যার প্রধান লক্ষ্য সংহতি এবং ঐক্য।

বাংলা দেশের বিবাহ পদ্ধতিতে আর্য, প্রাক্ আর্য বিবাহপদ্ধতির সার্থক সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এবং এই সমন্বয় ঘটেছে বলেই বাংলা দেশের বিবাহ দেখার জন্যে অন্য প্রদেশের লোকের মধ্যেও বিশেষ আগ্রহ জাগে। আমাদের বিবাহের প্রথমেই হয় গায়ে হলুদ। কোন কোন সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে এই গায়ে হলুদই বিয়ে। নতুন কাপড় জামা পরে ছেলেমেয়েরা তেল হলুদ নিয়ে মাখামাখি করে, বর-বধূকে মাখিয়ে দেয়। আদিবাসীদের এই প্রথা আমরা গ্রহণ করেছি। তার সঙ্গে মিলিয়েছি বৈদিক প্রথায় মন্ত্র, হোম, পূজা, অগ্নি সাক্ষী করে বিবাহ। এ অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন। কিন্তু তার কাজ শেষ হলেই বিয়ের পর্ব চুকল না। নানা রকম স্ত্রী-আচার আমরা সংযোজন করেছি আদিবাসীদের বিবাহ-পদ্ধতি থেকে। মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত আছে মেয়ের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিলেই বিয়ে হয়ে যায়। আমাদের কুশণ্ডিকায় রয়েছে ঐ সিঁদুর পর্ব। আদিবাসীদের কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আছে ছেলে আর মেয়ে কিছুটা পথ একসঙ্গে গেলে তাদের বিবাহিত বলে মেনে নেওয়া হয়। এ প্রথার উদ্ভব বোধ হয় হয়েছিল মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে ছেলে চলে যেতে পারলে তারা ঘর বাঁধতে পারত। আমরা এরও স্বীকৃতি দিয়েছি সপ্তপদীর মধ্যে। এর পরেও রয়েছে ফুলশয্যা—পুরুষ ও নারীর দৈহিক মিলনের প্রাক আর্য রীতিকে বাঙালী বিবাহের অঙ্গ বলে মেনে নেওয়া।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকের দিনে এই সুন্দর বিবাহপদ্ধতি প্রহসনের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ আমরা না বুঝি সংস্কৃত মন্ত্র, না জানি বিভিন্ন স্ত্রী-আচারের ব্যাখ্যা। পুরুত 'অং বং' বলে যে-মন্ত্র পড়ে, আমরা ময়নার মত তা আওড়াই আর স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠানকে স্রেফ রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করি। তাই আজকের বিয়েতে প্রায়ই দেখা যায় প্রথমে হচ্ছে রেজিস্ট্রি, তার বেশ কিছু দিন বাদে আবার লোক-দেখানো হিন্দুমতে বিবাহ। এ বিবাহ নয়, বিয়ে-বিয়ে খেলা।

সামাজিক অনুষ্ঠানে যে এই ধরনের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, যা আমাদের সংস্কৃতির পরিপন্থী তারও উদ্ভব শিক্ষার গলদ থেকে। না বুঝে কাজ করার ফলে আমাদের ঘাড়ে শুধু কুসংস্কারের বোঝাই চেপেছে, সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।

এই সামাজিক নিয়ম-কানুন সুষ্ঠুভাবে মেনে চলত মধ্যবিত্ত সমাজ। কারণ তাদের ছিল লোকভয়! আবার এই মধ্যবিত্তদের বাঁচিয়ে রেখেছিল যৌথ পরিবার ব্যবস্থা। এর চেয়ে বড় 'সোশ্যাল ইনসিওরেন্স' আর কি হতে পারে। কারও বাবা মারা গেলে তাকে জলে পড়তে হত না; জ্যাঠা, কাকাদের কাছে তারা মানুষ হত, লেখাপড়া শিখত। তার বিধবা মা সংসারের কাজ-কর্ম করতেন। কিন্তু আজ জীবন-বীমার কৃপায় বাবা হঠাৎ মারা গেলে টাকার অভাব হয়ত হয় না, কিন্তু অভিভাবক কোথায়? হয় বিধবা মাকে চাকরির জন্যে ছোটাছুটি করতে হয়, না হয় গিয়ে পড়তে হয় সুবিধাবাদী আত্মীয়দের কাছে যারা মাথায় হাত বুলিয়ে টাকাটা সরিয়ে ফেলে। একলা ফ্ল্যাটে থেকে ছেলে মানুষ করাও সহজ সাধ্য নয়, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক গঞ্জনাই মেয়েদের সহ্য করতে হয়। এরকম অবস্থায় ছেলে মেয়েরা হয়ত স্কুলে যায় কিন্তু পড়ে কি পড়ে না, কে দেখছে! অভিভাবকহীন সন্তানরা যে যার খুশি-মত নিজের পথে চলছে। যখন তারা একেবারে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, আমরা সব গেল, সব গেল বলে মাথা চাপড়াচ্ছি।

বিবাহপদ্ধতির মধ্যে যে সমন্বয় আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের জীবনের শেষ কাজ শ্রাদ্ধের মধ্যেও তা দেখতে পাই। মানুষ মারা গেলে প্রথম প্রথম তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হত। কোথাও বা মাংসটাকে ফেলে হাড়গুলো মাটির হাঁড়ির মধ্যে ভরে বাড়ির ভেতরেই তুলে রাখা হত। নদীমাতৃক দেশে মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেবার রীতি ছিল। শেষে এল আগুনে পুড়িয়ে ফেলা।

আমরা এখন মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে বা নদীর ধারে আগুনে পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু এইখানেই থামি না, নাভিটা খুঁজে বার করি। সেটা গঙ্গামাটির ওপরে রেখে পাঁচটা কড়ি দিয়ে জলে ভাসিয়ে দিই। এ থেকে বোঝা যায় অগ্নিদাহের প্রথা মেনে নিলেও আমাদের প্রাক্ আর্য সাংস্কৃতিক নদীমাতৃক বাংলা দেশে যা ছিল জলে ভাসিয়ে দেওয়া সেটাও ভুলতে পারিনি। তাই নাভিটিকে জলে ভাসিয়ে দিই।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে ঐ সঙ্গে পাঁচটি কড়ি দেওয়া হয় কেন। রূপক হিসেবে বলাও হয় পরপারে যাবার পারানি। এ উত্তরেও মন কিন্তু খুশী হয় না। জানতে ইচ্ছে হয় সুমেরীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এর কোথাও মিল ছিল কি না। মিশরে যেরকম মৃতদেহের সঙ্গে খাবার, পরবার কতরকম জিনিস দেওয়া হত। এ কড়ি পাঁচটি ঐ প্রথারই প্রতীকী ব্যবহার নয়ত?

পানজাবে অশৌচ শেষ হয় চৌথায়। আমাদের দেশে মেয়েরা চতুর্থী পালন করে। যতদিন অশৌচ চলে ছেলেরা কঠোর সংযমের মধ্যে থাকে। নিজে মালসায় রেঁধে খায়, কাউকে দেখতে না দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেয়। অশৌচান্তে মুণ্ডন, এ প্রথা অবশ্য ভারতের বহু জায়গায়।

তারপর শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধার সঙ্গে পরলোকগত আত্মাকে স্মরণ করা। নির্দেশ আছে অভাব থাকলে শুধু তিল দিয়ে তর্পণ করা যায়, কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু শ্রদ্ধার। যেমন শ্রীরামচন্দ্র পিতা দশরথের শ্রাদ্ধ করেছিলেন শুধু বালি দিয়ে।

ধনীর জন্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সঙ্গে দানেরও ব্যবস্থা আছে, তিনি বৃষোৎসর্গ করবেন বিহার, উত্তর-প্রদেশ থেকে ষাঁড় এনে গ্রামে ছেড়ে দেওয়া হত। তারা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াত, নাম হত ধর্মের ষাঁড়। উদ্দেশ্য ছিল এই ভাল জাতের ষাঁড়ের সঙ্গে গ্রামের গরুর মিশ্রণে ভাল জাতের গরু জন্মাবে। মৃতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সুবিধার্থে পুকুর কেটে দেওয়ার খুবই প্রচলন ছিল।

কিন্তু আজ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও সংকট দেখা দিয়েছে। কারণ শ্রদ্ধার অভাব। যাঁদের পয়সা আছে তাঁদের বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা মারা যাচ্ছেন, তাঁর কৃতী পুত্র কোম্পানীর ডিরেক্টার জানান বোর্ডের মিটিং চলছে, তাঁর পক্ষে পিতার মৃত্যুশয্যায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দু সৎকার সমিতিতে খবর দেওয়া হোক কাচের গাড়ির জন্যে, ফুলের দোকান থেকে বহু ফুলের স্তবক আসুক, ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করা হোক। উনি চেষ্টা করবেন শেষ বেলায় শ্মশানে গিয়ে পৌঁছতে।

পরদিন ইংরেজী কাগজে শোকবার্তা ছাপা হয়ে গেল। পুরুতকে ডেকে এনে বলা হল অনুষ্ঠানের যেন কোন রকম ত্রুটি না হয়। খুব জাঁকজমক করে বাবার শ্রাদ্ধ হবে, লোকে জানবে কত

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সংবিধান সংশোধনে সংসদের যুক্ত সভা আহবান করা হোক

প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিরোধী দলপতিদের প্রস্তাব

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—বিরোধী বামপন্থী দলপতিরা আজ এখানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে এই প্রস্তাব করেছেন যে, সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন আহবান করা হোক।

তাঁরা আরও প্রস্তাব করেছেন রাজন্য ভাতা বিলোপের জন্য সরকারের উচিত একটি আইন প্রণয়ন করা। তাঁরা বলেছেন, মৌলিক অধিকারের অধ্যায় সংশোধনের জন্য সংসদের ক্ষমতা সম্পর্কে গোলকনাথের মামলায় সুপ্রিম কোরটের রায়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিবর্তনের চেষ্টা হওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী আজ সংসদের বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাদের একটি বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বৈঠক এক ঘণ্টা ধরে চলে। সংসদের কাজকর্ম কীভাবে নির্বিঘ্নে চালানো যায়, সেই বিষয়েই আলোচনা হয়।

বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী এই আশ্বাস দেন যে, যদিচ সংসদে তাঁর দলের বিপুল গরিষ্ঠতা রয়েছে, তথাপি তাঁর সরকার বিরোধী পক্ষের বক্তব্য সর্বদাই যথোচিত বিবেচনা করবেন।

শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী (জ-স) নির্বাচনে কিছু কিছু অনিয়মের অনুযোগ করেন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে তাঁর বক্তব্য নির্বাচন কমিশন সমীপে পেশ করার পরামর্শ দেন।

বিরোধী নেতারা বলেন যে, বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে তা নিয়মিতভাবে বিরোধীদের জানানোর ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

সম্প্রতি যেসব ভোটপত্র উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে একটি বিবৃতি পরে সংসদে দেওয়া হবে। আইনমন্ত্রী সেটি দেবেন। বিরোধী নেতাদের একথা জানান প্রধানমন্ত্রী নিজে এবং সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী শ্রী ওম মেটা।

লোকসভায় অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবি মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—লোকসভা আজ ৪১৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা মঞ্জুরীর অতিরিক্ত দাবি অনুমোদন করেন। ১৯৭০-৭১ আর্থিক বছরের কাজকর্মের জন্য এই অর্থ ভারতের সংরক্ষিত তহবিল থেকে তোলা যাবে। ওই দাবির উপর ছাটাই প্রস্তাবগুলির সব কটিই ধ্বনি ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। অর্থ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ভি সি শুক্ল অতিরিক্ত দাবির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিতর্কের জবাব দেন। তিনি বলেন, সরকার যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে রাজন্যভাতা বিলোপ করবেন।

—ইউ এন আই

এই কালহরণ কেন

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

পাঞ্জাবি নেতা কাইয়ুম বা দৌলতানা এবং ঢাকায় ভুট্টো যা বলেছেন তা বেশ গোলমেলে। ভুট্টো আবার শেখ মুজিবরের "ছয়-দফার" বৈদেশিক বাণিজ্য বা কর বিষয়ে তাঁর পুরোনো সংশয়ের কথা তুলেছেন। বৃহস্পতিবার ঢাকায় অন্তরঙ্গ মহলে ভুট্টো সাহেবের কথাবার্তায় যে ইঙ্গিত তাতে অনেকের ধারণা : তাঁর উদ্দেশ্য কালহরণ। ফলে ভুট্টোর পিছনে পরাক্রান্ত মুরুব্বীর জোরের সন্দেহ অনেকের মনে।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় নতুন করে কোন "অচল অবস্থার" সম্ভাবনায় শঙ্কিত মানুষের মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে : "বাংলা দেশে" আসার আগে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া পিনডি থেকে করাচিতে এসে তিন-চার দিন অজ্ঞাতবাস থেকে কী করছিলেন? সেখানে ভুট্টো ও তাঁর সমর্থক জঙ্গী-চক্রটির সঙ্গে "বাংলা দেশ"কে রুখতে প্রেসিডেনটের নতুন কোন পরিকল্পনা হয়নি তো—যার অংগ হিসেবেই গত সপ্তাহে ঘটেছিল জয়দেবপুরে গুলি, বুধবার ঘটেছে চট্টগ্রাম, সৈদপুর ও মীরপুরের ঘটনা।

আবার পূর্ববঙ্গে একটি মহলে এমন কথাও উঠেছে : শেখ মুজিবরকে কোন চরম পথ নিতে বাধ্য করতে উগ্রপন্থীরা এসব ঘটনার পিছনে উসকানিদাতা নয়তো?

"বাংলা দেশে"র মানুষ অধৈর্য হয়ে উঠছেন : কবে সংকট সমাধান? কবে প্রেসিডেনটের বহু-প্রতীক্ষিত ভাষণ?

তবে ঢাকায় সকলেরই প্রত্যাশা যে ইয়াহিয়া অবিলম্বে "সন্তোষজনক" কিছু না জানালে শেখ মুজিবর-এর আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ "ভাষণ" বা "ঘোষণা"র আর বেশী দেরি নেই।

মন্ত্রিসভা নিয়ে মতভেদ

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর,

সাংবাদিকদের কাছে বলেন, পশ্চিম বংলার মন্ত্রিসভা গড়ার খুঁটিনাটি বিষয়ে চূড়ান্তরূপ দেবার জনাই শ্রীরায় কলকাতা যাচ্ছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, নতুন মন্ত্রিসভা গড়ার ব্যাপারে শ্রীরায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে ডঃ শরমা বলেন যে, মন্ত্রীত্ব ও দফতর সম্পর্কে কোয়ালিশনের শরিকদের মধ্যে সমঝোতা করাই হল আসল সমস্যা। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, পশ্চিম বাংলায় একটি স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হবে বলে তাঁর দলের বিশ্বাস।

এক'শ টাকার নোট থাকছে

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—অর্থ দফতরের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, একশ টাকার নোট উঠে যাচ্ছে বলে যে গুজব রটেছে, তার একবারেই কোন ভিত্তি নেই।

—পি টি আই

মুজিবের চার দফা দাবি প্রেঃ ইয়াহিয়া মেনে নিলেন

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

তিনি আরও বলেন : নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ও প্রেসিডেনটের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক স্থগিত রাখতে হয়। আজ সন্ধ্যায় ওই বৈঠক বসার কথা ছিল।

শ্রী ভুট্টো বলেন : শেখ মুজিবরের চার দফা দাবির ব্যাপারে তাঁর দলের 'নীতিগতভাবে' কোন আপত্তি নেই। তাঁরা চান, দেশের উভয় অংশেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

শ্রী ভুট্টোর মতে, আওয়ামি লীগের স্বাধিকার দাবি নিছক স্বায়ত্তশাসনের চেয়েও বেশি—প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি।

পিপলস পারটির চেয়ারম্যান আরও বলেন : তিনি এখনও এক ইউনিটের ফরমুলা নিয়ে পীড়াপীড়ি করছেন—এ-কথা বলা ঠিক নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক।

ঢাকায় তিনি আর কতদিন থাকবেন জানতে চাওয়া হলে শ্রী ভুট্টো বলেন: যদি কোন বোঝাপড়ায় পৌঁছানো যায়, তবে তিনি আরও দু-একদিন থাকতে পারেন। তা না হলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবেন। তবে তাঁর উপদেষ্টারা ঢাকায় থেকে যাবেন।

আজ সকালে প্রেঃ ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর শ্রী ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন : তিনি শ্রী মুজিবরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান। কিন্তু মুজিব আমার সঙ্গে দেখা করতে নারাজ।

পূর্ব পাকিস্তানকে কার্যত স্বাধিকার দিয়ে প্রেসিডেনট আজ এক ঘোষণা করবেন বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় পূর্ব বাংলায় উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

ঢাকায় বিক্ষোভকারীরা 'মুজিবর আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না'—শ্লোগান দিতে থাকেন।

শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে আভাস পাওয়া গিয়েছে, প্রেসিডেনটের খসড়া ঘোষণাপত্রে যে স্বাধিকারের ব্যবস্থা রয়েছে, মুজিবর আজ রাত্রে হয়তো এক নির্দেশনামা প্রচার করে তা কার্যকর করতে বলবেন।

এদিকে শেখ মুজিবর আজ ঢাকায় তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে বসেন।

ভুট্টোর বিরুদ্ধে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অভিযোগ

ঢাকা বেতার কেন্দ্র আজ শ্রী ভুট্টোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন, তিনি সাংবিধানিক সংকট মোচনে বর্তমান প্রয়াস বানচাল করার চেষ্টা করছেন।

এই প্রসঙ্গে বেতার কেন্দ্র গত জানুয়ারি মাসে ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে তা ধ্বংস করার ঘটনার ব্যাপারে শ্রী ভুট্টোর ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বেতারে বলা হয়, শ্রী ভুট্টোর জনাই, মনে হয়, ইয়াহিয়া-মুজিবর আলোচনায় কার্যত অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

শ্রী ভুট্টো তাঁর ঢাকা হোটেলের জানালা দিয়ে যদি বাইরের দিকে তাকাতেন, তাহলে তাঁর চোখ খুলে যেত। ২৩ মারচ প্রতিরোধ দিবসে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর হোটেলের জানালা দিয়ে দেখেছেন, মিলিটারি কানটনমেনট এবং প্রেসিডেনট ভবনের ছাদে ছাড়া ঢাকায় পাকিস্তানের কোন পতাকা ওড়েনি। তিনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, জনগণ পাকিস্তানী পতাকা বর্জন করে নতুন পতাকা গ্রহণ করেছেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

'বাংলা দেশের' স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে পাটনায় নাগরিক সভা

পাটনা অফিস

২৫ মারচ—গ ত কা ল সন্ধ্যায় এখানে পাটনার নাগরিকদের এক বড় সমাবেশে প্রস্তাব নিয়ে ভারত সরকারকে 'বাংলা দেশের' সংগ্রামী জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

প্রস্তাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে। বাংলা দেশের জনসাধারণ যাতে মানবাধিকার পান সেজন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ ওই আবেদনে রয়েছে।

স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বিশ্বের সব দেশ ও ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকেও বাংলা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও নাগরিকসভায় আবেদন জানানো হয়।

নাগরিকসভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পুরী ঠাকুর। তিনিই ওই প্রস্তাব তোলেন।

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম সমর্থনে ডি এস ও

পূর্ব পাকিস্তানের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি বাংলা দেশের সংগ্রামী ছাত্র সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন স্থাপনের উদ্দেশ্যে সারা ভারত ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ২৯ মারচ পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচি গ্রহণ করেছে।

এই উপলক্ষে ২৭ মারচ মুসলিম ইনসটিটিউট হলে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে এবং ২৯ মারচ বাংলা দেশের সর্বত্র শহীদ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলা জাতীয় দলের আবেদন

বাংলা জাতীয় দলের আহ্বায়ক শ্রীপ্রশান্ত গায়েন জানান : কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলা জাতীয় দলের কর্মপরিষদের এক সভায় পূর্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে জঙ্গী চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে জনমত সংগঠিত করার কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আপাতত আওয়ামি লীগ প্রধান মুজিবরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের যে সব রাষ্ট্র পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করেছেন, সেই অস্ত্র যাতে পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞে ব্যবহার করতে না পারেন, তার জন্য তাদের সচেষ্ট হবার আবেদন জানানো হয়েছে। পূর্ববঙ্গের আন্দোলনে আহতদের জন্য রক্ত প্রেরণের এবং প্রয়োজনবোধে যাতে স্বেচ্ছাসেবক দলকে ব্যবহার করা যায়, এই জন্য সারা বাংলা দেশে স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত দানে এবং আন্দোলনে অংশ গ্রহণে উৎসুক এপারের সকল বাঙ্গালীকে দলের প্রধান কার্যালয়ে ১১৭ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলি-১৪ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে আহবান জানানো হয়।

রাজ্যে মন্ত্রিসভা গড়া নিয়ে আজ যৌথ বৈঠক

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

বৈঠকেই মন্ত্রিসভা এবং তার নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। নব কংগ্রেসের তরফে সর্বশ্রী তরুণকান্তি ঘোষ, আবদুস সাত্তার, সন্তোষ রায় এবং ডাঃ জয়নাল আবেদীন বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা চালান। অজয়বাবু এদিনও আর একবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন।

মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা আজ অজয়বাবু ও রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন কথা আছে। মুসলিম লীগ প্রথমে মন্ত্রিসভা গড়ার প্রশ্নে যে কোন সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের যৌথ বৈঠকে নেওয়ার দাবি জানায়। পরে ফরওয়ারড ব্লক এবং অন্য দু'একটি দলের পক্ষে একই কথা বলা হয়। নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস নেতাদের ইচ্ছা ছিল সাতাশ মারচ, শনিবার বড় বৈঠক বা যৌথ বৈঠক ডাকবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য ফরওয়ারড ব্লক নেতারা শুক্রবার রাত্রে দিল্লি রওনা হয়ে যাচ্ছেন। ফলে, যৌথ বৈঠকের সময় একদিন এগিয়ে নিয়ে আসতে হয়।

সবাই যোগ দিন

বৃহস্পতিবারের রা জ নৈ তি ক তৎপরতার গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয়, অজয়বাবুর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা যাতে দোসরা এপরিলের মধ্যে শপথ নিতে পারে, সেই চেষ্টা চলছে। এদিন বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে এই সরকারকে যাঁরা সমর্থন করবেন সেই ছোট বা বড় দলগুলিকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতেও অনুরোধ জানানো হয়। বাংলা কংগ্রেস থেকে অজয়বাবু ছাড়া আর একজন মন্ত্রী কে হবেন, তা অবশ্য খোলাখুলিভাবে কেউ জানান নি। তবে বাংলা কংগ্রেস মহলের খবর, দলকে আর একটি মন্ত্রীপদ দেওয়া হলে শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া মন্ত্রিসভায় যেতে পারেন।

এদিন দলের কর্মপরিষদের সভার পর সুশীলবাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন বাংলা কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগ দিচ্ছে, তখন আমাদের পুরোপুরি দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

তরুণকান্তি ঘোষের বিবৃতি

রাজ্য নব কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের বলেন, অজয়বাবুর নেতৃত্বে সরকার গড়া হলে তাতে যদি কেউ উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন, তবে তাঁর নাম শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। উপ-মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে কাগজেপত্রে যে-সব খবর বেরচ্ছে, তা ঠিক নয়।

তরুণবাবু আরও বলেন, বিজয়বাবু আমাদের নেতা। এ ব্যাপারে দলের কোন মতভেদ নেই। আর মতভেদ থাকার প্রশ্নও ওঠে না। বিজয়বাবু সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। রাজ্য নব কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতার পদ সম্পর্কে দলীয় এম এল এ-দের স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছে বলে কোন একটি দৈনিক সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে, তা নিতান্তই আজগুবি। শ্রীনাহার সম্পর্কে তিনি একথাও বলেন, ব্যক্তিগতভাবেও বিজয়দা আমার নেতা।

ব্যাপক জনসংযোগের কর্মসূচী

নব কংগ্রেসের রাজ্য বিধানসভার নব নির্বাচিতদের মধ্য থেকে গঠিত কর্মসূচী নির্ণায়ক কমিটি বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ব্যাপক জনসংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

ওই কমিটির পাঁচজন সদস্য হচ্ছেন : সর্বশ্রী বিনয় ব্যানারজি, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, অজিত পাঁজা, সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সন্তোষ রায়।

কমিটি ঠিক করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে মারকসবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করতে হবে। নব কংগ্রেসে যে সাংগঠনিক যন্ত্র নির্বাচনের সময় কাজ করেছে, এখন সেই যন্ত্রকেই জনসংযোগের কাজে লাগাতে হবে।

কমিটির প্রস্তাব : কলকাতায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহৃত হলে একটা কেন্দ্রীয় সমাবেশ করতে হবে এবং যে সব জেলায় এখন ১৪৪ ধারা নেই, সেখানে অবিলম্বেই জনসভা করতে হবে।

কমিটি আরও প্রস্তাব করেছেন যে, জনমন মধ্য থেকে ভয় দূর করার জন্য এবং অশান্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য কংগ্রেসের বার্তা প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্রতিটি দরজায় দরজায় গিয়ে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা মানুষকে এই কথা শুনিয়ে আসবেন।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক পোসটার ও হ্যানডবিলও বিলি করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছেন।

পি এস পিও যৌথ সভা চায়

পি এস পিও চায় প্রস্তাবিত কোয়ালিশন সরকারের কর্মসূচী ঠিক করার জন্য সমর্থক দলগুলির একটি যৌথ সভা অবিলম্বে ডাকা হোক। দলের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীসুজিত ব্যানারজি নব কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয় সিংহ নাহারকে একটি চিঠিতে ওই কথা জানিয়েছেন।

শ্রীব্যানারজি তাঁর চিঠিতে বলেছেন, কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করার ব্যাপারে মুসলিম লীগসহ সমর্থক দলগুলি কী কী শর্ত দিয়েছে, পি এস পি তা জানতে চায়।

পি এস পি নেতা জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে কাকে পাঠাবেন, তা ঠিক করা হবে ৩০ মারচ কর্ম-পরিষদের বৈঠকে। তবে তাঁরা প্রস্তাবিত সরকারকে সমর্থন জানাবেন।

এপারিলের আগে ওড়িশায় মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে না

ভুবনেশ্বর অফিস

২৫ মারচ—ওড়িশায় কোন জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও এপারিলের প্রথম সপ্তাহের আগে তার কোন সম্ভাবনা নেই। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার মাত্র আর কয়েকদিন বাকি। ৩১ মারচের মধ্যে ১৯৭১-৭২ সালের ভোট-অন-আকাউনট (অন্তর্বর্তী বাজেট) এবং ব্যয় মঞ্জুরী বিল সংসদে গৃহীত হওয়া এবং তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া চাই।

এখানে নির্ভরযোগ্য মহলের খবরে জানা যায়, ওড়িশার অন্তর্বর্তী বাজেট ২৯ মারচের মধ্যে সংসদের উভয় সভায় গৃহীত হতে পারে এবং তার পরের দিনই তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া যেতে পারে। তার আগে এখানে কোন মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে না।

এদিকে গতকালের জোর রাজনৈতিক তৎপরতার পরে আজকের ঘটনাবলী অনেক ঢিমে তালে চলে। অবশ্য বিধানসভায় গরিষ্ঠতার প্রশ্নে দাবি ও পালটা দাবি জানানো হয়। এদিকে নব কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সহকারী নেতা শ্রীবিনায়ক আচার্য শ্রীবিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বাধীন ওড়িশা যুক্ত ফ্রনট পরিষদীয় দলের গরিষ্ঠতার দাবি চ্যালেনজ করেছেন। শ্রীআচার্য এবং পরিষদীয় দলের আরও ২ জন নেতা বলেন যে—ফ্রনটের শরিক দলগুলির (স্বতন্ত্র, উৎকল কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড) অনেক এম এল এ ঐ 'অশুভ আঁতাতের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং নব কংগ্রেস দলে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। উল্লিখিত এম এল এ-দের সংখ্যা অবশ্য তাঁরা জানান নি। তাঁরা আরও জানান যে ফ্রনটের দাবি চ্যালেনজ করার জন্য তাঁরা রাজ্যপালের সাথে দেখা করবেন।

এদিকে রাজ্য স্বতন্ত্র পারটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঘাসিরাম মাঝি বলেন—মজবুত বনিয়াদের উপর ফ্রনট গঠিত হয়েছে এবং এম এল এ-দের দলত্যাগের কোন আশংকা নেই। ফ্রনটের মধ্যে বিদ্রোহের খবর অস্বীকার করে তিনি বলেন যে, তারা শীঘ্রই মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। আগামী ২৯ মারচ এখানে নব গঠিত যুক্ত ফ্রনটের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈঠক বসার কথা।

নব কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব আজ অপরাহ্নে দিল্লি থেকে এখানে ফিরে এসেছেন। তিনি পরিষদীয় দলের কার্য-নির্বাহক কমিটির বৈঠকে দিল্লি আলোচনার বিবরণ জানাবেন। তার আগে তিনি সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলতে চান নি।

ফ্রনটের সাধারণ কর্মসূচী

পি টি আই-এর খবর : শ্রীবিজু পট্টনায়কের বাসভবনে নব গঠিত ফ্রনটের সাধারণ কর্মসূচীর খসড়া তৈরি করার জন্য আজ সারাদিন আলোচনা চলে।

ফ্রনটের সূত্র থেকে জানা যায়—ফ্রনটের শরিক দলগুলির নির্বাচনী ইশতাহারের সাধারণ বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে সাধারণ কর্মসূচীর খসড়া করা হচ্ছে।

আগামীকাল সাংবাদিকদের কাছে সাধারণ কর্মসূচীর বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হতে পারে।

ওড়িশা যুক্ত ফ্রনটের গরিষ্ঠতার দাবি চ্যালেনজ

ভুবনেশ্বর, ২৫ মারচ—ওড়িশা নব কংগ্রেস নেতারা আজ যুক্ত ফ্রনটের নেতা শ্রীবিশ্বনাথ দাসের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবির চ্যালেনজ জানিয়েছেন। শ্রীদাস গতকাল রাজ্যপাল ডঃ এস এস আনসারির কাছে দাবি জানান যে, সরকার গড়ার মত রাজ্য বিধানসভায় তাঁর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে।

নব কংগ্রেস নেতারা আরও জানান যে, 'আমরা আজকের মধ্যেই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে ফ্রনটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবির বিরুদ্ধে সরকারীভাবে চ্যালেনজ জানাবো।'

নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তির বিপুল জয় ঘটেছে —সি পি আই

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—সি পি আই আজ গণসংগ্রাম আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বৈপ্লবিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নের পথে সুপ্রিম কোরট যে বাধা সৃষ্টি করেছেন—তা অপসারণের জন্য সংবিধান সংশোধন এবং আরও নানান দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সি পি আই প্রচার অভিযানে নামার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে সি পি আইয়ের মতে, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিপুল জয় ঘটেছে। দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এক প্রস্তাবে একথা বলেছেন।

—ইউ এন আই

বিহারে এস ভি ডি মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর প্রস্তাব

শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে রাজ্যের এম পি-দের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—বিহারের কয়েকজন নব কংগ্রেস এম পি আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে তাঁদের রাজ্যে সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার প্রস্তাব করেন।

এম পি-দের কয়েকজন রাজ্য বিধান পরিষদ দলের নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নেতৃত্ব সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা তাঁরা মেনে নেবেন বলে জানান।

অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে এম পি-দের এই প্রথম বৈঠক। আগামীকাল উত্তর প্রদেশের এম পি-দের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা আছে।

—পি টি আই

রংপুর, চট্টগ্রাম, সৈদপুরে সেনাদের গুলিতে নিহত ১১০

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

জনতা হাসপাতালটিকে ঘিরে ফেলে। এই সময় সেনাবাহিনী মেশিনগান থেকে গুলি চালায়।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছ থেকে পুরস্কার নিতে অস্বীকার

ময়মনসিংহে একটি সমর শিক্ষার্থী কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিল গতকাল। পুরস্কার বিজয়ী ছাত্ররা ওই অনুষ্ঠানে পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেছেন।

ঢাকা বেতারে সংবাদ প্রচার জ্যাম করার তোড়জোড়

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার জানাচ্ছেন, ওপারে ওয়াকিবহাল মহলের খবর, পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ নাকি এখন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ প্রচার জ্যাম করার তোড়জোড় করছে। কারণ হল, 'বাংলা দেশে' ফৌজী জুলুমের খবর করাচী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় না, যা হয় ঢাকা কেন্দ্র থেকে। সেজনাই ওই প্রস্তুতি।

ঢাকায় ৩০ জন কর্মী আহত

আজ ঢাকার এক সশস্ত্র জনতা একটি দেশলাই কারখানায় ঢুকে কর্মীদের মারধোর করে। ফলে ৩০ জনেরও বেশি কর্মী আহত হন। কারখানার ৮ জন কর্মী নিখোঁজ হলে জানা গিয়েছে। জনতা কারখানাটিরও ক্ষতি করে। কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানায়, আক্রমণের কারণ এখনও জানা যায়নি।

—পি টি আই, ইউ এন আই ও রয়টার

পূর্ব পাকিস্তানে ছয় হাজার সৈন্য

আগরতলার খবর : পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই ছয়টি জাহাজ চট্টগ্রাম ও চালনায় (খুলনা জেলা) পৌঁছেছে এবং ওই সব সৈন্য এখন পূর্ব পাকিস্তানের তিনটি বড় ক্যানটনমেনটের দিকে যাচ্ছে। আজ রাত্রে এখানে পাওয়া এক অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য খবরে এ কথা জানা গিয়েছে।

ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোর—এই তিনটি ক্যানটনমেনটে ইতিমধ্যে ৬০ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য রয়েছে।

ঢাকা বিমানঘাঁটিতেও সৈন্য নামানো হচ্ছে। ওই সব বিমান, মনে হয়, চীন ও বারমা হয়ে আসছে।

—পি টি আই

দেখামাত্র গুলি

নয়াদিল্লির খবর : চারদিন ধরে হাঙ্গামা চলার পর পশ্চিম পাকিস্তানের লায়লপুর শহরে আজ কারফু জারি করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সৈন্যবাহিনীকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই হাঙ্গামায় বহু লোক আহত হয়েছেন।

ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পারটির ডাকে হরতালের ফলে শহরের অবস্থা আজ আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

পিপলস পারটির কর্মীরা একটি মিছিল বের করেন। মিছিলকারীরা হঠাৎ মারমুখী হয়ে ওঠেন। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। একটি বাসে আগুন লাগানো হয়। একটি থানা আক্রান্ত হয়।

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৩০ জন পুলিশ আহত হয় বলে জানা যায়। শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

—ইউ এন আই

অস্ত্রশস্ত্রের দোকানে হানা

জানা যায়, ছাত্ররা ঢাকা ও চট্টগ্রামে অস্ত্রশস্ত্রের দোকানে হানা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ নিয়ে চলে যায়।

গত ২২ মারচ পাকিস্তান অবজারভার-এ বাংলাদেশ মহিলা সংগ্রাম পরিষদের একটি আবেদনপত্র ছাপা হয়। ওই আবেদনপত্রে প্রাক্তন সৈনিকদের আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করে বাংলার মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

—পি টি আই

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জ্যোতিবাবুর অভিযোগ, অভিমান

স্টাফ রিপোর্টার

সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এক চিঠিতে অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ জনসভা নিষিদ্ধ করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার দমন করছেন এবং তাঁদের পারটির কর্মীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন।

ওই চিঠিতে কঠোর ভাষায় শ্রী বসু মন্তব্য করেছেন, তাঁর দল পশ্চিমবঙ্গে সব চেয়ে বড় দলে পরিণত হওয়ার পরই এই ধরনের অত্যাচার চালানো হচ্ছে। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল এক জোট; একটি জনবিরোধী সরকার গঠনের তোড়জোড় চলছে, আর এই সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে এমন একজনের নেতৃত্বে যাঁর দলকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পরিত্যাগ করেছে।

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে শ্রী বসু আরও বলেছেন, দিল্লি থেকেই আপনি এখনও পশ্চিমবঙ্গের শাসন চালাচ্ছেন এবং বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে রাজ্যের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং তার ফ্রনটের বিরুদ্ধে একজোট করার ব্যাপারে আপনার অনুপ্রেরণা আছে।

শ্রী বসু আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনের আগে এবং এখনও পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে তাঁদের দলের লোকের উপর আক্রমণ চালানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাপক তল্লাসি চালিয়ে নিরীহ লোককে গ্রেফতার করা হচ্ছে। শ্রী বসু ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন, যেহেতু সি পি এম রাজ্যে সব চেয়ে বড় দলে পরিণত হয়েছে, সেই জনাই কি আমাদের দল এবং সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বালিগঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, বালিগঞ্জ-এর কসবা ও তিলজলা অঞ্চলে "পুলিশের সহযোগিতায় গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীরা" স্থানীয় জনসাধারণের উপর, বিশেষ করে মহিলাদের প্রতি নানা অশিষ্ট আচরণ ও মারধোর করছে। এবিষয়ে সমিতির পক্ষ থেকে এক গণ-ডেপুটেশন ২৪ পরগণা জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যও জেলাশাসকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয় যে, তিলজলার ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করলে পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার না করে স্থানীয় একজন মহিলাকেই গ্রেফতার করে এবং তাঁকে থানার মধ্যেই অকথ্য গালাগালি দেওয়া হয় ও নির্যাতন করা হয়।

ডেমোক্রাটিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ

নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার একটি দলের কিছু লোক সমাজবিরোধীদের সহযোগিতায় যাদবপুরে অঞ্চলে গৃহস্থ-পরিবারের উপরেও হামলা চালাচ্ছে। এমনকি, নারীরাও রেহাই পাচ্ছেন না। বৃহস্পতিবার ডেমোক্রাটিক অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠন সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে ওই অভিযোগ করেন। তিনি ওই সম্পর্কে বিবৃতিতে সি পি এম-এর নাম করেন।

"জয় তেলেঙ্গানা"

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—"জয়-হিন্দ" ধ্বনিতেই সকলে অভ্যস্ত। এখন আবার উঠেছে "জয় তেলেঙ্গানা"। অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের ২ জন এম পি আজ লোকসভায় এই ধ্বনি দেন। তাঁরা সভায় রেল বাজেট নিয়ে বিতর্কে অংশ নেবার সময়ে "জয় তেলেঙ্গানা" ধ্বনি দিয়ে আলোচনা শুরু করেন। নব কংগ্রেস সদস্য শ্রী এস রামগোপাল রেড্ডি ঘণ্টা খানেক পর অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের আলোচনার ভূমিকাতেই "জয় হিন্দ" ধ্বনি দিয়ে এর জবাব দেন।

—পি টি আই

উত্তর প্রদেশ সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

এঁরা সকলেই নব কংগ্রেসে যোগ দেন। এঁরা ছাড়াও রাজ্য বিধানসভার ১৭ জন সদস্যও নব কংগ্রেসে যোগ দেন।

নব কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা। উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস পরিষদ দলের সেক্রেটারি শ্রীঈশ্বরশরণ সিং আজ রাত্রে এই দাবী করেন যে, তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং দলের এখন সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৫।

অনাস্থা প্রস্তাব। এদিকে উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় আজ টি এন সিং—মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত একটি অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন বিরোধী দলের নেতা শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী।

প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হওয়ার পর স্পীকার শ্রী এ জি খের ঘোষণা করেন, আগামী ৩১ মারচ প্রস্তাবটির উপর আলোচনা হবে। প্রয়োজনে ওই দিনই প্রস্তাবটির উপর ভোট নেওয়া হবে।

এস এস পিও বেরিয়ে আসবে।

এস এস পি'র জেনারেল সেক্রেটারি জরজ ফারনানডেস আজ বলেছেন, এস এস পি শীঘ্রই বিহার ও উত্তর প্রদেশের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন যে, ৩ ও ৪ এপারিল দিল্লিতে দলের জাতীয় কমিটির বৈঠকে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

তির্যক

অথৈ পানি

দেশ

৩৮ বর্ষ সংখ্যা ২১

॥ গল্প ॥

কাঁটাতার : নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছোটগল্পের সুনিপুণ শিল্পী। তাঁর মতন লিখতে এবং অনবদ্য ছোটগল্প খুব কম লেখকই লিখতে পারেন। তাঁর গল্প-পাঠ পাঠকের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতাবিশেষ। এক কিশোরী কন্যার বিনি সুতোয় মালা গাঁথার মতন নিছক কল্পনার রামধনু দিয়ে এক মনোরম স্বপ্নবয়নের এবং বাস্তবের নির্মম আঘাতে তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়ার একটি হৃদয়স্পর্শী রচনা "কাঁটাতার"।

॥ প্রবন্ধ ও রম্যরচনা ॥

পঞ্চতন্ত্র : সৈয়দ মুজতবা আলী

জামহুরিয়া আরবিয়া লিবিয়া : নিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরী

এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ আজ পরাধীনতার শৃংখল কাটিয়ে আর্থনীতিক ও বৈষয়িক প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসরমান। লিবিয়ান আরব রিপাবলিক এমন একটি দেশ। এই সুরচিত প্রবন্ধে লিবিয়ার অগ্রগমনের একটি অনিন্দ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলি সম্বন্ধে আমাদের মানসপর্দায় যে অনুন্নত মরুভূমিময় দেশের ছবি ভেসে ওঠে, এ রচনাটি সে ছবিকে আমূল পরিবর্তিত করে দেবে।

শিল্পপ্রাসঙ্গিক সমস্যা ও চারুকলা মেলা : রবীন মণ্ডল

কলকাতার চারুকলা মেলা মারফত গত তিন বছর যাবৎ শিল্পী এবং শিল্পপ্রেমিকরা বৃহৎ জনমানসের সঙ্গে সংযোগসাধনের যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা শুধু যথেষ্ট স্পষ্টই নয়, সম্ভবত প্রথমও। তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই মেলা একটি শিল্প-আন্দোলনের স্বাক্ষরও বহন করছে। চারুকলা মেলার আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধে লেখক সাম্প্রতিক শিল্প-সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন।

ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা : ফাদার দ্যতিয়েন

॥ উপন্যাস ও জীবনস্মৃতি ॥

রত্ন ও শ্রীমতী : অন্নদাশংকর রায়

এই তার পুরস্কার : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা : শিবরাম চক্রবর্তী

॥ কবিতা ॥

শাশ্বতকালীন : বিনয় মজুমদার

এ আমার ভিখেরী হাত নয় : স্বপন সেনগুপ্ত

তোমরা আমাকে...... : শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বুকের মধ্যে সিংহাসন : দেবী রায়

॥ নিয়মিত বিভাগ ॥

সম্পাদকীয় ॥ ব্যঙ্গচিত্র ॥ দেশবিদেশের সংবাদভাষ্য ॥ দশাপটি ॥ বৈদেশিকী ॥ ঘরে বাইরে ॥ বিশ্ববিজ্ঞান ॥ ভারতের অর্থনীতি ॥ গানের আসর ॥ চিত্র প্রদর্শনী ॥ আলোচনা ॥ সাহিত্য সংবাদ ॥ পুস্তক পরিচয় ॥ টুকি খেলার আইন-কানুন ॥ খেলার মাঠে ॥ অরণ্যদেব ॥ রঙ্গজগৎ ॥ সাপ্তাহিক সংবাদ ॥

দাম : ৬০ পয়সা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট । কলকাতা ১

দি ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং লিঃ

ঘোষণা

ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা আমাদের গ্রাহকবর্গকে জানাইয়াছিলাম যে, একটি আবশ্যিক কাঁচা মাল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় আমাদের চারমিনার সিগারেটের উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

আমরা এখন আনন্দের সঙ্গে আমাদের মাননীয় গ্রাহকবর্গ ও সিগারেট ব্যবসায়িগণকে জানাইতেছি যে, কাঁচামালের সরবরাহ ক্রমান্বয়ে উন্নতিলাভ করিতেছে এবং আমরা আশা করি যে, চারমিনার সিগারেটের উৎপাদন অতি শীঘ্রই পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যাইবে।

উৎপাদন স্বল্পতার কালে চারমিনার সেবী এবং ব্যবসায়িগণ যেরূপ ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অন্যান্য চিত্রগৃহে

জয়া — চৈতালী (২য় সপ্তাহ)

জেম — চলতি কা নাম গাড়ী (নতুন কপি)

রূপম — আরজু (ARZOO)

বিনোদিনী — প্রফেসার

পূরবী — গজা মাইয়াতোহে প্যারী চড়াইবো

রাধাশ্রী — কটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

অতীন্দ্র — কটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

অলোকা — জয় জয়ন্তী (২য় সপ্তাহ)

অলকা — চৈতালী (২য় সপ্তাহ)

উজ্জ্বলা — সাধু আউর শয়তান

নারায়ণী — জান মিলো সজনা

পার্বতী — চৈতালী (২য় সপ্তাহ)

সুরশ্রী — জুয়াব (রঙীন)

শ্যামাশ্রী — সোনা বৌদি

রূপায়ন — ভাই ভাই (রঙীন)

শ্যামলী — ভাই ভাই (রঙীন)

যোগমায়া — জয় জয়ন্তী (২য় সপ্তাহ)

পুনঃপ্রদর্শন — সঙ্গীত মুখরিত খিলৌনা — হিন্দ ছায়া

সর্বকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় ছবি — তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো — দিলীপ-সায়রা-অনিল — আলেয়া

আজ থেকে — তালাস — কালিকা

বিশ্বরূপা — আর মাত্র ৪টি অভিনয় — বেগম মেরী বিশ্বাস — আগামী আকর্ষণ

কালকূট

স্টার থিয়েটার — নতুন নাটক! — সীমা

রঙমহল — বাবাবদল

থিয়েটার ওয়র্কশপের অভিনয় — রাজরক্ত

পরশু ৫টায় — পাগলা ঘোড়া

নান্দীকার — তিন পয়সার পালা

নবীনা — জয় জয়ন্তী

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম

জনী মেরা নাম

কাঁচকাঁচায় হংস জয় — উত্তরা : পূরবী : উজ্জ্বলা : নবীনা

সার্দামণি ২৮শ সপ্তাহ!

উত্তম অপর্ণা — এখানে পিঞ্জর

উত্তম-সুচিত্রা — নবরাগ

মিনার : বিজলী : ছবিঘর

২য় সপ্তাহ! — সারা দেশ — চৈতালী — শ্রী : প্রাচী : ইন্দিরা

আগামী শুক্রবার সেই শুভদিন — দেব আনন্দ অভিনীত — গ্যাম্বলার

অপেরা : জেম : প্রিয়া : কৃষ্ণা : নবীনা — লিবার্টি : পূর্ণশ্রী : ছায়া

ঝঙ্কার (শিলিগুড়ি) - রূপকথা (মালদহ) - শ্রীমহাবীর (ডিব্রুগড়)
অপ্সরা (গৌহাটী) এবং অন্যান্য বহু প্রেক্ষাগৃহে
বিঃ দ্রঃ—প্রতি রবিবার কলিকাতার বিবিধ ভারতীতে বেলা ১-৪৫ ও বেলা ২টার মধ্যে রেডিওসূচী শুনুন।

অলিখিত প্রথা আর নিয়মভঙ্গের সাহসের ছবি

বোম্বাই চলচ্চিত্র মহলেও আজ পরিচিত ছক পরিহার করবার একটা তাগিদ মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ অন্তত চাইছেন ভিন্ন স্বাদের হিন্দী চিত্র নির্মাণ করতে। অলিখিত প্রথা আর নিয়মভঙ্গের সাহস তাঁদের ছবিতে দেখা যায়। সেই চেতনার প্রকাশ শ্রী বি. আর. ইশারা কৃত 'চেতনা' চিত্রে লক্ষ্য করা গেল। আগাগোড়া স্টুডিওর বাইরে তোলা এই রঙিন চিত্রে কোন নামকরা তারকার স্থান হয়নি। অনতিদীর্ঘ চিত্রটিতে চরিত্র সংখ্যা কম। পরিচালক বিশেষ দুজনের যে গল্প বলেছেন, সেখানে অবান্তর কোন শাখা-কাহিনীর অনুপ্রবেশও ঘটেনি। অর্থাৎ, একটি বিশিষ্ট চিত্র রচনার উদ্দেশ্য, এবং আয়োজন এখানে একরকম স্পষ্ট। ছবির বিষয়ের ভাবগত দিকটাও তাই বলে।

কাহিনীটি বলা হয়েছে ছোট গল্পের মেজাজে। পরিচালক অতি বিস্তারের পথে না গিয়ে সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক ক্ষমাশীল, উদার অনিল কি 'ঘরে বাইরের' নিখিলেশকে মনে করিয়ে দেয়? তেমনি নায়িকা বিষণ্ণ সীমার চিত্তদাহ আর আত্মগ্লানির বিশ্লেষণ কিন্তু সুন্দর, শিল্পসম্মত। বিয়ের আগে এবং বিশেষ করে পরে তার দ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতাও পরিচালক ছোট ছোট সুকল্পিত দৃশ্যে নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন।

এই অংশের কিছু কিছু দৃশ্যাঙ্কন লক্ষণীয়, সংলাপও চমৎকার। নায়কের নীরব চিন্তাকে সরব করে তোলার দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। গৌণ চরিত্রকে ফ্রেমের বাইরে রেখে তার কথা শোনানোর ব্যাপারটিও সুকল্পিত। নায়িকার শয়ন ঘর দৃশ্যের উপস্থাপনায় পরিচালক যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন। রুপসজ্জাও।

ছবিটি যদি কোনও একটি কারণে দর্শকদের মন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ করে রাখে তবে নিঃসন্দেহে তা'হল রেহানা সুলতানের অসামান্য অভিনয়। এই শিল্পী নায়িকার জটিল চরিত্রটি জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিগুলি ভোলবার নয়, যেখানে কখনও ফুটেছে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব, কখনও আত্মগ্লানি, কখনও প্রেমের আকুতি।

জ্যোতির্ময় বসুরায়
আনন্দবাজার পত্রিকা

চেতনা — ইষ্টম্যানকলার — কাহিনী ও পরিচালনা : বি আর ইশারা
আগামী বৃহস্পতিবার ১লা এপ্রিল হইতে এলিটে

বহু প্রতীক্ষিত—বহু প্রত্যাশিত 'সোনাবৌদি'-র শুভাগমন — আজ — সোনা বৌদি

সপ্তপদী — নবসাজে নিউ এম্পায়ার — "দি ব্যালাড অব কেবল হোগ" (A)

লাইট হাউস — THAT MAN FROM COCODY

দীপ্তি — সাথী — রাজেন্দ্রকুমার - বৈজয়ন্তীমালা

১৩শ জনপ্রিয় সপ্তাহ — রাজ কাপুরের মেরা নাম জোকার — লোটাস

একটি অসাধারণ ছবি! — ৫ম গৌরবময় সপ্তাহ — প্রতিবাদ — রাধা : পূর্ণ

Don't Make Waves (A)

প্যারামাউণ্ট — ঐ মিলন কী বেলা (ইষ্টম্যানকলর) — শ্রেঃ রাজেন্দ্রকুমার - সায়রাবানু - ধর্মেন্দ্র

আজ থেকে — ফিল্মিস্তানের নাগিন — বৈজয়ন্তীমালা - প্রদীপকুমার — সঙ্গীত : হেমন্তকুমার — প্রিয়া

পূর্ণশ্রী — উপকার

কটি পতঙ্গ — রক্সী : দর্পণা : মেনকা — লিবার্টি

আজ পর্দা উঠছে — আন মিলো সজনা — মুকুল দত্ত — লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল

প্যারাডাইস ০ ম্যাজেস্টিক ০ জেম ০ উজ্জ্বলা

প্রভাত ০ গণেশ ০ খান্না ০ রূপালী ০ ভবানী

কর্মী বিক্ষোভ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

স্টাফ রিপোর্টার

গরহারায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কিছু কর্মীর বিক্ষোভের দরুণ বারাউনি ও গরহারার পথে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় পূর্ব রেলের এক প্রেস ইসতাহারে জানানো হয়েছে যে ওই বিক্ষোভ আন্দোলনের জন্য ৮৬ ডাউন আসাম মেল (ভায়া বারাউনি) এদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে মোকামায় আটক রয়েছে; ১৯ আপ হাওড়া-সমস্তিপুর-মিথিলা একসপ্রেসটি আটক কিউলে; ২২ ডাউন সমস্তিপুর-হাওড়া-নরথ বিহার একসপ্রেস, ৩১২ ডাউন সমস্তিপুর-দানাপুর একসপ্রেস এবং মোকামা-বারাউনির সমস্ত সাটল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

প্রেস ইসতাহারে আরও জানানো হয়, বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে বারাউনি থেকে সমস্ত ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হবে এবং আসাম মেল ফরাক্কা-খেজুরিয়ার পথে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

সাংস্কৃতিক সংকট

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

বড়লোকের বাবা। তাই অশৌচ পালন করা ও'র পক্ষে সম্ভব হবে না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে শুধু পারে তো আর অফিস যাওয়া যাবে না। আর উনি না গেলে কোম্পানি চলবে কি করে। তবে উনি বিচক্ষণ লোক, সাতজন্মে-দেখা-না-হওয়া খারাপ অবস্থার এক ভাইকে ধরে এনেছেন। সেই নিয়ম-কানুনগুলো পালন করবে। শহরের সবচেয়ে নামকরা দলের কীর্তন হওয়া চাই। তেমনই জোরদার নিয়মভঙ্গের খাওয়া। খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ হল, শ্রদ্ধাটাকে জলাঞ্জলি দিয়ে।

আর যাদের টাকা নেই তাদের বেলাও ঐ একই সংকট। বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে অভাবী ছেলে দৌড়ল পাড়ার মাসতানদের কাছে. বোঝাল বাবা তো একটি কানাকড়িও রেখে যাননি, যে কটা ফুটো পয়সা ছিল অসুখের মধ্যে ওষুধ কিনতে বেরিয়ে গেছে। এখন সংকার হয় কি করে।

ওরা অভয় দেয়. ওদের চাহিদা বেশি নয়, তার দাম দিলেই ওরা মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবে। টাকা পেয়েই বাঁশের খাটিয়ায় মড়া তুলে, 'বল হরি, হরি বোল'-এর প্রচণ্ড ধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে গিয়ে ডোমেদের কাছে জিম্মে করে দেয়। ঐখানে অন্ধকারের মধ্যে দেখা যায় এক বীভৎস দৃশ্য। এখানে-ওখানে মৃতদেহ পুড়ছে, আর...!

এদেরও শ্রাদ্ধ হয়। অভাবী ছেলে পুরুতের সঙ্গে লেনদেনের ব্যবস্থা করে ফেলে। তার হাতে কিছু টাকা ধরে দিলেই হবে। থালা, কাপড়, গামছা, বাসন প্রভৃতি পুরুত তার বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে, আবার কাজ হয়ে গেলে নিয়ে যাবে। চমৎকার ব্যবস্থা, কতজনের শ্রাদ্ধে যে একই মাল চলছে ভগবান জানেন। তবু এই লোক দেখানো শ্রাদ্ধের প্রহসন করতে হবে। রামচন্দ্রের মত শ্রদ্ধাভরে তর্পণ করলে চলবে না!

নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা ক্রমশ সব সম্পর্ক হারিয়ে ফেলছি বলেই প্রতিনিয়ত সামাজিক সংকট বাড়ছে। এ সংকট যত বাড়বে ততই আমরা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাব। শ্রদ্ধা হারাব এই সমাজ ব্যবস্থায়, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেই জন্যেই সংহতির মন্ত্রে আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি। ঐক্যের বুলিকেও মনে করি ফাঁকা বুলি।

আজকের তরুণদের যখন দেখি সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টায় বিদেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিকে জুলজুল করে চেয়ে আছে তখন বিস্মিত হই না। দোষ দিই নিজেদের. এই বিশ বছর ধরে কি করেছি আমরা. দেশের সাংস্কৃতির স্বরূপটুকুও তদের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। তাই না তারা বিদেশী সংস্কৃতির জন্যে কাঙাল। ভ্যাকুয়াম তো কোথাও থাকতে পারে না, সে সংস্কৃতির বেলাতেও না। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ গড়তে অক্ষম, তারই বিষক্রিয়ায় আমাদের সংস্কৃতিরও যদি অপমৃত্যু ঘটে, সেই শূন্যস্থানে বিদেশী সংস্কৃতির নাক গলানোর আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে যখন আমরা জানি এ দেশের অনেক দাঁড়কাক নেতা বিদেশী ময়ূরপুচ্ছ পরার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন।

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কল্যাণী, ২৫ মারচ—গত রবিবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পর্ষদের ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা ব্যবস্থা ও তার সংস্কার সম্পর্কে সারাদিনব্যাপী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার উদবোধন করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীকরুণাকেতন সেন। ডঃ এন দত্ত সভাপতিত্ব করেন। উপাচার্য তাঁর ভাষণে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির প্রসঙ্গে এটিকে শিক্ষা সমস্যা না বলে নৈতিক সমস্যা বলে উল্লেখ করেন। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি ছাত্র শিক্ষক এবং প্রশাসনকে সমবেত ভাবে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানান।

একাধিক অধিবেশনে বিভক্ত এই আলোচনা সভায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

শিক্ষক পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রবীর সরকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

কেন্দ্রে বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার দরবার : রাজ্যের জন্য চাল দাবি

স্টাফ রিপোর্টার

চলতি বছরে চালের ঘাটতি পূরণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অন্ততপক্ষে ১১ লক্ষ টন চাল এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের রেশনিং ব্যবস্থা যাতে না ভেঙ্গে পড়ে, তার জন্যও প্রয়োজনীয় চাল সরবরাহের দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার পক্ষ থেকে ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি দফতরে এক চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ওই চিঠিতে বণিক সভা আরও জানায় যে, চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৫৭ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হবে বলে ধরা হয়েছিল, যা আগের বছরের তুলনায় ৬.৫ লক্ষ টন কম। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেই এ রাজ্যে চাল উৎপাদন কম হয়েছে। মোট চালের প্রয়োজন হল ৬৮ লক্ষ টন।

হলদিয়াকে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল করার দাবি

হলদিয়াকে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল করার দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার ইনডিয়ান চেম্বার অব কমারস-এর পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে এক চিঠি দেওয়া হয়েছে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে যে, এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের রফতানি বাণিজ্য, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে এ রাজ্যে আর্থিক উন্নয়নের জন্যও বিশেষভাবে চেষ্টা হবে। ফলে চাকরির সুযোগ আরও প্রসারিত হবে।

সি পি এম-নকশাল সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখানেও গুলিতে আহত একজনকে সঙ্গীরা তুলে নিয়ে যান বলে পুলিশ সূত্রে বলা হয়।

বর্ধমানে সি আর পি নিহত

বর্ধমান থেকে পি টি আই-এর খবর: বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বর্ধমানের বড়নীলপুর মহল্লায় শ্রীরাজেশ্বর রায় (২৬) নামের একজন সি আর পি কনেস্টবল-কর্মীক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। বাজার থেকে ফেরার পথে তিনি আক্রান্ত হন। রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। হাসপাতালে তিনি মারা যান। পরে ওই এলাকায় তল্লাসি চালানো হয়, কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

হাটগোবিন্দপুরে সংঘর্ষ

আজ ভোরে হাটগোবিন্দপুরে একদল পুলিশ তল্লাসি চালাতে এলে 'পুরোপুরি সশস্ত্র প্রতিরোধ'-এর সম্মুখীন হয়। পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে একজন গ্রামবাসীর দেহে বন্দুকের গুলি লাগে। তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। গ্রামবাসীরা নাকি পুলিশদের ছদ্মবেশী ডাকাত বলে মনে করেছিলেন। কয়েকজন গ্রামরক্ষী পুলিশদের দেখে 'ডাকাত, ডাকাত' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এবং তারপর সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ চারটি বন্দুক আটক করেছে এবং ৬৫ জনকে আটক করেছে। তাঁদের মধ্যে ২৬ জনকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আহত সি পি আই কর্মীর মৃত্যু

বৃহস্পতিবার সকালে সি পি আই-এর সক্রিয় কর্মী ডাঃ দেবদাস মিত্র আর জি কর হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে গড়িয়া স্টেশনে ট্রেনের কামরার মধ্যে তিনি আক্রান্ত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। গড়িয়ায় ডাক্তার খানা থেকে রোজকার মত তিনি ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর বাড়ি সোনারপুরে।

বহরমপুরে একজন ছুরিকাঘাতে নিহত

বহরমপুর থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন: বুধবার সন্ধ্যায় ২৮ বছরের এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক।

অশোকনগরে বোমায় একজন সি আর পি নিহত

বুধবার রাত্রে হাবড়ার অশোকনগরে সি আর পি বাহিনী ভ্যানে করে টহল দেওয়ার সময় জলের ট্যাংকের কাছে আক্রান্ত হয়। ঘন ঘন বোমা পড়তে থাকে। বোমার আঘাতে একজন নায়েক নিহত ও তিনজন কনেস্টবল গুরুতর আহত হন।

নিহত নায়েকের নাম শ্রী ভি আর এস নায়ার। বয়স চল্লিশ। কেরলে বাড়ি। বিবাহিত। আর আহতেরা হলেন শ্রীলাল সিং, শ্রীপথ রাম, শ্রীশিউরাজ সিং। আহতদের ভবানীপুর পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে সি আর পি'র ডি-আই-জি ও বারাসতের এস-ডি-পিও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। বৃহস্পতিবার বিকালে পুলিশের পক্ষ থেকে শবাধারে মালা দেওয়া হয় এবং পূর্ণ পুলিশী মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বুধবার রাত্রির ঘটনার পর সামরিক-বাহিনী ও পুলিশ মিলিতভাবে বেষ্টনী করে তল্লাসি চালান ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাটজনকে আটক করেন।

হাবড়ায় সংঘর্ষ, পুলিশের গুলি

বৃহস্পতিবার সারাদিন ধরে হাবড়া এলাকার বিভিন্ন জায়গায় জোর সংঘর্ষ হয়। এদিন নতুন নতুন এলাকায়ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য বোমা ও পাইপগান ব্যবহার করা হয়। সংঘর্ষ আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশকে এক জায়গায় গুলি চালাতে হয়।

দমদমে বোমাবাজি

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বৃহস্পতিবারও দমদমের ঘুঘুডাঙা অঞ্চলে জোর বোমাবাজি হয়। এছাড়া পুলিশের টহলদারি আর-টি ভ্যানের কাছাকাছি কয়েকটি বোমা পড়ে। আগের দিন ওই এলাকায় সেনাবাহিনীর সাহায্যে তল্লাসি চালিয়ে ৭০ জনকে থানায় ধরে নিয়ে আসার প্রতিবাদে ঘুঘুডাঙা ফাঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ২৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। বোমাবাজির দরুন দমদম রোডের উপর যানবাহন চলাচল বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে।

দমদমে স্ত্রীলোক নিহত

বৃহস্পতিবার নলতার বাদড়া এলাকায় সারফান বিবি (৫২) খুন হন। এ সম্পর্কে পুলিশ তার স্বামী হাঁদু মিয়া (৬০)-কে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় পারিবারিক কলহ থেকে এই মর্মান্তিক পরিণতি।

বিদ্যালয়ে আগুন

বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে এগারটা নাগাদ বেলেঘাটা মেন রোডে লী কলিন্স স্কুল নামে এক মিশনারি বিদ্যালয়ের অফিসঘরে ঢুকে কয়েকটি ছেলে কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয় ও টেলিফোনের তার কেটে দেয়।

বেলেঘাটার চড়কডাঙা লেনে তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ বেআইনীভাবে রাখার অভিযোগে ৩২ বোরের একটি রিভলবার বাজেয়াপ্ত করে এবং এ ব্যাপারে একটি যুবককে গ্রেফতার করে।

দলীয় সংঘর্ষ

সকাল ৮টা নাগাদ যাদবপুরে অঞ্চলের শান্তিনগরে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষে বোমা ও ইট-পাথর ছোড়া হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ ৮টি তাজা কারতুজ ও দু বোতল অ্যাসিড বাজেয়াপ্ত করে। এ ব্যাপারে ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়—এই সংঘর্ষ হয় সি পি আই (এম) এবং সি পি আই (এম এল)-এর সমর্থকদের মধ্যে।

ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ করা হয় যে, ঐ দিন সকালে নিউ আলিপুরের দুর্গাপুর লেনে সি পি আই (এম)-এর সমর্থকরা তাঁদের সমর্থকদের আক্রমণ করে। এবং এর ফলে বোমার টুকরো লেগে শ্রীস্বপন ঘোষ আহত হন; তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বেলেঘাটায় রিভলবার সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার

এদিন বেলেঘাটায় চরকডাঙ্গায় একটি যুবকের কাছ থেকে পুলিশ একটি রিভলবার উদ্ধার করে। ওই যুবকটিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বেহালায় পাইপগান, বোমা উদ্ধার

বৃহস্পতিবার বেহালার কেওড়াপুকুর এলাকায় তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ একটি পাইপগান, একটি বড় তলোয়ার, দুটি তাজা বোমা, এক বোতল অ্যাসিড, প্রচুর বারুদ ও বোমা তৈরির মশলা এবং কিছু মাওপন্থী প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদি উদ্ধার করেছে।

জলপাইগুড়িতে সি পি এম সমর্থক ২ জন নিহত

শিলিগুড়ি থেকে ইউ এন আই-এর এক খবরে বলা হয়েছে, বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে সি পি এম ও নকশালপন্থীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে সি পি এম সমর্থক বলে অভিহিত ২ জন নিহত হয়েছেন।

ওই খবরে প্রকাশ, নকশালপন্থী সন্দেহে একজনাকে মারধোরের প্রতিবাদে স্থানীয় কয়েকটি স্কুলের ছাত্ররা হরতাল পালন করেন এবং হরতালকারী ছাত্রদের একটি মিছিল বার করা হয়। মিছিলকারীদের সঙ্গে স্থানীয় সি পি এম সমর্থকদের সংঘর্ষ বেধে যায়।

পাইকপাড়ায় যুবক ছুরিকাহত

বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় উত্তর কলকাতায় পাইকপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণ মাঝি (২৬) নামে এক যুবক ছুরিকাহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিন রাতে জোড়াবাগান থানা এলাকা থেকে শ্রীসুজিত শীল (২০) নামে এক যুবক বোমায় গুরুতর আহত হয়ে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি হন। বোমার ঘায়ে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে চিকিৎসকদের আশঙ্কা।

শ্রীদুলালচন্দ্রলাল গুপ্ত (৩২) নামে এক ব্যক্তি এদিন সন্ধ্যায় শশীভূষণ দে স্ট্রীটে বোমায় আহত হয়ে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

আজ গরম বাড়বে

স্টাফ রিপোরটার

আজ, শুক্রবার দিনে ও রাতে গরম বাড়বে। আকাশ প্রধানত পরিষ্কার থাকবে।

বৃহস্পতিবার কলকাতা ও আশপাশ অঞ্চলে তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৩৭·৪ ডিঃ সেঃ বা ৯৯·৩২ ডিঃ ফাঃ, সর্বনিম্ন ২৩·৮ ডিঃ সেঃ বা ৭৪·৮৪ ডিঃ ফাঃ। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক শতকরা ৯৭ ভাগ, সর্বনিম্ন ২৪ ভাগ। বৃষ্টি হয়নি।

ফ্র্যাংক অ্যানটনি লোকসভার সদস্য মনোনীত

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি অ্যাংলো-ইনডিয়ান নেতা শ্রী ফ্র্যাংক অ্যানটনিকে লোকসভার সদস্য মনোনীত করেছেন। শ্রী অ্যানটনি ১৯৫২ সাল থেকে লোকসভার সদস্য রয়েছেন। —পি টি আই

খোসলা কমিশনের সঙ্গে টোকিও যাওয়া সম্পর্কে সুরেশ বসুর অভিযোগ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ এবং নেতাজী তদন্ত কমিশন (১৯৫৬)-এর প্রাক্তন সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেন: আগামী ২৮ মারচ খোসলা কমিশন টোকিও যাচ্ছেন। কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই প্রভৃতি জায়গায় আমার প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ পেয়েছেন; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা, পাশপোর্ট, ভিসা ও অর্থ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে টোকিও যাওয়া সম্ভব নয় মনে করে কমিশনের নিকট টোকিও যাত্রার সময় মে মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে আবেদন করি, কিন্তু কমিশন সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

টোকিও যাবার নোটিশ পাওয়া মাত্র আমার দুজন প্রতিনিধি পাশপোর্ট ও বৈদেশিক মুদ্রার জন্য আবেদন করেন কিন্তু আজও পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া যায়নি। ফলে আমার মনোনীত প্রতিনিধিদের টোকিও যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তদন্ত প্রহসনে পরিণত করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে আমি মনে করি। বিষয়টি সমগ্র দেশ ও জাতির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করি।'

যুব কংগ্রেসকর্মীদের সভা

পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, আজ ২৬ মারচ বেলা ৫টায় হাজী মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারের কংগ্রেস অফিসে কলকাতার যুব কংগ্রেস কর্মীদের এক জরুরী সভায় পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী এম-পি নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ও আগামী দিনের কার্যসূচি সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। ২৭ মারচ হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা ইত্যাদি জেলার সর্বস্তরের যুব কংগ্রেস কর্মীদের এক জরুরী বৈঠক বেলা ৩টায় ওখানেই ডাকা হয়েছে।

গোয়া বিধানসভার সহকারী অধ্যক্ষের পদত্যাগ

পানাজি, ২৫ মারচ—গোয়া বিধানসভার সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমনঙ্ক গাওনকার আজ সভাকক্ষে অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে তাঁর পদত্যাগপত্র অর্পণ করেন।

শ্রীগাওয়ানকারকে সহকারী অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণের জন্য ক্ষমতাসীন মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দলের ২ জন সদস্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব নিয়ে ৫ ঘণ্টাব্যাপী তুমুল বিতর্কের শেষে সহকারী অধ্যক্ষ পদত্যাগ করেন। শ্রীগাওয়ানকার মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীভুক্ত। —পি টি আই

মহীশূরে নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—নব কংগ্রেস সংসদীয় বোরড মহীশূরে নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থগিত রেখেছেন।

বোরডের সদস্যরা মহীশূরের ৪ জন নব কংগ্রেস নেতা — সর্বশ্রী সিদ্দাভীরাপ্পা, আর এম পাতিল, চেন্না বাসাপ্পা এবং দেবরাজ উরস-এর বক্তব্য শোনার পরে স্থির করেন যে, দলের সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়া মহীশূর থেকে নির্বাচিত এম পি এবং এম এল এ-দের সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনা করবেন।

মহীশূরে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগামীকাল বা পরশু আবার বোরডের বৈঠক বসবে। —পি টি আই

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রকে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ

কায়রো, ২৫ মারচ—সোভিয়েট ইউনিয়ন অতি সম্প্রতি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (ইউ এ আর) ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপের উপযোগী প্রচুর পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছে।

ওয়াকিবহাল মহলের এই খবরে জানা যায় যে—সম্প্রতি ঐ সব সমরাস্ত্র এসে পৌঁছেছে এবং তার মধ্যে অতি আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়াও বিমান বিধ্বংসী কামান। আধুনিক বিমান যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। —ইউ পি আই

আসাম বিধানসভায় বিরোধী সদস্যদের সভা ত্যাগ

শিলং, ২৫ মারচ—আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী আজ রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে বিতর্কের জবাব দিতে উঠলে, সকল বিরোধী সদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে যান।

বিরোধী সদস্যগণ অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী সঠিক জবাব দেওয়ার পরিবর্তে রাজ্যপালের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করছেন।

বিরোধী সদস্যগণ রাজ্যপাল লোকসভার নির্বাচনে ভোট দিয়ে ও ভোটের আগে নিবন্ধ লিখে পক্ষপাতিত্ব করেছেন, এই অভিযোগে গত ৯ মারচ রাজ্যপালের ভাষণও বয়কট করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী বলেন, রাজ্যপাল কোন রীতি লঙ্ঘন করেন নি, ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার তাঁর আছে।

সংযুক্ত বিরোধী আইনসভা দলের সহকারী নেতা শ্রীদুলালচন্দ্র বড়ুয়া বলেন, অধ্যক্ষ যে বিষয়টি সম্পর্কে রুলিং দিয়েছেন, তা আবার আলোচনার জন্য কখনই তোলা যায় না।

মুখ্যমন্ত্রী সেই বিষয়টিই পুনরায় তোলার চেষ্টা করছেন।

এই নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অধ্যক্ষ কখনই এ সম্পর্কে কোন রুলিং দেন নি।

ডেপুটি স্পীকার শ্রীযোগেন সাইকিয়াও মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, বিরোধী সদস্যরাও বিতর্ককালে বিষয়টি তুলতে পারেন।

এই সময়ই বিরোধী সদস্যরা একসঙ্গে সভাকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে যান। —ইউ এন আই

উদ্ধার করা ব্যালট বাক্স পুরোনো, ব্যবহার হয়নি

—রিটারনিং অফিসার

বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে জনৈক স্কুল শিক্ষকের বাড়ি থেকে যে ব্যালট বাকস দুটি পুলিশ উদ্ধার করেছে সেগুলি 'ডামি' এবং গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ওই ব্যালট বাকসগুলি ব্যবহৃত হয়নি।

বৃহস্পতিবার ইউ এন আই-এর দেওয়া এই খবরে বলা হয়, বর্ধমানের রিটার্নিং অফিসর শ্রী এ কে চক্রবর্তী বলেছেন, ওই ব্যালট বাকস আর শিলমোহর পুরোনো, মরচে ধরা ও ভাঙাচোরা। তিনি বলেছেন, দু বছর আগে জেলা কর্তৃপক্ষ অনেকগুলি পুরোনো ব্যালট বাকস নীলামে বিক্রি করেছিলেন। তিনি পুলিশকে বলেছেন, ওই ব্যালট বাকসগুলি গত নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়নি বলে প্রমাণিত হয়েছে, কাজেই এ নিয়ে আর কিছু করতে হবে না।

বৃহস্পতিবারও জল সরবরাহ বিঘ্নিত

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবারও উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া, কাশীপুর ও আশপাশ অঞ্চলে জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। স্থানীয় এলাকার অধিবাসীদের অভিযোগ, সন্ধ্যা থেকেই জলের চাপ কমে যায়। ফলে জলকষ্টে জনসাধারণকে এদিনও দারুণ অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

লোকসভায় বাজেট বিতর্ক শুরু

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—আজ লোকসভায় অন্তর্বর্তী সাধারণ বাজেট সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্কে যোগ দিয়ে বিভিন্ন দলের সদস্য বিনা ক্ষতিপূরণে রাজন্য ভাতা বিলোপ, বেকার সমস্যার মোকাবিলায় জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ, রাজ্যগুলির হাতে আরও বেশি আর্থিক ক্ষমতা দান এবং সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থাগুলির কাজকর্ম আরও ভালভাবে পরিচালনার দাবি জানান।

আলোচনা শুরু করে শ্রী কে এন তেওয়ারি (নব কং) বলেন যে, শুধুমাত্র জমির উপর সিলিং ধার্য করে এবং গরীবদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ঐ সঙ্গে দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থাও করতে হবে। সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থাগুলিতে বছরের পর বছর ধরে যে প্রচুর আর্থিক লোকসান হয়, তিনি তার সমালোচনা করেন এবং প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

শ্রীসরোজ মুখার্জি (সি পি এম) অভিযোগ করেন যে, দেশে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটানোই এই বাজেটের উদ্দেশ্য। রাজ্যগুলির ঘাটতির পরিমাণ বছরের পর বছর বেড়ে যাওয়ার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির উপর দোষারোপ করেন। রাজ্যগুলির হাতে আরও বেশি আর্থিক ক্ষমতা দেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন—তাঁর দল চায় যে, রাজ্যগুলি থেকে সংগৃহীত কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ রাজ্যকে দিতে হবে।

শ্রীমুখার্জি পশ্চিম বাংলা থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানান। তিনি বিনা ক্ষতিপূরণে রাজন্য ভাতা বিলোপেরও দাবি জানান।

রাজস্থানের নব কংগ্রেস সদস্য শ্রীশিবনাথ সিংও রাজন্য ভাতা বিলোপের দাবির প্রতি জোরালো সমর্থন জানান।

শ্রীসুরেন্দ্র মহান্তি (উৎকল কংগ্রেস) বলেন, গ্রামীণ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বাজেটে যে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। রাজ্যগুলির আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করে শ্রীমহান্তি বলেন, শুধুমাত্র মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নয়, রাজ্যগুলির মধ্যেও বৈষম্য দূর করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে যেভাবে আর্থিক সাহায্য দেন, তা বৈষম্যমূলক বলে শ্রীমহান্তি অভিযোগ করেন। তিনি ওড়িশার প্রতি আরও বেশি দৃষ্টি দেওয়ার আবেদন জানান।

শ্রী এম বি রানাও (নব কংগ্রেস) বিতর্কে যোগ দেন। আলোচনা অসমাপ্ত থাকে। —ইউ এন আই ও পি টি আই

চণ্ডীগড়ে বহু ব্যালট পেপার উদ্ধার: সংসদে হৈচৈ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—চণ্ডীগড়ের একটি বেসরকারী গুদামে বিপুল সংখ্যক ব্যালট পেপার পাওয়া যাওয়া সম্পর্কে আজ সংসদের উভয় সভায় জনসংঘ, স্বতন্ত্র ও আদি কংগ্রেস সদস্যরা হৈ চৈ করেন এবং তদন্তের দাবি জানান। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন। বহির্বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী সরদার স্বর্ণ সিং ওই দাবিটি নাকচ করে দেন।

ওই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যসভায় জনসংঘ ও নব কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয় এবং ৪০ মিনিট ধরে হৈ হট্টগোল চলে। তারপর ওই তিনটি দলের সদস্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য বিরোধীদের দাবিটি নাকচ করে দিয়ে সরদার স্বর্ণ সিং বলেন যে, নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তাঁদের উচিত কমিশনের কাছে যাওয়া অথবা আবেদন পেশ করা।

ওই খবরে লোকসভায় জনসংঘের নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী যে মুলতুবি প্রস্তাব তুলতে চান, লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী জি এস ধীলন তা নামঞ্জুর করেন। তিনি বলেন, এটা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সংসদে এ ব্যাপার নিয়ে বৈঠক হবে না। এ ব্যাপারে প্রার্থীদের কাছে আরও অনেক পথ খোলা আছে।

গুদামটিতে যেসব ব্যালট পেপার পাওয়া যায়, শ্রীবাজপেয়ী সেগুলি লোকসভায় দেখান। আর রাজ্যসভায় দেখান ডঃ ভাই মহাবীর। শেম শেম ধ্বনির মধ্যে শ্রীবাজপেয়ী সেগুলি আবার তাঁর অ্যাটাচি-কেসে রেখে দেন।

স্পীকার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাতে বলেন। শ্রীবাজপেয়ী ও অন্য বিরোধী সদস্যরা বলেন যে, তাঁরা নির্বাচন কমিশনারকে বলেছেন। আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী এস এন মিশ্র বলেন যে, নির্বাচন কমিশনার বলেছেন যে, তাঁর বলার কিছু নেই।

জনসংঘ নেতাদের অভিযোগ

চণ্ডীগড়, ২৫ মারচ—প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রীশ্রীচাঁদ গোয়েল এবং জনসংঘের স্থানীয় একজন নেতা আজ অভিযোগ করেন যে, চণ্ডীগড়ের একটি গুদাম থেকে হাজার হাজার ব্যালট পেপার উদ্ধার করা হয়েছে এবং এর পিছনে বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে। তাঁরা বলেন যে, নির্বাচন কমিশনও এই ব্যাপারে জড়িত, কারণ তাঁদের যোগসাজস ছাড়া এটা হতে পারে না।

ঐ দুই নেতা সাংবাদিকদের জানান যে, সংসদের বিরোধী সদস্যদের একটি দল এবং জনসংঘ নেতা শ্রীবলরাজ মাধোক আগামীকাল ঐ গুদাম পরিদর্শন করবেন।

ইতিমধ্যে ঐ গুদাম বাড়ির বাইরে পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে। জনসংঘ কর্মীরাও গুদাম পাহারা দিচ্ছেন। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ ঐ গুদাম মালিককে খুঁজে বের করতে পারেনি।

তদন্তের নির্দেশ

এদিকে বাজে কাগজের জনৈক ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে লোকসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনের ব্যালট পেপার পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে চণ্ডীগড়ের চীফ কমিশনার শ্রী বি পি বাগচী আজ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রীবাগচী আজ এখানে জানান যে, তিনি স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী এস এন ভানোট্‌কে ঐ তদন্ত করতে বলেছেন। —ইউ এন আই ও পি টি আই

ফাজিলকা কেন্দ্রের ব্যালট পেপার পরীক্ষা করা হবে

ফিরোজপুর, ২৫ মারচ—আজ এখানে সরকারীভাবে জানা গেল যে, আগামী ৩১ মারচ ফাজিলকা লোকসভা কেন্দ্রের ব্যালট পেপারগুলি পরীক্ষা করা হবে। ঐ কেন্দ্রের পরাজিত নব কংগ্রেস প্রার্থী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীইকবাল সিং-এর আবেদন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন এই আদেশ দিয়েছেন। ফাজিলকা কেন্দ্রের রিটারনিং অফিসার ফিরোজপুরের ডেপুটি কমিশনারের অফিসে ব্যালট পেপারগুলি পরীক্ষা করা হবে। —পি টি আই

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লিখিত না থাকলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

অ্যাডভারটাইজিং ক্লাব ক্যালকাটা: সাড়ে ৫টায় হোটেল হিন্দুস্তান ইনটারন্যাশনালে বার্ষিক সভা। **মারচেনটস চেম্বার অব কমারস:** ২টায় সভাকক্ষে আলোচনা সভা। **এশিয়াটিক সোসাইটি:** সাড়ে ৫টায় ১ পারক স্ট্রীটে ডঃ অজিত সাহার 'পৃথিবীর বয়স' নিয়ে বক্তৃতা। **ভারতীয় যাদুঘর:** সাড়ে ৫টায় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার শ্রীকৃষ্ণদেবের 'উত্তর ভারতে পুরাতত্ত্বের আঞ্চলিক রীতি' সম্পর্কে বক্তৃতা। **ইনডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন:** ৩টায় গ্রেট ইসটারন হোটেলে সাধারণ বার্ষিক সভা। **গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী:** সাড়ে ৭টায় ১।১এ বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনে অধিবাস কীর্তন। **বিবেকানন্দ সোসাইটি:** সাড়ে ৬টায় ১৫১ বিবেকানন্দ রোডে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা। **বিড়লা শিল্প ও সংগ্রহশালা:** ৪টায় ১৯এ গুরুসদয় রোডে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **ভারতী সংস্কৃতি সংসদ:** সন্ধ্যায় ৬ডি পার্বতী চক্রবর্তী লেনে শ্রীশ্রীপালি কীর্তন। **বাঙ্গালী ঐক্য সংসদ:** সকাল সাড়ে ৮টায় শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের শোকসভা। **রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অব কালচার:** সাড়ে ৬টায় বিবেকানন্দ হলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা।

সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া: সকাল ৯ ঘটিকায় হাঙ্গামাজনিত পরিস্থিতির আলোচনা ও আগামী কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সাধারণ সভা।

বসুমতীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপের দাবি

দিল্লি অফিস

২৫ মারচ—বসুমতী পত্রিকা চালু করার দাবিতে আজ যুক্ত সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীকালী মুখার্জি এবং সংসদ সদস্য শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা বসুমতীর বিরোধ মীমাংসার জন্য শ্রীমতী সৎপথিকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানান। শিল্প বিরোধের জন্যই বসুমতী পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রয়েছে।

আলোচনার পর শ্রীমুখার্জি বলেন, শ্রীমতী সৎপথি ধৈর্যসহকারে তাঁদের সমস্ত বক্তব্য শুনেছেন। তিনি বলেন, শ্রীমতী সৎপথি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন বলে জানিয়েছেন।

দুর্গাপুরে সাতজন অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেবার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর, ২৫ মারচ—দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহে কোক-ওভেন-এর যে ৭ জন অফিসারের বিরুদ্ধে 'চারজশিট' দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আর অগ্রসর না হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অফিসারস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

সেল! সেল!! সেল!!!
মাত্র ২০ দিনের জন্য
সর্ব ভারতীয় তাঁত শাড়ী ও রেডিমেড পোষাকের উপর ১০% হইতে ২৫% পর্যন্ত রিবেট দেওয়া হইতেছে।
পদ্মা ষ্টোর্স
হাতীবাগান ৫৫-৮৩৫০ • শিয়ালদহ ৩৫-৫৫২৮
স্টকিস্টঃ—লিবার্টি সার্ট ও মেডেনফরম ব্রেসিয়ার্স।

সর্দি ও কাশিতে
দুলালের
তালমিছরী
প্রস্তুতকারক
শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়
৪, দত্তপাড়া লেন · কলিকাতা-৬
ফোন: ৩৩-৫৬৭৩

অভিনব অপরূপ লাগে
খাটাউ
ভয়েল প'রে
প্রিন্সেস
মঙ্গল মুহুরৎ
কুমকুম
আর মানানসই ব্লাউজের কাপড়
'কাশ্মীরা'
সকল বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়
দি খাটাউ মাকনজী স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেড,
ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই-১।
মিল: হেইন্‌স রোড, বাইকুল্লা, বোম্বাই-২৭।
KMS-4/PREM ASSOCIATES BN

রুশ-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য সোভিয়েট প্রয়াস

মসকো, ২৫ মারচ— চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন চুক্তি করার জন্য রাশিয়া চীনের কাছে প্রস্তাব করেছে। আজ এখানে কূটনৈতিক মহল থেকে এ খবর জানা গেল।

গত রবিবার পিকিংয়ে চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই-এর সঙ্গে বৈঠকের সময়ে সম্ভবত রুশ সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী এল এফ ইলাইচোভ এবং রুশ রাষ্ট্রদূত শ্রী ভি এস টলস্টিকোভ ঐ প্রস্তাব দেন।

রুশ প্রস্তাব সম্পর্কে চীনের জবাব এখনও জানা যায়নি। কিন্তু আগামী সপ্তাহে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রীইলাইচোভ এবং শ্রীটলস্টিকোভ শীঘ্রই এখানে ফিরে আসবেন। চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিসাধনে রুশ প্রয়াসের অগ্রগতির কথা পারটি কংগ্রেসে জানানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। —পি টি আই

অবোধ্য হিন্দী তর্জমা

পাটনা অফিস

২৫ মারচ—গতকাল বিহার বিধান পরিষদের বিভিন্ন সদস্য একটি বিলের হিন্দী তর্জমা। বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। হিন্দীভাষী সদস্যরা বলেন যে, এটি এমন কি তাঁদের কাছেও অবোধ্য। বিলটি ১৯৭১ সালের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল। তবে এটি শেষ পর্যন্ত সভায় গৃহীত হয়।

সিনেমা হলে গোলমাল একজন ছুরিকাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামসেদপুর, ২৩ মারচ—গতকাল বিকালে সাকচি এলাকায় এক সিনেমা হলে এক ব্যক্তি ছুরিকাহত হয়। প্রকাশ, লোকটি এখানে নতুন এসেছে। ছবি দেখানোর সময় একদল লোক ক্রমাগত গণ্ডগোল করছিল। অন্য দর্শকেরা প্রতিবাদ করলে গোলমাল বাধে। তখনই এই শহরে নবাগত লোকটি ছুরিকাহত হয়। পুলিশ এসে অবস্থা আয়ত্তে আনে। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি।

লোকসভায় অন্তর্বর্তী রেল বাজেট অনুমোদিত

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—১৯৭১-৭২ সালের জন্য যে অন্তর্বর্তী রেল বাজেট পেশ করা হয়েছে, আজ লোকসভায় তা অনুমোদিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়মঞ্জুরির দাবিও অনুমোদিত হয়েছে।

বিতর্কের উত্তরে রেলমন্ত্রী শ্রী কে হনুমন্তিয়া মন্তব্য করেন, রেলওয়ে বিভাগে কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে এখন থেকে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

রেলমন্ত্রী আরও বলেন যে, রেল ও সড়ক পরিবহণ সম্পর্কে একটি সামঞ্জস্য নীতি নির্ধারণের জন্য শীঘ্রই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের বৈঠক ডাকা হবে।

তিনি বলেন, উভয় পরিবহণ ব্যবস্থা পরস্পরকে সাহায্য করার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে, ফলে উভয়েরই ক্ষতি হচ্ছে। —ইউ এন আই

কথা দেওয়া ও রাখার হিসাব

পাটনা অফিস

২৫ মারচ—কংগ্রেস ও এস ভি ডি এই দুই মন্ত্রিসভায় সদস্যরা ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বিহার বিধানসভায় ৮০৪টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদের মধ্যে ২৫৪টি প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়েছে। ৩৫২টি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কিছুই করা হয় নি। ১৯৮টি প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়েছে কিন্তু যা করা হয়েছে তা মোটেই সন্তোষজনক নয়।

গতকাল সাংবাদিকদের কাছে একথা জানান বিহার বিধানসভায় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি পণ্ডিত হরিনাথ মিশ্র।

তিনি বলেন, বিহারে প্রায় আড়াই লক্ষ সরকারী কর্মী আছেন যাদের মোট বেতন বার্ষিক ১০৬ কোটি টাকা। এটি বিহার সরকারের মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক। অথচ এই ধরনের কর্মীরাই মন্ত্রীরা বিধানসভায় যে সব প্রতিশ্রুতি দেন সেগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন।

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

পশ্চিমবঙ্গে লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন আর এস পি-র অপছন্দ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—আর এস পি সাধারণ সম্পাদক শ্রীত্রিদিব চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের ভাবী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় মুসলিম লিগকে নেওয়ার খবরে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ওই মন্ত্রিসভার বড় শরিক নব কংগ্রেস।

আগামী শনিবার কলকাতায় আর এস পি কেন্দ্রীয় সেকরেটারিয়েটের বৈঠক বসছে। অ-সি পি এম মন্ত্রিসভা সম্পর্কে ওই বৈঠকে দলের মনোভাব স্থির করা হবে।

শ্রী চৌধুরীর বক্তব্য ওই বৈঠকে গৃহীত হলে আর এস পির তিনজন সদস্য কংগ্রেস মুসলিম লিগ জোট ক্ষমতায় এলে বিধানসভায় বিরোধী আসনে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে বসবেন।

শ্রী চৌধুরী আমাকে বলেন, এই মন্ত্রিসভা কংগ্রেসের উদ্যোগেই গঠিত হবে এবং তাকে মুসলিম লিগের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হবে।

শ্রী চৌধুরী বলেন, মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা গঠনে তার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে। পশ্চিমবঙ্গের মত সীমান্ত রাজ্যে ক্ষমতার রাজনীতিতে মুসলিম লিগকে প্রবেশ করতে দেওয়া জনসাধারণের পক্ষে ভালো হবে কিনা সন্দেহ আছে।

দিল্লি হাইকোরটে সুরেশচন্দ্র বসুর আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—নেতাজী তদন্ত কমিশনকে তাঁদের জাপান ভ্রমণ স্থগিত রাখতে বলা হোক বা বিকল্প হিসাবে তদন্তের জন্য টোকিও যাওয়ার উদ্দেশে তাঁকে অর্থ দেওয়া হোক—এই মর্মে নেতাজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু যে আবেদন পেশ করেছিলেন দিল্লি হাইকোরট তা খারিজ করে দিয়েছেন।

শ্রীবসু আদালতে জানান, তিনি জাপান যেতে চান কিন্তু অর্থের অভাবের দরুণ তিনি জাপান যাত্রার জন্য ভাড়া জোগাড় করতে অক্ষম।

সুতরাং কমিশনের উচিত তাঁদের প্রস্তাবিত সফর স্থগিত রাখা। ২৮ মারচ কমিশনের জাপান যাত্রার কথা।

কেন্দ্রীয় সরকার আইনে অর্থ মঞ্জুরের ব্যবস্থা করা অথবা ঋণ দেওয়ার কোন কথা নেই এই যুক্তিতে শ্রীবসুর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। —পি টি আই

সোয়েল লোকসভার সহকারী অধ্যক্ষ হবেন বলে স্থির

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ মারচ—লোকসভার সহকারী অধ্যক্ষ পদে শিলংয়ের শ্রী জি জি সোয়েলের নির্বাচন পাকা। আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে ওই পদে গ্রহণের অনুরোধ জানান। এবং শ্রী সোয়েল তাতে রাজি হয়েছেন।

সমস্ত বিরোধী দলও শ্রীসোয়েলকে সমর্থন করতে প্রস্তুত।

কারণ গত লোকসভায় তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই সহকারী অধ্যক্ষের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। সহকারী অধ্যক্ষ নির্বাচন আগামী শনিবার।

পরলোকে ডঃ এ টি সেন

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সারভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় পাবলিক সারভিস কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ডকটর আশুতোষ সেন ৬৯ বছর বয়সে বুধবার দিল্লিতে পরলোকগমন করেছেন। অন্তিমকালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে

ছিলেন ডঃ সেনের পত্নী শ্রীযুক্তা অমিতা সেন, পুত্র দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অমর্ত্যকুমার সেন এবং কন্যা শ্রীমতী সুপর্ণা দত্ত। ডঃ সেন ছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কনিষ্ঠ জামাতা।

১৯২৯ সালে লনডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডকটরেট উপাধি লাভ করে ডঃ সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি-রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্ম সরকারের আমন্ত্রণে তিনি কৃষিসচিবের পদ গ্রহণ করে মান্দালয় গিয়েছিলেন।

এর অল্পকাল পরে ভূমিক্ষয়-নিবারক বিজ্ঞানে শিক্ষালাভের জন্য তিনি আমেরিকা এবং ইউরোপে যান।

অবসর গ্রহণের পরে তিনি স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনবাসী হন। বীরভূম-বর্ধমানে ব্যাপক হারে অধিক ফলনশীল ধান্য উৎপাদনের অভিযানে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বীরভূমে অধিক ফলনশীল ধানের উৎপাদন বেড়েছে ডঃ সেনেরই সোৎসাহ প্রেরণায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, আসবাবপত্র ভাঙচুর

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার দুপুরে একদল ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙা ভবনের দোতলার কোল্যাপসিবল গেট দিয়ে জোর করে ঢুকে কয়েকটি ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন। ওই ছাত্ররা গত বি-এ, বি এস-সি পারট-ওয়ান ও টু-র এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী। দুই বিষয় পর্যন্ত অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেক বিষয়ে শতকরা ১৫ নম্বর গ্রেস মারক দিয়ে ফল পুনর্বিবেচনার দাবিতে ওই পরীক্ষার্থীরা নাকি এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

অভিযোগে প্রকাশ, ওই পরীক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অস্থায়ী উপাচার্য, রেজিসট্রার বা পরীক্ষাসমূহের কনট্রোলার বা ডেপুটি কনট্রোলার কারোর দেখা না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং দারভাঙা ভবনের পশ্চিম দিকের বারান্দার কোলাপসিবল গেট ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। ঢুকেই সামনে পড়ে ইনাজিনিয়ারের ঘর—বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা সেই ঘরে ঢুকে পড়ে আসবাবপত্র, কাচের দরজা, টেলিফোন ইত্যাদি ভাঙচুর করেন। একটি বেনচ দোতলার বারান্দা থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়। আশেপাশের অন্য দু-একটি ঘরে ঢুকেও অল্পবিস্তর ভাঙচুর অভিযান চালানো হয়।

ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের একদল ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান দফতরের অফিসার শ্রীকল্যাণ মজুমদারসহ বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন অফিসার ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। শ্রীমজুমদার বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করেন এবং তাদের দাবি-দাওয়া একটি স্মারকলিপির আকারে লিখে তাঁকে দিতে বলেন। তিনি ওই স্মারকলিপিটি অস্থায়ী উপাচার্যের কাছে পেশ করবেন বলে আশ্বাস দেন।

এরপর ওই ছাত্ররা দারভাঙা হলে ঢুকে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সভা করেন। সেখানে একটি স্মারকলিপি রচনা করে সেটি শ্রীমজুমদারকে দিয়ে আজ শুক্রবার আবার আসবেন বলে ঘোষণা করে চলে যান। আজই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনডিকেটের বৈঠক হওয়ার কথা।

পুলিশসূত্রে জানানো হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই ঘটনা ঘটার সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে লালবাজার থেকে পুলিশের একটি বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পৌঁছায়। কিন্তু তাঁরা আর ভিতরে ঢোকেননি। কেননা তার আগেই বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে যান।

নতুন ক্লাস হয়েছে

এই ঘটনাটি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিন এম-এ, এম-কম, এম-এড-এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর প্রথম দিনের ক্লাস শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানানো হয়। বিভিন্ন দলের ছাত্ররা শেলোগান দিতে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন পরিক্রমা করেন। ছাত্র পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে একটি তোরণ তৈরি করেন।

অস্থায়ী উপাচার্যের বক্তব্য

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য অধ্যাপক পি কে বসু বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন, এদিন কিছু ছাত্র তাঁদের পরীক্ষার ফল পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। ওই সময় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনিসপত্র তছনছ ও ভাঙচুর করেন এটা দুঃখের কথা। এটা আরও বেশি পরিতাপের বিষয় এজন্য যে, তাঁদের দাবি একটি 'রিভিউ কমিটি'তে পাঠানো হচ্ছে। এটা সহকারী রেজিসট্রার ও অন্যান্য অফিসার ইতিপূর্বেই তাঁদের জানানো সত্ত্বেও ছাত্ররা এ ধরনের আচরণ করলেন।

ওই ছাত্রদের এটাও জানানো হয়েছিল যে, 'রিভিউ কমিটি'-র সুপারিশ বিবেচনা করে সিনডিকেট উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন; এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ওই কমিটিকে রিপোরট পেশ করতে বলা হয়েছে। অধ্যাপক বসু এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, ছাত্ররা বুঝতে পারবেন, এ ধরনের উচ্ছৃংখল আচরণ কত 'অবাঞ্ছনীয় ও নিষ্ফল'। এবং যাতে তাঁদের বিষয়টি তাড়াতাড়ি বিবেচিত হতে পারে, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ছাত্ররা সহযোগিতা করবেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক ডঃ বি বি ব্যানার্জি একদিন ট্রাংক টেলিফোনে জানান যে, আগামী ৫ এপ্রিল থেকে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এম-এ, এম-কম এবং পুরানো পাঠক্রম অনুযায়ী গণিত (এম এস-সি) পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল, তা পিছিয়ে গিয়ে আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে আরম্ভ হবে।

ডঃ ব্যানারজি আরও জানান, পারট-টু, এম এস-সি পরীক্ষায় বোটানির সপ্তম-পত্র ২৬ মারচ তারিখের পরিবর্তে ৭ এপ্রিল শুরু হবে। বোটানির অন্যান্য পত্রের পরীক্ষা ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষিতসূচী অনুসারে গৃহীত হবে।

যাদবপুরের ছাত্রদের বক্তব্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইউনিট ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে এদিন জানানো হয় যে, আগামী সোমবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনডোর স্টেডিয়ামে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির হবে। ওদিন বেলা ২টায় সমস্ত কলেজের সংসদের সম্পাদক প্রভৃতিকেও তাঁরা এক সম্মেলনে ডেকেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন ছাত্রকে আবার গ্রেফতারজনিত অবস্থা এই দুটি সভায় পর্যালোচনা করা হবে।

বৃহস্পতিবার ছাত্রদের এক প্রতিনিধি দল ধৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে ২৪ পরগনার জেলা শাসক শ্রীরথীন সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

রাওয়ালপিনডিতে পুলিশের নটি কাপড়ের কল পুনরায় দখল

রাওয়ালপিনডি, ১৫ মারচ—পুলিশ একটি কাপড়ের কলের নটি থেকে কর্মীদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এখান থেকে কর্মীদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এখান থেকে প্রায় ৪১৬ কিলোমিটার দূরে করাচিপুরে এই কাপড়ের কলগুলি অবস্থিত। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এই কর্মীরা নটি কাপড়ের কল দখল করেন।

সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বলেন, বামপন্থী পিপলস পারটির জঙ্গী বাহিনীর উদ্যোগে এই কর্মীরা গতকাল পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে তিনজন পুলিশ আহত হয়।

কর্তৃপক্ষ বলেন, এই ইলাকায় শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষকগণ বলেন : পারটির শক্তি কতখানি তা প্রমাণ করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং পিপলস পারটি সেই পথেই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করছেন। আবার পারটির অপর চিত্র হল, পারটির নেতা এবং পূর্বতন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভুট্টো পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট এড়াবার জন্য ঢাকায় বসে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ এবং শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

'কর্মীদের অধিকার অর্জনের জন্য' সৈন্যবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এবং পিপলস গারডের নেতা শ্রীআকবর খাঁ আজ করাচিপুরে পূর্ণ হরতালের ডাক দিয়েছেন।

দশটি ট্রেড ইউনিয়ন অবশ্য পিপলস পারটির এই হরতালের ডাকের বিরোধিতা করেন এবং এই ডাক উপেক্ষা করার জন্য কর্মীদের উদ্দেশে আবেদন জানান। —রয়টার

কংগ্রেস ঐক্য পরিষদের আবেদন

স্টাফ রিপোরটার

কংগ্রেস ঐক্য পরিষদ এবারের নির্বাচনে জনসাধারণের রায় মেনে নেওয়ার জন্য সকল কংগ্রেসকর্মীর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী সকলকে অতীতের সকল বিবাদ ভুলে মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য বলা হয়েছে। যে সকল কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে একীকরণের চেষ্টা করছেন পরিষদ তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে আরও বলেছেন, সকলে যেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কর্মসূচী রূপায়ণে সহযোগিতা করেন।

হাজারীবাগ-চাতরা রোডে মোটর থামিয়ে ডাকাতি

হাজারিবাগ, ২৫ মারচ—গতকাল এখান থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে হাজারিবাগ চাতরা রোডে সিমারিয়া থানার পিরি গ্রামে একদল সশস্ত্র ডাকাত একজন মদ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাড়ে ছ হাজার টাকা কেড়ে নেয়।

ব্যবসায়ীটি মোটরে ডালটনগঞ্জ যাচ্ছিলেন। ডাকাতরা একটি ট্যাকসিতে এসে তাঁর পথ রোধ করে এবং তাঁকে ছুরি মারে ও টাকার থলিটি ছিনিয়ে নেয়। —পি টি আই

ধ্বংস করার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না

হিংস্রতা বর্জন করুন

ইস্পাত তৈরীর সূক্ষ্ম কলাকৌশল

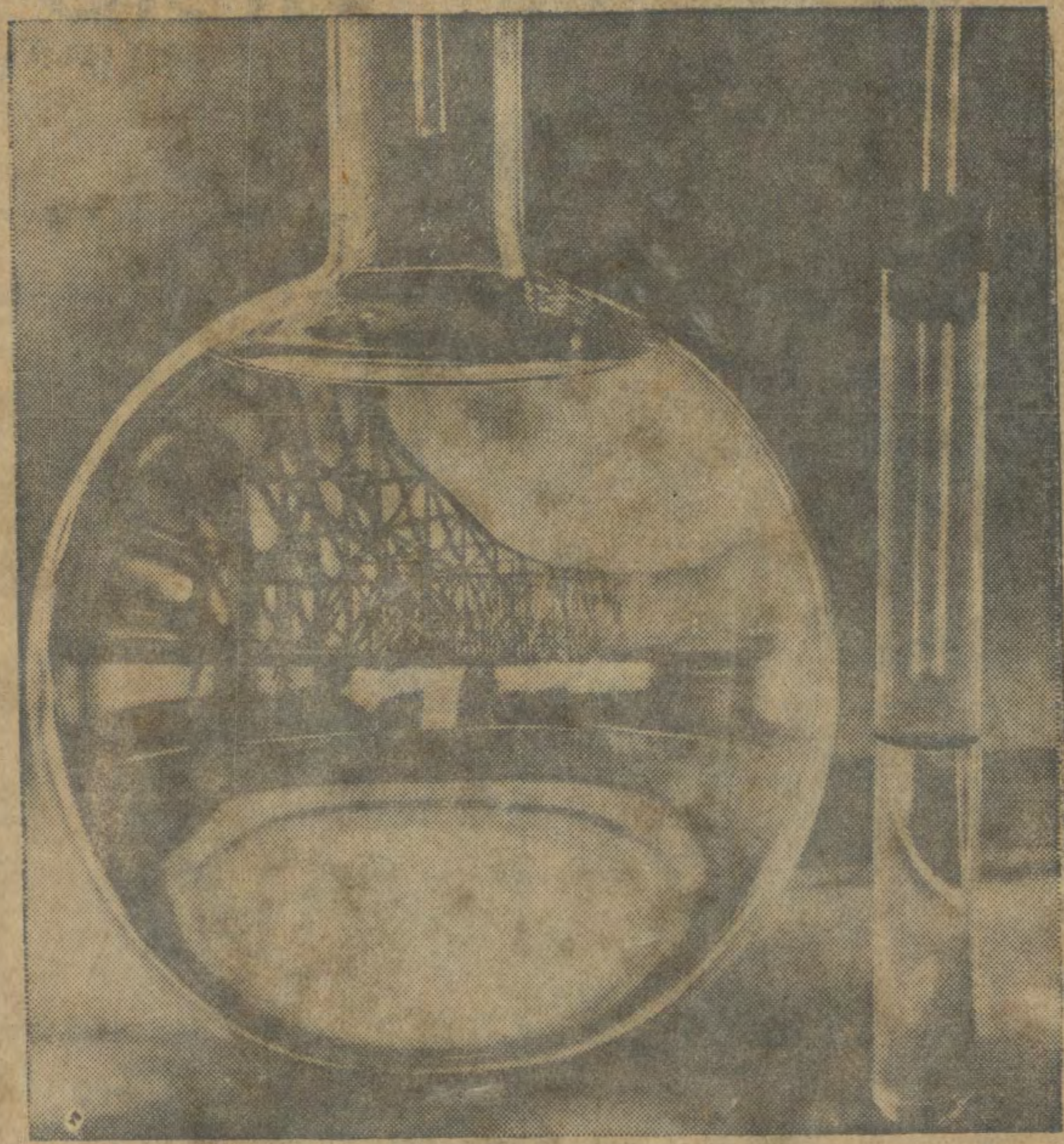

ধারাবাহিক চিন্তা, নতুন নতুন কল্পনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আকরিক লোহাকে নানা কাজের উপযোগী রকমারি ইস্পাতে রূপান্তরিত করা হয়।

পুলের জন্য হাই টেনসাইল ইস্পাত আর জাহাজ, মালবাহী গাড়ী এবং ট্রলিবাসের জন্য ক্ষয়-নিরোধক ইস্পাত যা সহজেই জোড়া লাগে।

প্রতিরক্ষার জন্য বুলেট-প্রুফ আর্মার-প্লেট এবং হাই স্পীড ইস্পাত।

বিমানের জন্য ক্রোম-মলিবডেনাম ইস্পাত।

করাত এবং ক্ষুরের জন্য উৎকৃষ্ট টুল ইস্পাত।

তাছাড়া, আমেরিকার নির্ধারিত মান অনুযায়ী বিশেষভাবে তৈরী ইস্পাতের বার যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহ করা হয়েছে।

আজ তিরিশ বছরের ওপর টাটা স্টীলের রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ল্যাবরেটোরি বিশেষ ধরনের ইস্পাত উদ্ভাবনের ব্যাপারে ভারতে অগ্রণী।

টাটা স্টীল

TN 2226

Xcel RADIO DECORATIONS

আপনার ট্রানজিস্টর—টি ভি—গ্রাম—অ্যামপ্লিফায়ার—রেকর্ডার ইত্যাদি

অ্যানোডাইজড ডেকরেশন দিয়ে সাজিয়ে তুলুন।

তৈরি করেন

একোল প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড

২২বি, এস এ ব্রেলভি রোড, বম্বে-১

ফোন: ২৫১১৮১ — ৫৭৩৩২৭

শাখা: ১০বি, ইডেন হসপিটাল রোড কলিকাতা-১২, ফোন ৩৪৬৫১৭

ডাকযোগে হিন্দি শিখুন

ডাকযোগে হিন্দী শিক্ষা দিবার জন্য একটি প্রকল্প ভারত সরকার ১৯৬৮ সালের মার্চ মাস হইতে চালু করিয়াছেন। এই কোর্সের চতুর্থ সেশন ১৯৭১ সালের ১লা জুলাই আরম্ভ হইবে। হিন্দী শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ক্রমপর্যায়ের পাঠ্য, উত্তরপত্র, আনুষঙ্গিক সাহিত্য এবং সাহায্যকারী টীকা পনেরো দিন অন্তর পাইবেন, যাহার সাহায্যে তাঁহারা বাড়িতে বসিয়াই শিক্ষা-লাভ করিতে পারিবেন। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি।

প্রারম্ভিকদের জন্য হিন্দী প্রবেশ কোর্সের সময়কাল দুই বৎসর। দ্বিতীয় বৎসর সমাপ্তির পর দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

ভারতে বসবাসকারী ছাত্রদের নিকট হইতে বৎসরে নামমাত্র ফি ২০, টাকা (৫, টাকা অ্যাডমিশন ফি এবং ১৫, টাকা টিউশন ফি) চার্জ করা হইবে।

ডিরেক্টর, সেণ্ট্রাল হিন্দী ডিরেক্টরেটের অনুকূলে রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার দ্বারা ফি-এর টাকা পাঠাইতে হইবে।

অ্যাডমিশন ফরম, প্রস্পেক্টাস ইত্যাদি পাইবার ঠিকানা: অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর (সি সি), সেণ্ট্রাল হিন্দী ডিরেক্টরেট, করেসপণ্ডেন্স কোর্সেস ডিপার্টমেণ্ট (মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন অ্যাণ্ড ইয়ুথ সার্ভিসেস), ওয়েস্ট ব্লক নং ৭, রামকৃষ্ণপুরম, নয়াদিল্লি—২২।

২০, টাকা নির্ধারিত ফি সহ দরখাস্তের ফরম ১লা মে, ১৯৭১ হইতে ৩১শে জুলাই, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

-ডি এ ভি পি-৫১১(৬৭)/৭০-

প্রাণহীন উইকেটে তৃতীয় টেস্ট ড্র

সোবারস ও ডেভিসের সেনচুরি

জরজ টাউন, ২৪ মারচ—প্রাণহীন বোরডা মাঠে ভারত ও ওয়েস্ট ইনডিজ দলের তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। পাঁচ-দিনব্যাপী এই খেলার চারিটি ইনিংসে ২৩টি উইকেট পড়ে মোট রান হয়েছে ১১৬৯।

শেষ দিনে ওয়েস্ট ইনডিজ ৩ উইকেটে ৩০৭ রান করে দ্বিতীয় ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে দিনের শেষে বিনা উইকেটে ১২৩ রান করেছে।

ওয়েস্ট ইনডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে সি ডেভিস ১২৫ রান ও সোবারস ১০৮ রান করে নট আউট থাকেন। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসেও ওপনিং ব্যাটসম্যানদ্বয় অশোক মাঁকড় ৫৩ রান ও গাভাসকার ৬৪ রান করে অপরাজিত থাকেন।

শেষ দিনের পিচ এত প্রাণহীন হয়ে পড়ে যে উভয় দলের বোলাররাই আপ্রাণ চেষ্টা করেও রানের গতি রোধ করতে পারেননি। এর জন্যে সারা দিনে মাত্র ২টি উইকেটের পতন হয়েছে ও ৩৩০ মিনিটে ৩৬৭ রান সংগৃহীত হয়েছে।

...করেন। তাঁর রানের মধ্যে ৩টি বাউনডারি হয়। গাভাসকার ৭৫ মিনিটে ৫৩ রান করেন। তার মধ্যে ৮টি বাউনডারি হয়। শেষ পর্যন্ত ৬৪ রান করে নট আউট থাকেন।

এই দিনের টেস্ট খেলায় গাভাসকার নট আউট থাকায় চারিটি টেস্টে তার মোট ৩১২ রান হয়, গড় দাঁড়ায় ১৫৬।

দিলীপ সারদেশাই ৪টি ইনিংসে ৩৭২ করেছেন, গড় হয়েছে ৯৩। সব চেয়ে আশ্চর্য রকমের অ্যাভারেজ হয়েছে ওয়েস্ট ইনডিজের চার্লস ডেভিসের। চারটি ইনিংসের মধ্যে ডেভিস ৩টিতে নট আউট থাকায় গড় দাঁড়িয়েছে ৩০৪ রান।

সোবারসের টেস্টের ৭০০০ রান পূর্ণ

জরজ টাউন, ২৫ মারচ — ভারত ও ওয়েস্ট ইনডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের শেষ দিনে সোবারস ১৫০ মিনিটে ১০৮ রান করে অপরাজিত থাকার তিনি তাঁর টেস্টের মোট ৭,০৫৩ রান করেছেন। —রয়টার

গাভাসকার ডেভিস

স্কোর

...

আর ফ্রেডারিকস এল বি ডবলিউ ব সোলকার ... ৬৫

এম কেরু ক ডুরানী ব বি বেদী ... ৪৫

সি ডেভিস নট আউট ... ১২৫

সি লয়েড ক কৃষ্ণমূর্তি ব বি বেদী ... ৯

জি সোবারস নট আউট ... ১০৮

অতিরিক্ত ... ১৫

মোট (৩ উইঃ) ৩০৭

উইকেট পতন:—১।১১, ২।১১৪, ৩।১৩৭

বোলিং:—আবিদ আলী ১৪-২-৫৫-০; সোলকার ১৬-৪-৪০-১; বেদী ২৬-৯-৫৫-২; বেঙ্কটরাঘবন ২০-১০-৪৭-০; মাঁকড় ৫-০-৩৩-০; এস ডুরানী ১৬-২-৪৭-০; ওয়াড়েকার ৩-০-১২-০।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস

অশোক মাঁকড় নট আউট ... ৫৩

এস গাভাসকার নট আউট ... ৬৪

অতিরিক্ত ... ৬

মোট (বিনা উইকেটে) ১২৩

বোলিং:—বায়েস ২-০-১২-০; শিলিং-ফোরড ২-০-১৩-০; লয়েড ৩-০-২০-১; নরিগা ১০-০-৩০-০; গিবস ১-০-৪-০; সোবারস ৫-১-১৪-০; ফ্রেডারিকস ৪-০-৯-০; ডেভিস ৩-০-১৫-০। —রয়টার

বি বেদীর আঙুল ভেঙেছে

জরজ টাউন, ২৫ মারচ — ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্পিন বোলার বিষেণ সিং বেদীর ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে আঘাত লাগে; তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক্সরে করে দেখা যায়, হাড় ভেঙেছে। তবে ডাক্তাররা মনে করেন, ১ এপ্রিল চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ বারবাডোজে আরম্ভ হবার আগেই বি বেদীর আঙুল সেরে যাবে। —রয়টার

রিডাকশন সেল
১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত
রূপশ্রী
৬২, জি. টি. রোড
(দক্ষিণ) হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

বুকিং অফিসসমূহের কাজের সময়

এই রেলওয়ের স্টেশনসমূহে বুকিং অফিসগুলির কাজের সময় নিম্নোক্তমত—

(ক) অবিরাম বুকিং: সমস্ত শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারের ও মালপত্রের বুকিং-এর ...

লীগ জয়ে উল্লাস—বৃহস্পতিবার মোহনবাগান হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার পর সমর্থকরা প্রিয় খেলোয়াড়দের নিয়ে আনন্দ উল্লাস করছেন। —নিজস্ব-চিত্র

মোহন বাগান পরপর ৩ বার অপরাজিত হকি চ্যাম্পিয়ন

স্টাফ রিপোরটার

ই আর এ এ ১ : মোহন বাগান ১ (সুদর্শনকুমার) (সৈয়দ নূর)

বৃহস্পতিবার দর্শক-সমাকীর্ণ ক্যালকাটা-মোহন বাগান মাঠে প্রথম ডিভিসন হকি লীগের প্রদর্শনী খেলায় মোহন বাগান ১—১ গোলে ইস্টার্ন রেল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেও পরপর তিনবার অপরাজিত থেকে লীগ জয়ের গৌরব অর্জন করে। এইবার নিয়ে মোহন বাগান লীগ পেয়েছে মোট ১১ বার।

মোহন বাগান ও ই আর এ এ-র খেলাটি ছিল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা। এই খেলার জয়-পরাজয়ের উপর দু দলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের প্রশ্ন জড়িত ছিল। ই আর এ এ প্রথমে গোল করে সেই প্রশ্নের সমাধান ...

মোহন বাগান গোল শোধ দেয়। রাইট-আউট আর ভীনের উঁচু ক্রস পাস সায়দ নূর চলতি উঁচু বলে হিট করলে বলটি ...র তলা দিয়ে গোলে গিয়ে ঢোকে (১—১)। এদিনই দু দলের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম গোল হয়।

রেলদলের গোল করার আগে মোহন বাগানের গোল করা উচিত ছিল। ৩৮ মিনিটে তৌফিক শের একমাত্র গোলরক্ষক জয়ন্ত দেবকে সামনে পেয়ে বলটি সরাসরি তাঁর প্যাডে হিট করেন। এ ছাড়া খেলা শেষ হবার আগে তৌফিক ঠিক একই ভাবে গোলের সুযোগ অপচয় করেন। এই দুটি সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে মোহন বাগানের জয়লাভ রেল দল আটকাতে পারত না।

মোহন বাগান ও ই আর এ এ দু'দলের খেলাটি কোন সময়েই উঁচু মানে ওঠেনি। ...পালের খেলায় দক্ষতা দেখা যায়। তিনি ওসমানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

মোহন বাগানের রাইট-হাফ রাজকুমার ছিলেন মাঠের সেরা খেলোয়াড়। রক্ষণ-কার্যে অনমনীয় দৃঢ়তা ছাড়া তিনি পুরো-ভাগকেও বহু বল জোগান। কিন্তু পুরো-ভাগের খেলোয়াড়রা সে বলের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। হাফ-ব্যাক পেজ খুবই পিছিয়ে খেলেছেন। তার ফলে আক্রমণের সময় দলের মধ্যে ফাঁক পড়ছিল।

জয়লাভ ছাড়া ই আর এ এ চ্যাম-পিয়ন হতে পারবে না—এই অবস্থায় রেল দলের খেলার পদ্ধতি আক্রমণাত্মক হওয়া ...

...

তৌফিক শের খাঁ, সায়িদ নূর ও ওসমান।

আমপায়ারস: সি পাল ও মদন ...

গোলড কাপে কলকাতার ৩টি দল খেলবে

স্টাফ রিপোরটার

...

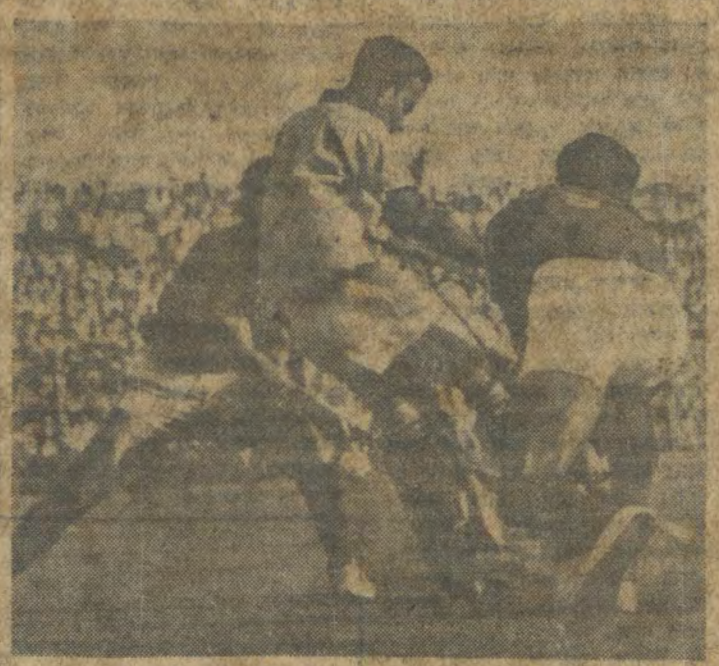

মোহনবাগান ও ই আর এ এর খেলায় শেষোক্ত দলের গোলরক্ষক জয়ন্ত দেব গোল মুখে একটি বিপদজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন। —নিজস্ব-চিত্র

কালীঘাটের ৮ উইকেটে ২৩৪ রান

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার ইডেন উদ্যানে প্রথম ডিভিসন ক্রিকেট লীগ নক আউট কোয়ার-টার ফাইনালের প্রথম দিনে কালীঘাট এরিয়ানের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করে দিনান্তে ৮ উইকেটে ২৩৪ রান তোলে।

কালীঘাট টস জয়লাভ করে ইনিংসের শুভ সূচনা করে। চা-পানের বিরতির পর কালীঘাটের বিপর্যয় ঘটে। এরিয়ানের বি কোলের প্রশংসনীয় বোলিংয়ের জন্য কালীঘাটের ৫টি উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৫৪ রানের বিনিময়ে। ব্যাটিংয়ে দৃঢ়তা দেখান গোপাল বসু (৭২) এবং আর সেন (৫৯)। খেলা চলবে।

নেসটলি রিক্রিয়েশনের স্পোরটস

নেসটলি রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক স্পোরটস শনিবার সকাল আটটায় রেন-জারস মাঠে হবে। শ্রী ই ই নোগলি সভা-পতির আসন গ্রহণ করবেন এবং শ্রী এইচ এ ট্রট প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন।

ওঠা নামার প্রশ্নে

স্টাফ রিপোরটার

হকি লীগের দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে খিদিরপুর বিদায় নিল। আগামী বছর তারা তৃতীয় ডিভিসনে খেলবে। মেসা-রারস ও পানজাব স্পোরটসের মধ্যে একটি দল তৃতীয় ডিভিসনে নামবে। ইসট ক্যালকাটা, হাওড়া ও অরিয়ন্টের মধ্যে থেকে দুটি দল দ্বিতীয় ডিভিসনে উঠবে।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ দিবা বিভাগের স্পোরটস

আগামী ২৯ ও ৩০ মারচ সকাল ৮টার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্র কলেজ মাঠে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের দিবা বিভাগের বার্ষিক স্পোরটস হবে।

অল ইংলনড ব্যাডমিনটন

কোজিমা ও হরটোনো কোয়ারটার ফাইনালে

ওয়েমবলী, ২৫ মারচ—গত রাতে অল ইংলনড ব্যাডমিনটন বা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় রাউনডের খেলায় ইন্দোনেশিয়ার রুডি হরটোনো ও জাপানের কোজিমা সহজে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছেন।

পুরুষদের সিংগলস তৃতীয় রাউনড

রুডি হরটোনো (ইনদোনেশিয়া) ১৫-৩, ১৫-৩ গেমে ডেভিড ইনটকে (ইংলনড) হারিয়েছেন। কোজিমা (জাপান) ১৫-১০, ১৫-২ গেমে টম ...রেনকে (সুইডেন) হারিয়েছেন। —এ পি

কোচবিহার আন্তঃ জেলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মারচ—আন্তঃ জেলা ক্রিকেট ফাইনালে কোচবিহার কয়েক-বারের বিজয়ী হুগলী জেলা দলকে পরাজিত করেছে। কোচবিহার প্রথম খেলে ৪ উইকেটে ৩১২ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। পরে হুগলী দল খেলে ১৪৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করায় ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে মোট ৪৬ রান করে।

এশীয় যুব ফুটবল

টোকিও, ২৫ মারচ—জাপান এবং আরও সতেরটি দেশকে নিয়ে ১৩-এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এখানে ২৩ এপরিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত চলবে। ২৫ এপরিল ভারতকে ফিলিপিনের সঙ্গে খেলতে হবে।

মামুলি খেলায় এক এক গোল

মোহনবাগান-ক্যালকাটা মাঠে প্রথম ...র খেলায় ইসটবেংগল ও বি এন আর ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে। দ্বিতীয়ার্ধে ২৩ মিনিটে রেলের সাবি গোল করেন ১—০। পরের মিনিটেই ইসটবেংগলের গোবিন্দ গোল শোধ করেন ১—১। দুটি গোলই যেন ইচ্ছেমত করা এবং ইচ্ছেমত খাওয়া। দেখে দর্শকরা হাসাহাসি করে। দুটি দলই লীগ খেলা শেষ করেছে এবং ১৮টি খেলা থেকে ২৪ পয়েনট করে পেয়েছে।

এই খেলাটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, দুবার বিরতির বাঁশী। বিরতির নির্ধারিত সময়ের ৫ মিনিট আগে এ দত্ত ভুল করে বিরতির বাঁশী বাজান। অপর আমপায়ার টি সেন ভুল ধরলে আবার খেলোয়াড়দের ডেকে এনে মাঠ শুরু করা হয় এবং ৫ মিনিট বাদে বিরতি দেওয়া হয়।

বি এন আর—রউফ; কুশলকুমার ও এ চাটারজি; কুলদীপ সিং, এইচ কুমার ও সঈদ; ইউনুস, সাবি, যোগিন্দর, রবি ও আখতার আলি।

ইসটবেংগল—এন পি সিং; জারনেল সিং ও মমতাজ; হসাইন, ই জেনিংস ও ওয়াহিদ; কামারআলি, সুখদর্শন, গোবিন্দ, চাঁদ সিং ও শিব দত্ত।

আমপায়ার—টি সেন ও এ দত্ত।

শুক্রবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ

মহমেডান স্পোরটিং : ই আর এ স (সি এফ সি—৪টা)

অফিস লীগ

এনকালি কেমিক্যাল : নাশনাল অ্যানড গ্রিনডলেজ ব্যাংক (রেনজারস)

বিজ্ঞপ্তি

প্রাতঃ বিভাগের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা আগামী ৩১শে মার্চ বুধবার সকাল ৭ ঘটিকার অনুষ্ঠিত হইবে। অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীদের ঐদিন নাম দিতে পারিবে। সকলকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

অধ্যক্ষ

শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজ, বাগাটি (৪২৭৩)

১ এপারিল থেকে বেটনের খেলা

স্টাফ রিপোরটার

বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা আগামী ১ এপারিল থেকে শুরু হচ্ছে। কলকাতার স্থানীয় দলগুলি ছাড়া এ বছর এই প্রতিযোগিতায় ভারতের ১০টি নামী দল অংশ গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। বিদেশী দল কেনিয়া একাদশও বেটন কাপে খেলবে বলে জানিয়েছে। কেনিয়া দল বর্তমানে বোমবাইয়ের গোল্ড কাপে খেলছে। বেটনের তালিকা এখনও প্রস্তুত হয়নি। ফাইনাল খেলা ১৭ এপারিল হবে বলে আপাততঃ স্থির হয়েছে। স্থানীয় দলগুলি নিয়ে প্রথম-দিকের খেলার তালিকা তৈরী হবে। পরে বাইরের দলের সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া হবে।

বাইরের যে সব দলের বেটনে খেলার সম্ভাবনা নীচে তাদের নাম দেওয়া হল।

ওয়েসটারন রেল (বোমবাই), কোর অফ সিগন্যাল, কেনিয়া একাদশ, বোমবাই একাদশ, সেনট্রাল রেল, ইনডিয়ান নেভি (বোমবাই), নরথ ইসটারন রেল (গোরক্ষপুর), কানপুর একাদশ, রৌরকেলা স্টীল প্লানট ও ই এম ই সেনটার (সেকেন্দ্রাবাদ) ও ছেতনপুর রিক্রিয়েশন।

কমনওয়েলথ টেবল টেনিস

মীর কাশিম পরাজিত

সিংগাপুর, ২৫ মারচ—কমনওয়েলথ টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের সিংগলসের ফাইনালে ভারতের মীর কাশিম আলি ব্রিটেনের ট্রেভর টেলরের কাছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ২১—১৬, ২১—১৮, ২২—২০ পয়েনটে পরাজিত হয়েছেন। মহিলাদের সিংগলসের ফাইনালে ব্রিটেনের মিসেস জিল শারলি ২৩—২১, ১৭—২১, ২১—১৯, ২১—১৮ পয়েনটে ব্রিটেনেরই কারেনজো মাথিয়ে হারিয়েছেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনালে ভারতীয় জুটি রুপা মুখারজি ও কেটি চারজম্যান পরাজিত হয়েছেন। ব্রিটেনের কে ম্যাথ ও পি পিডক ২১—১৫, ২১—১৬, ১৬—২১, ২১—১৮ পয়েনটে ভারতীয় জুটিকে হারান। মিকসড ডাবলস ফাইনালে এ হাইডস ও পি পিডক ১২—২১, ২১—১৮, ১৭—২১, ২১—১৫, ২১—১৫ পয়েনটে টি টেলর এবং কে ম্যাথকে পরাজিত করেন। পুরুষদের ডাবলসের খেলাতেও ব্রিটেনের জুটি জিতেছে।

ডীলার / এজেন্ট

ডীলার বা এজেন্ট নাই এমন সব এলাকায় ইলেকট্রিক্যাল অয়্যারিং অ্যাকসেসরিজ ইত্যাদির অর্ডার সংগ্রহের জন্য অনুমোদিত ডীলার/এজেন্ট আবশ্যক। ইংরেজি বা হিন্দীতে পত্রালাপ করুন:

ক্লাম লো এঞ্জিঃ কোং প্রাঃ লিঃ
পোস্ট বক্স ৩, কপূরতলা

(৩৭৯৯৪)

কৃষি সংবাদ

তুলা চাষে রোগ ও পোকা আক্রমণের প্রতিকার

তুলা গাছে কোথাও কোথাও পোকা ও রোগ দেখা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তার মধ্যে গোড়া পচা, পাতায় দাগ ধরা এবং মাকড়ের আক্রমণই বেশী হয়েছে।

গোড়া পচা ও পাতায় দাগ ধরার জন্য ৮৩ শতাংশ ক্যাপটান (১ কেজি) অথবা ৫০ শতাংশ তামাঘটিত ওষুধ (১½ কেজি) একর প্রতি ৩৫০ লিটার জলে গুলে একসাথে পাতায় এবং গাছে ভালভাবে ছিটিয়ে দিন এমনভাবে স্প্রে করবেন যাতে গাছের গোড়ার মাটিও ভিজে যায়। বিকেলের দিকে ওষুধ ছিটান উচিত।

মাকড়ের আক্রমণে সাধারণতঃ পাতা ওপরের দিকে কুঁকড়ে যায়। পাতার নীচে ছোট ছোট মাকড়সার জালও দেখা যায়। এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে তাড়াতাড়ি একর প্রতি ১ কেজি জলে গোলা গন্ধক ৩৫০ লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে দিন।

একই জমিতে পোকা ও রোগ দেখা দিলে ওপরের দুরকম ওষুধ একসাথে মিশিয়েও ছিটাতে পারেন।

কোন অসুবিধা হলে স্থানীয় কৃষি কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বিঃ ১১১৬(৪)/৭১

একটি বিশিষ্ট-ধরনের গেঞ্জী

মতী গেঞ্জী
রেজিঃ নং: ২২৮৭০৭
প্রস্তুত কারক: চেরী গ্রুপ
দি ইষ্টার্ণ হোসিয়ারী মিলস (প্রাঃ) লিঃ
১৩৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৬ • ফোন: ৩৫-৪১১২

সকল শ্রেনীর ব্যক্তির প্রয়োজন মেটায় এমন রেফ্রিজারেটার

উপরে উল্লেখিত যেকোন তিন বা ততোধিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে যদি আপনার লেনদেন থাকে, তাহলে ব্লু স্টারের ডিলারের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। তিনি একটি লিওনার্ড জোগার করে দিয়ে আপনার সাহায্যে আসতে পারেন।

১৮৮১ সাল থেকে বিশ্বের সেরা - সকলের সন্তোষজনক।

বৈশিষ্ট্যময় বিশেষত্ব:

■ রেফ্রিজারেটার ডীপ ফ্রীজারের নির্খুত সংযোজন ■ বিখ্যাত শব্দহীন পোলারস্ফিয়ার কম্প্রেসার ■ ভেতরে জিনিষপত্র রাখার প্রশস্ত জায়গা ■ স্বল্প বিদ্যুৎ ব্যয় ■ পাঁচ বছর নিরাপদ চলার প্রকল্প।

১৬৫ এবং ২৮৬ লীটার সাইজে পাওয়া যায়। ডি জি এস এণ্ড ডি র নির্ধারিত মূল্যেও পাওয়া যায়।

১৮৮১ সাল থেকে বিশ্বে সবার সেরা।

ডিষ্ট্রিবিউটার্স: BLUE STAR

বোম্বাই: ব্যাণ্ড বক্স হাউজ, প্রভাদেবী ■ কলিকাতা: ৭ হেয়ার ষ্ট্রীট নতুন দিল্লী: ৩৪, রিং রোড, লাজপতনগর ■ মাদ্রাজ: ২৩/২৪, সেকেণ্ড লাইন বীচ ■ কানপুর: ১৪/৪০, সিভিল লাইন ■ সেকেন্দ্রাবাদ: ২৬, পার্ক লেন ■ জামসেদপুর: নটরাজ ম্যানসন, বিষ্টুপুর ■ কোচিন: XXVII/৪৯১, এম. জি. রোড।

লিওনার্ড

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং· কলি· ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

গান্ধারের "পুনর্মিলন"

গান্ধার সংস্থা প্রযোজিত **পুনর্মিলন** (রচনা: শ্রীবুদ্ধদেব বসু) নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বিন্যাস চাতুর্য তথা আঙ্গিকগত জটিলতা, যা দর্শককে মনোযোগী হতে বাধ্য করে। লেখকের রচনায় যে-আঙ্গিক প্রযুক্ত, গান্ধারের মঞ্চরূপে (গত ২২ মারচ নাটকটির চতুর্থ অভিনয় অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত-অঙ্গনে) তার প্রতিফলন বিশ্বস্ত বলা চলে।

প্রায়ান্ধকার একটি প্রতীক্ষালয় নাট্যক্রিয়ার স্থল। সেখানে চার পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তি যেন আকস্মিকভাবে মিলিত। ব্যাপারটা হয়ত ঠিক আকস্মিক না: ওদের কিছু বোঝাপড়া, কিছু স্বীকারোক্তি একদিন বুঝি করতেই হত। ক্লান্ত, অবসন্ন—ওরা অপেক্ষা করছে একটা স্টিমারের জন্য, যে-জলযান নদী আর সমুদ্রের মোহানার তরঙ্গ অতিক্রম করে ওদের কোনও ছায়া-সুনিবিড় গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেবে। স্টিমার কিন্তু আসছে না—কখনও আসবে কি?—দম-বন্ধ-করা ওই ঘর থেকে ওরা পারছে না বেরোতেও। নিয়তির-মত-নিষ্ঠুর-অথচ-যেন-সদয় কে একজন ওদের মাঝে মাঝে জানিয়ে যাচ্ছে, জাহাজ আজ আসবে না, আর সেইসঙ্গে ওদের সরবরাহ করছে চা, পানীয় জল ইত্যাদি।

প্রতীক্ষাকালে ওরা ওদের পুরনো যন্ত্রণার জালে জড়িয়ে পড়ছে। সেখানে হঠাৎ উপস্থিত পঞ্চম এক চরিত্র যে ওদের কষ্ট বাড়িয়ে দিয়ে নিজের কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গিয়েছে। ওরা সকলে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ দুর্নিবার বন্ধনে; যার সঙ্গে সম্পৃক্ত ওদের পাপ, পুণ্য, বাসনা, দুর্বলতা, দুঃখ, স্নেহ, প্রেম।

পুনর্মিলন কি অ্যাবসারড নাটক? এর প্রধান ঘটনাস্থল তথা পরিবেশ অ-বাস্তব। সব কয়টি চরিত্র এখানে মৃত; প্রত্যেকেরই মৃত্যু—আমাদের জানানো হয়েছে—হয় আত্মহত্যা, নয়তো অপঘাত-জনিত। মৃত্যুর পর ওদের এই পুনর্মিলনের কল্পনা (যা জাঁ-পোল সারতরের একটি নাটককে মনে করিয়ে দেয়: আখ্যান-অংশ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা) দর্শকদের কাছে নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। ওরা নিজের নিজের এবং সমগ্রভাবে যে-কাহিনী মঞ্চে পুনর্গঠন করে তার নিজস্ব—তাৎক্ষণিক যদিচ—একটা আবেদনও অবশ্যই আছে। কিন্তু অ্যাবসারড নাটকে চূড়ান্ত অ্যাবসার্ডিটির মধ্য দিয়েও একটা, জোরালো কোনও, বক্তব্য প্রকাশ পায়, যা আমাদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই আলোচ্য নাটক সব মিলিয়ে আমাদের কোথাও—কোনও উপলব্ধির প্রান্তে অথবা জীবনের কোনও গভীর সত্যে কিংবা ভাবনার পথে—নিয়ে যায় কি?

পুনর্মিলন কি প্রতীকী নাটক? তবে কি নীলকণ্ঠ, জয়া, মদন পাল, শিবেন্দ্র মৃত নয়, আসলে ওরা জীবন্মৃত? (অরুণাকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা যাক, কারণ সে প্রতীক্ষালয়ে পরে হঠাৎ এসেছে, অন্যদের মত সেখানে আটকেও থাকেনি।) মৃতদের তো কষ্ট থাকে না; ওরা জীবন্মৃত, তাই ওদের যন্ত্রণাবোধ বর্তমান? সেক্ষেত্রে মৃত্যুর অর্থ হয়ত এই যে ওরা ওদের আত্মাকে মেরেছে—এক-একজন এক-একভাবে। এই ব্যাখ্যায় নাটকের একটি তাৎপর্য (আধুনিক মানুষের অসহায়তা) পাওয়া যায়। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা এখানে অচল, কারণ নাট্যকার কুশলীবদের শারীরিক মৃত্যুর বর্ণনা বিশদভাবে দিয়েছেন।

পুনর্মিলন কি তবে বস্তুত জীবনের নাটক? বিভিন্ন চরিত্র-বর্ণিত গল্পগুলিতে কিন্তু জীবনের ছায়া কম। বরং সেখানে একই সঙ্গে কষ্ট কল্পনা আর এক ধরনের সরলীকরণের যোগও দুর্লক্ষ্য নয়। ওদের দুঃখ-যন্ত্রণা কয়েকটি মানুষের ব্যক্তিগত বেদনার (যার জন্য অনেকাংশে দায়ী কল্পিত ঘটনার চক্রান্ত) অতিরিক্ত মাত্রা লাভ করেছে কি? এক কথায়, ওদের মধ্যে আমরা নিজেদের ছায়া দেখতে পাই না, ওদের কষ্টের ভাগ নেওয়াও তাই কিছু কঠিন।

বস্তু বিচারে যদি কোনও সিদ্ধান্তে না-ও আসা যায়, তবু মানতেই হবে যে, **পুনর্মিলন** বহিরঙ্গের দীপ্তিতেই সমুজ্জ্বল। চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় সম্পূর্ণ হবার আগেই আমরা ওদের সম্পর্কে কৌতূহলে আবিষ্ট হয়েছি। ওদের জীবনের অতীত ঘটনা, প্রেমের স্বপ্ন, নির্বিচার কামনা, স্নেহ-মমতা, অপরাধ-বোধ (যা কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও স্পষ্ট) ঘুরে ঘিরে প্রকাশ পেয়েছে সংলাপে যা প্রায়শ পুনরাবৃত্ত, কখনও বা এক-একজনের স্বগত স্বীকারোক্তিতে (যার কিছু অংশ ফ্ল্যাশ-ব্যাক আঙ্গিকে মঞ্চে উপস্থাপিত)। সংলাপের তীক্ষ্ণতা, তার সাহিত্যিক গুণ আর সংলাপের সঙ্গে নাট্যক্রিয়ার যোগ লক্ষ্য করবার মত।

গান্ধারের প্রযোজনায় (নির্দেশক: অসিত মুখোপাধ্যায়) শৃংখলার ছাপ স্পষ্ট। মঞ্চ-পরিকল্পনায় (সুরেশ দত্ত) বাহুল্য নেই, এই নাটকের উপযুক্ত পরিবেশ রচনার কথাই সেখানে ভাবা হয়েছে। আলোক নিয়ন্ত্রণ (পিণ্টু বসু) চিহ্নিত করেছে কুশীলবদের মনের আলোছায়া। আবহ-সংগীত (ভাস্বর মিত্র) নাম মাত্র। সংগীতের অবকাশই বা এখানে কোথায়? তবে, মনে হয়, স্টিমারের বাঁশির আওয়াজ আরও সার্থকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারত।

সব চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন অচিন্ত্য চক্রবর্তী—মদন পালের ভূমিকায়, যে নিজেকে প্র্যাকটিক্যাল লোক হিসাবে বার বার জাহির করছে, অবলীলায় নিজের অন্যায় কর্মের ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছে, আসলে যার মনেও রয়েছে চাপা অপরাধবোধ। শ্রীচক্রবর্তীর কণ্ঠস্বরে আত্ম বিদ্রূপের সুরই যেন শোনা গেল। গীতা চক্রবর্তী-অভিনীত জয়া (প্রণয়িনী, জননী, রক্ষিতা—এই তিন সত্তার কোনও অংশেই যে আত্ম প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত নয়) অসহায়তার প্রতিমূর্তি। তাঁর সংবেদন-অভিনয়ে কয়েকটি করুণ মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে। অরুণার (মদন পালের উপেক্ষিত স্ত্রী) ভূমিকায় গীতা দত্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। সীতানাথ চৌধুরির নীলকণ্ঠ আগাগোড়া ব্যর্থ সংগ্রাম করেছে নিজের দুর্বলতা আর অক্ষমতার সঙ্গে। তাঁর অভিনয়ে পাপবোধের প্রকাশ কিছু সোচ্চার। তরুণ শিবেন্দুর চরিত্রে উদয় ভট্টাচার্য সুন্দর, বিশ্বাস্য রূপ দিয়েছেন। ক্রোধে কখনও তিনি ফেটে পড়েছেন, ঘৃণায় কখনও হয়েছেন কুণ্ঠিত, কখনও-বা আত্মগ্লানি আর অনুশোচনায় দগ্ধ। আর নাটকের দম-বন্ধ ঘরে মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝলক এনে দিয়েছেন ভবতোষ ভট্টাচার্য (রহস্যময় ষষ্ঠ চরিত্রে)। তিনি কিঈশ্বরের প্রতিনিধি?

—নাট্য সমালোচক

এশিয়া হোটেল
পি-১এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা—১৯
(বালিগঞ্জ রেল স্টেশন, ট্রাম ও বাস ডিপোর নিকট)
মধ্যবিত্তের উপযোগী শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত (এবং অনিয়ন্ত্রিত)
প্রশস্ত ঘর, প্রতি ঘরের নিজস্ব গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা সহ বাথরুম, লিফট ইত্যাদি।
টেলেক্স: ০২১-৭১৯০ • ফোন: ৪৬-৯৯৪০

"আন মিলো সজনা" চিত্রে রাজেশ খান্না, আশা পারেখ

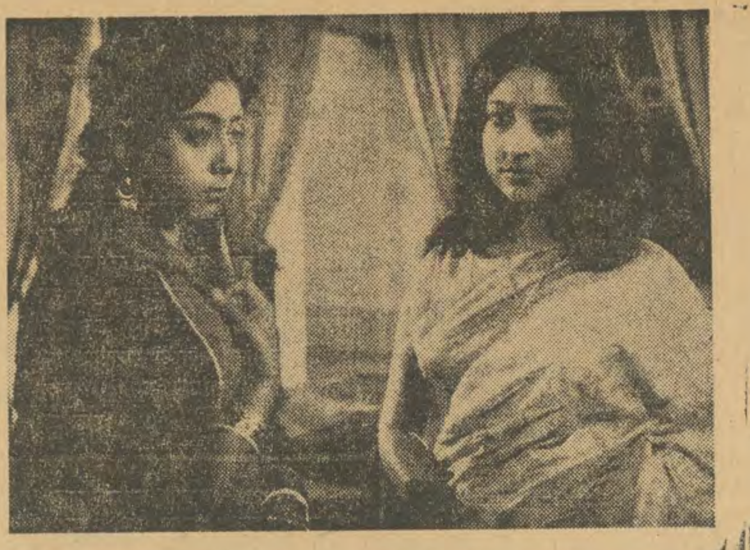

"সোনা বৌদি" ছবির একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

চৈতালী

(বনসল রাজশ্রী প্রোডাকশনস)

'চৈতালী'র নায়ক সরকারী ইনজিনিয়র অমিতাভ (বিশ্বজিৎ) সৎ কর্মনিষ্ঠ, সাহসী। এই হল তার একদিকের পরিচয়। অন্যদিকে তার সদাসঙ্গী একটি বাঁশি। অর্থাৎ সে সংগীত-প্রেমী, সুকণ্ঠও। অবশ্যই অবিবাহিত। নায়িকা পাহাড়ী মেয়ে লাজবন্তী বা লাজু (তনুজা)—লজ্জা পাবার কোনও অবকাশ আদৌ যে পায়নি, লীলায়িত ভঙ্গীতে যে নাচে, গান গায় নিপুণ, সাবলীল কন্ঠে। লাজু ওই ইনজিনিয়র সাহেবের কুঠিতে রোজ ভোরবেলা দুধ দিতে আসত, সেইখানেই ওদের প্রথম দেখা। লাজুর বংশ-পরিচয়টা মানানসই নয়? তাতে কিছু আসে-যায় না ঘটনাস্থল যখন হিমালয়ের উপত্যকায় অবস্থিত কোনও একটি শহর, উভয়ের হৃদয়ের যোগসূত্র হিসাবে বর্তমান যখন সংগীত—আর সমস্ত ব্যাপারটাই যখন স্বপ্নসুলভ।

একটি ইচ্ছাপূরক রোমানটিক ছবি তোলার উপাদান এখানে ছিল। অবসর-বিনোদনের উপযোগী প্রমোদ-চিত্র নির্মাণ করতে হলেও চাই নাট্য-সংঘাত। তারও কিছু কিছু সূত্র গল্পে (রচনা: গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু) দেখা যায়। যেমন, ধরা যাক, সংগীতজ্ঞ, পলিতকেশ নবাব-সাহেব চরিত্রটি (বসন্ত চৌধুরি)—লাজু যার কাছে সংগীতের অনুপ্রেরণা পায়, যিনি লাজুকে "ছোটী বেগম" বলে ডাকেন। নায়ক-নায়িকার সম্পর্কের মধ্যে তাঁর ছায়া তো পড়বারই কথা। অন্য দিকে ছিল খল চরিত্র ঠিকাদার কুমার সাহেব (মনোমোহন), ন্যায়নিষ্ঠ ইনজিনিয়র-নায়ক যার পথের কাঁটা। দুঃখের বিষয়, সূত্রগুলি ছবির পরদায় সূত্রই থেকে গেল, সেগুলি দিয়ে সরস, আকর্ষক কাহিনী বোনা আর হয়ে উঠল না।

আসলে মনে হয়, পরিচালক (শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়) কীভাবে ছবিটি করবেন—বোমবাই কায়দায়, না বাংলা চিত্রের ধরনে—সে-বিষয়ে দ্বিধা-গ্রস্ত ছিলেন। স্বীকার করা ভাল, "চৈতালী"র অধিকাংশ উপকরণ হিন্দী চিত্র-সদৃশ। ছবির একাধিক চরিত্রের রূপকার বোমবাইয়ের শিল্পী, অধিকাংশ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীও ওখানকার। পরিচালক কতকটা বোমবাই চিত্রের ঢঙেই কাজও যেন শুরু করেছিলেন। কিন্তু কিছু পরেই এসেছে দোটানার ভাব। যে-কারণে ছবির অনেক অংশে ভাবালুতা প্রশ্রয় পেয়েছে, কবিতার কলি শোনা গিয়েছে সংলাপে। (যিনি অনর্গল বৈষ্ণব-পদাবলী থেকে গান গাইছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছেন—আর যাকে তা শোনানো হচ্ছে, তারা উভয়েই অবাঙালী। দ্বিতীয় জন তো আবার অশিক্ষিত। বাংলা দেশের বাইরে দূর পাহাড়ী অঞ্চলে এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা; ভাবতে কেমন অস্বস্তি হয়।) প্রেমের দৃশ্যগুলি প্রাণের স্পর্শ-রহিত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অংশও তাই। আর অপরাধ-নাট্যাংশ? একই রকম বিরস। বেচারা খলনায়ক শুধু চেহারা আর চাহনিতেই খলনায়ক! সে কেবল অনর্থক টাকা ছড়াল আর বার বার বোকা বনল, দাপট দেখাবার কোনও সুযোগই পেল না। হিন্দী ছবির খলনায়করা কিন্তু এমন অপদার্থ হয় না।

ছবিটির প্রথমার্ধের হালকা মেজাজের দৃশ্যপর্যায়গুলি মোটামুটি উপভোগ্য। এই অংশের সংলাপ চিত্তগ্রাহী, গল্পের গতিও এক রকম স্বচ্ছন্দ। পরিচালক নাচগানকেও প্রথম দিকে ছবির গতির সঙ্গে সুন্দর মিলিয়েছেন। দ্বিতীয়ার্ধে হঠাৎ নাটকে এসেছে গম্ভীর সুর, যা ঘটনার বিন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

কলাকৌশল বিভাগের কাজ সাধারণ স্তরের। তবে ফোটোগ্রাফি (অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা) ভাল, পরিচ্ছন্ন। পার্বত্য উপত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি মনোরম। সম্পাদনা প্রথানুগ।

শ্রীশচীন দেব বর্মন-কৃত সংগীতাংশ ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। হিন্দী, বাংলা নানা সুরের গান এতে আছে। ঠুংরি-ভাঙা গীত অঙ্গের, ভাঙরা ধরনের, কর্ণাটকী গায়কী মেশানো, কীর্তন, আধুনিক ইত্যাদি। কয়েকটি গানের উপস্থাপনা সুকল্পিত, আর

"জননী" চিত্রে লিলি চক্রবর্তী

শুনতে ভাল লাগে সব কয়টিই। এই সমারোহে একটি রবীন্দ্র সংগীত কেন স্থান পেল না, জানি না। প্রত্যেক কথায় যিনি রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করে গেলেন, ক্ষণে ক্ষণে আবৃত্তি করলেন তাঁর কবিতা, সেই নবাব-সাহেব বাংলা গানও যখন গাইলেন, তখন একটি অন্তত রবীন্দ্র-সংগীত শোনাতেই পারতেন।

অভিনয় সম্পর্কে সবিস্তারে কিছু বলবার নেই। এমনিতে শিল্পীরা তাঁদের যা করণীয় সেটুকু ঠিকই করেছেন। রসসৃষ্টি যদি না হয়ে থাকে, তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। যাই হোক, দর্শকদের এরই মধ্যে ভাল লাগবে তনুজাকে। বোমবাই আর বাংলা দুই রীতি মিলিয়ে তিনি বেশ কাজ করেছেন। বিশ্বজিতের নায়ক-চরিত্রে সরল ভাব ফুটেছে। বসন্ত চৌধুরির কণ্ঠস্বর নবাবোচিত। এ-ছাড়া দর্শকদের মনে কিছু ছাপ রাখেন তরুণকুমার (খলনায়কের সহকারী) এবং জহর রায় (নায়কের অনুগত ভৃত্য)। একমাত্র জহর রায়ের রামশরণকেই, দোষগুণে মিলিয়ে, মাঝে মাঝে রক্তমাংসের মানুষ বলে বোধ হয়েছে।

কাটী পতঙ্গ

(শক্তি ফিলমস)

কাটী পতঙ্গ (কাটা ঘুড়ি) দেখতে বসে একসঙ্গে অনেক পুরনো ছবি—দেশী এবং বিদেশী—যেন দেখা হয়ে যায়। পুরোপুরি না, অংশত। সব মিলিয়ে গল্পের যে-ঘুড়ি আকাশে ওড়ানো হয়েছে, যুক্তির ধার প্রয়োগ করতে গেলে তার সুতো কেটে যাবে ঠিকই, কিন্তু কাটবার দরকার কী? নিশ্চিন্ত মনে সময় কাটানো আর চিত্ত-বিনোদন যেখানে ছবি দেখার প্রধান উদ্দেশ্য সেখানে অন্তত যুক্তি-টুক্তির দিকে না যাওয়াই ভাল। তাতে মজা মাটি হয়।

বেশির ভাগ হিন্দী চিত্র যেমন, **কাটী পতঙ্গ**-ও তেমনই সোজাসুজি সাজানো গল্পের (অবলম্বন: শ্রীগুলশন নন্দের একটি প্রকাশিত জনপ্রিয় উপন্যাস) ছবি—যেখানে তৈরি নাটকের কিছু মজা আছে আর আছে নানা আকর্ষক প্রমোদ-উপাদান।

"কাটী পতঙ্গ"-এর নায়িকা মাধবী (আশা পারেখ) গৃহত্যাগ করেছিল। সে ভালবেসেছিল এক যুবককে (প্রেম চোপরা), কিন্তু ওর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয় অন্য এক অপরিচিত পাত্রের (রাজেশ খান্না) সঙ্গে। এই হল মাধবীর পলায়নের কারণ। যার জন্য এত কষ্ট স্বীকার, সেই প্রণয়ী যে আসলে শয়তান, মাধবী সে-কথা জানল অনেক কাণ্ডের পর। ততক্ষণে নাটকের মোড় ঘুরে গিয়েছে। যার সঙ্গে একদিন ওর বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল কমল নামে সেই সহৃদয় চরিত্রবান যুবককেই তখন মাধবী অর্পণ করেছে তার মনপ্রাণ। কীভাবে মাধবী কমলকে আবিষ্কার করে, তার প্রেমে পড়ে, সে আর এক নাটক। কাহিনীর সেই অংশ (যা বাংলা "কে তুমি?" ছবিটিকে মনে করিয়ে দেয়) চিত্রনাট্যে অনেকখানি প্রাধান্য লাভ করেছে।

আগেই বলেছি, যুক্তি-সঙ্গতির প্রশ্ন এখানে না তোলাই ভাল। সেখানে নানা গোলমাল। সে যাই হোক, পরিচালক শ্রীশক্তি সামন্ত রহস্য, কৌতূহল, অপরাধ, প্রণয় এই সব উপাদান মিলিয়ে গল্পকে ছবির পরদায় এক রকম জমিয়ে দিয়েছেন। মোটামুটি স্বাচ্ছন্দগতি রঙিন চিত্রটির পটভূমি নৈনিতাল; ফোটোগ্রাফি নিপুণ, অতএব দৃশ্যগুলি প্রীতিপ্রদ। নাচ গান যথেষ্ট আছে, রাহুল দেববর্মনের সুর-আরোপিত কয়েকটি গান সুখশ্রাব্য।

আশা পারেখ বেশ দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। কাজ ভালই। চিত্রনাট্যে নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের অবকাশ থাকলে এ-অভিনয় জীবনানুগও হতে পারত। রাজেশ খান্নার নায়ক-চরিত্রে প্রথম দিকে হতাশার ভাবটি কিছু অতিরিক্ত। পরে তিনি চরিত্রটিতে মর্যাদা আরোপ করেছেন। প্রেম চোপরা কখনও ভুলতে পারেন নি, তিনি খল নায়কের ভূমিকায়। তিনি এবং আরও অনেকেই ছকে আবদ্ধ। এই ছক, কেন জানি না, কেউ বদলানোর কথা বড়-একটা ভাবেন না।

বিদেশী ছবি

ওয়েসটারন ছবির বেপরোয়া নায়করা আমাদের পরিচিত। **দ্য ব্যালাড অব কেব্‌ল হোগ**-এর মুখ্য চরিত্রকেও চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। তবু এই কনিষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত পুরুষটি আর দশটি ওয়েসটারন নায়কের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার মত নয়। পরিচালক স্যাম পেকিনপাথ উক্ত চিত্রে (এ-সপ্তাহে দেখানো হচ্ছে নিউ এম্পায়ার সিনেমায়) কেব্‌ল হোগকে দেখিয়েছেন একটি সম্পূর্ণ মানুষ রূপে—কাঠিন্যে, কোমলতায়, ক্রোধে, স্বপ্নে, প্রেমে সে সম্পূর্ণ।

হোগকে (জ্যাসন রবারডস) এ-ছবিতে দেখা যায় মরুভূমিতে, তৃষ্ণায় অস্থির। দলের লোকেরা তাকে ফেলে পালিয়েছে। অনেক কষ্টে আর মনের জোরে জলের একটি উৎসের সন্ধান সে পেল। সেইখানেই হোগ থাকল; জীবনকে কিছু অন্যভাবে সে নিয়ন্ত্রিত করবে, বোঝা গেল। বোঝা গেল আরও একটা জিনিস—সঙ্গীদের হৃদয়হীন আচরণের প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞায় হোগ অটল।

নিষ্ঠুর "কর্তব্য" পালনের পর হোগ তার গণিকা-প্রণয়িনীর (স্টেলা স্টিভেনস) ডাকে সাড়া দিতে পেরেছে। মরুভূমি ছেড়ে শহরে যাওয়ার জন্য যখন সে প্রস্তুত, তখন মরুভূমিই তাকে ডেকে নিল চিরকালের জন্য। সহকর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে সে গাড়িচাপা পড়ল।

এই হল কেব্‌ল হোগ—যে পাপীকে চরম শাস্তি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, দুর্বলকে ক্ষমা করতেও না; যে অক্লেশে প্রাণ নিতে পারে, আবার দিতেও।

সুপরিচালিত চিত্রটিতে রবারডসের অভিনয় অসাধারণ। তেমনই অনবদ্য ফোটোগ্রাফি, যা মরুভূমিকে ছবির পরদায় একই সঙ্গে ভয়াল এবং সুন্দর করে তুলেছে। নায়ক আর মরুভূমি যেন একে অপরের প্রতিরূপ।

* * *

গ্লোব সিনেমায় যে-ছবিটি দেখানো হচ্ছে সেটিও ওয়েসটারন। নাম: **ডেথ রাইডস এ হরস্‌**। যথারীতি একটি প্রতিশোধ-কাহিনী চিত্রটিতে রূপায়িত। ইতালীয় চিত্রটি পরিচালনা করেছেন জি পেত্রোনি।

* * *

এলিট সিনেমায় এ-সপ্তাহে দেখানো হচ্ছে একটি রুশ কাহিনী-চিত্র—**ফার ইন দ্য ওয়েসট**' সেই সঙ্গে একটি রুশ তথ্যচিত্র ("জারনি টু দ্য সী অব রেন্‌স")।

কাহিনী-চিত্রটি দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পটভূমিতে তোলা। ফরাসী প্রতিরোধ পর্বের একটি অধ্যায় ছবিটিতে রূপায়িত। বিষয়বস্তু অনভিনব; উপস্থাপনার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তথ্যচিত্রটি কিন্তু খুবই আকর্ষক। রুশ চন্দ্রযানের (লুনোখোদ—১) বিস্ময়কর অভিযান আর ক্রিয়াকলাপের এই প্রামাণিক চিত্রটি মাত্র দুই রিলের; কিন্তু এই দুই রিলের প্রতি ফুটই মূল্যবান।

এ-সপ্তাহের ছবি

এ-সপ্তাহে সোনা বৌদি মুক্তি পাচ্ছে, এ-ছাড়া একটি হিন্দী ছবি—**আন মিলো সজনা**।

দীনেশ চিত্রমের **সোনা বৌদি** আজ, শুক্রবার থেকে বীণা, বসুশ্রী, মিত্রা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে। শ্রীসুখেন দাসের গল্প অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীপীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়।

আন মিলো সজনা আজ, শুক্রবার, মুক্তি পাচ্ছে প্যারাডাইস, ম্যাজেসটিক, জেম, প্রভাত প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে। ইসটম্যান কালারে তোলা এই হিন্দী চিত্রের পরিচালক শ্রীমুকুল দত্ত। প্রধান পাঁচটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন: আশা পারেখ, রাজেশ খান্না, সুজিত, রাজেন্দ্রনাথ, নিরুপা রায়।

বিশ্বরূপায় "কোথায় পাবো তারে?"

বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ের নতুন নাটক "কোথায় পাবো তারে?" কালকূট-রচিত ভিন্নধর্মী এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীরাসবিহারী সরকার। নির্দেশনার দায়িত্ব শ্রীসরকারের। নাটকটির উদ্বোধন-দিবস বৃহস্পতিবার, পয়লা এপরিল।

একই সঙ্গে মানবিক ও আধ্যাত্মিক ভাব-আবেদনে সমৃদ্ধ এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন: জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ দাস বাউল সুধাংশু মাইতি, নির্মল ঘোষ, মনু মুখোপাধ্যায়, উমা পালচৌধুরি, সংগীতা কর, গীতা নাগ, ব্রতী দত্ত, দিলীপ রায়। বাউল, বৈষ্ণব, ফকির—নানা চরিত্রের আনাগোনা এই নাটকে, যেখানে সংগীতের বিশেষ ভূমিকা। পূর্ণ দাস বাউল নাটকটির সংগীত-পরিচালক।

ফ্র্যাংক সিনাত্রা অবসর নিলেন

পাম স্প্রিংস (ক্যালিফোরনিয়া), ২৪ মারচ: গায়ক-অভিনেতা ফ্র্যাংক সিনাত্রা (৫৫) প্রমোদলোকের কর্মজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন। গতকাল রাত্রে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত এখনই কার্যকর হবে।

গত তিন দশক ধরে প্রমোদলোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অসকার-জয়ী শিল্পী জানিয়েছেন, এইবার তিনি ইচ্ছা মত বিশ্রাম নিতে পারবেন, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন, হয়ত পারবেন কিছু লিখতেও। একটি বিবৃতিতে তিনি গত তিন দশকের "ব্যস্ত, কখনও বিষণ্ণ, কখনও সুখকর, কিন্তু সতত উত্তেজনাময়" কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বলেছেন, ওই ত্রিশ বছরে তিনি পড়াশুনো, চিন্তা আর আত্মবিশ্লেষণের কোনও অবকাশ পাননি, যা এখন তিনি পাবেন। —রয়টার

"গ্যামব্‌লার"

প্রযোজক-পরিচালক অমরজিতের হিন্দী চিত্র **গ্যামবলার** শীঘ্রই কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। উত্তেজক মুহূর্তে পূর্ণ, ইসটম্যানকালারে তোলা এই ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দেব আনন্দ।

• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• অ্যাল্‌ফাল্‌ফা টনিক
• ক্যাসিনা সিরাপ
• কিংস হোমোটোন
• ইউট্রোটোন্‌
প্রস্তুতকারক:
কিং এণ্ড কোং
৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী:
২০বি, পার্শী বাগান লেন কলিকাতা-৯
GRACE/K/31/70

জাপানে প্রদীপ সরকারের ইন্দ্রজাল জনপ্রিয়

পি সি সরকারের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীপ্রদীপ সরকার (পি সি সরকার—জুনিয়র) জাপানে ইন্দ্রজাল-প্রদর্শনী করে চলেছেন, এ-সংবাদ ইতিপূর্বে এই পত্রিকায় প্রকাশিত। গত পয়লা মারচ ওই প্রদর্শনীর শততম রজনী সম্পন্ন হয়। টোকিও থেকে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গেল, জাপানের দর্শকরা বলছেন, ভারতের ইন্দ্রজাল অতুলনীয়; বলছেন, পি সি সরকার অমর।

সংবাদ-কণা

সিনে কোয়ালিটির উদ্যোগে শ্রীসুনীল ঘোষের পরিচালনায় বাংলার রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে **রঙ্গালয়ের শতবর্ষ** নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হচ্ছে। শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের রচনাকে ভিত্তি করে চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক নিজেই।

রাধাচরণ স্মৃতি পাঠাগারের সাহায্যার্থে ভদ্রকালীতে (উত্তরপাড়া) ২৭ মারচ একটি বিচিত্রানুষ্ঠান হবার কথা ছিল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীমিহির ধর চৌধুরি জানাচ্ছেন বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এই অনুষ্ঠান কিছু-দিনের জন্য স্থগিত রাখা হল।

জাপানে প্রদীপ সরকারের জাদুপ্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

স্লিম ফিগার ফিরে চান?
—ফিগারেটে আসুন
পুরুষদের ও মহিলাদের আলাদা আলাদা সময়।
Figurette
ফিগার কণ্ট্রোলের বৃহত্তম কেন্দ্র
৪, লিটল রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন: ৪৪-৬৮৬১
PRESYN

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দলিল চিত্রের প্রযোজকদের অনুমোদিত প্যানেল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র প্রযোজকদের অনুমোদিত প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির জন্য দলিলচিত্র ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রযোজকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। বিবরণাদি ও দরখাস্তের প্রোফর্মা পাবলিক রিলেশন্স অফিসার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মেম্বার-সেক্রেটারি, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিলম (প্রোডাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট) কমিটি, ডিপার্ট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স, সর্বোচ্চ তল, ব্লক—১, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। দরখাস্ত ১৯শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

ডব্লিউ বি/আই পি আর ১১০০(৫)/৭১

অন্য যেকোনো গুঁড়ো চায়ের চেয়ে ঢের বেশি কাপ চা

লিপটনের রুবি ডাস্টে অন্য যে কোনো চায়ের চেয়ে ঢের বেশি কাপ চা হয়। হয় কি না হয়, পরখ করে দেখুন। শুধু কি তাই? রুবি ডাস্টে পাচ্ছেন উপরন্তু: ঢালবার সংগে সংগেই লিকার। ঘন গাঢ় টকটকে রং; স্বাদে উপাদেয়। এরপর কেনই বা লোকে বলবে না, লিপটনের রুবি ডাস্ট গুঁড়ো চায়ের রাজা।

লিপটনের
রুবি ডাস্ট
গুঁড়ো চায়ের রাজা
একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদে গন্ধে ভরপুর

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে রামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

এখন পাবেন নতুন রেক্সোনা
আপনার ত্বকের সুরক্ষা ও পরিপুষ্টির জন্য!

রেক্সোনা আরও গুণশালী কারণ
ক্যাডিল প্লাস - ত্বকের ৫টি টনিকের এক মিশ্রণ
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন